182. Nc. 900. 19.

# গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ

## গীতাভিনয়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

শ্রীবিনোদ বিহারী শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

SEAL-PRESS.

*CALCUTTA.—333 Upper Chitpore Road.*

*Printed by S. K. Seal.*

*1900*

মূল্য ১৲ একটাকা।

182. Nc. 900. 19.

# গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ

## গীতাভিনয়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

শ্রীবিনোদ বিহারী শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

SEAL-PRESS.

*CALCUTTA.—333 Upper Chitpore Road.*

*Printed by S. K. Seal.*

*1900*

মূল্য ১৲ একটাকা।

IMPERIAL LIBRARY
9. AUG. 3.

# বিজ্ঞাপন।

প্রিয়-পাঠক!

প্রকাশক এই পুস্তকের প্রায় প্রথম ৩।৪ ফরমা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা লিখাইয়া প্রকাশ করেন, তৎপরে যে কোন কারণেই হউক, এই পুস্তকখানির অবশিষ্টাংশ আমাকে লিখিবার কারণ অনুরোধ করায়, আমি যথাসাধ্য শ্রম ও যত্ন সহকারে "গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম লাভ" গীতাভিনয় খানি শেষ করিলাম। সহৃদয় পাঠকগণ ইহার দোষভাগ ত্যাগ করিয়া গুণ গ্রহণ করিলে সাতিশয় বাধিত ও কৃতার্থ হইব কিমাধিকমিতি সন ১৩০৭ সাল।

জেলা হুগলী।
পায়রাগাছা-জনাই।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

# নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

## পুরুষগণ।

| | | |
|---|---|---|
| মহাদেব | ... | কৈলাসপতি। |
| নারায়ন | ... | গোলকপতি। |
| ব্রহ্মা | ... | সৃষ্টিকর্ত্তা। |
| ইন্দ্র | ... | দেবরাজ। |
| মাতলী | ... | ঐ সারথী। |
| সূর্য্য। | | |
| চন্দ্র। | | |
| পবন। | | |
| বরুন। | ... | দেবগণ। |
| যম। | | |
| শনি। | | |
| মঙ্গল। | | |
| অগ্নি। | | |
| নারদ। | | |
| বিদূষক। | | |
| প্রতিহারী। | | |
| গয়াসুর | ... | ত্রিপুররাজের পুত্র। |
| কান্ত। | | |
| শান্ত। | ... | দৈত্যবালকগণ। |
| দান্ত। | | |
| ভান্ত। | | |
| গুরুমহাশয়। | | |
| অসুরসৈন্যগণ। | | |

## স্ত্রীগণ।

| | | |
|---|---|---|
| দুর্গা | ... | কৈলাসেশ্বরী। |
| লক্ষ্মী | ... | গোলোকেশ্বরী। |
| শচি | ... | ইন্দ্রাণী। |
| প্রভাবতী | ... | রাণী। |
| সুশীলা | ... | দাসী। |
| পটমঞ্জুরী | ... | সখি। |
| অমলা | ... | দাসী। |
| কমলা | | |
| দুইজন অপ্সরা | | |

7/42
BENGAL LIBRARY
9. JAN. 19
WRITERS' BUILDINGS

# গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ

## গীতাভিনয়।

### প্রথম দৃশ্য।

অমরাবতী দেব রাজসভা।

দেবরাজ ইন্দ্র, ব্রহ্মা, সূর্য্য, চন্দ্র, পবন, বরুণ, যম, প্রভৃতি দেবতাগণে সমাসীন।

ইন্দ্র। দেবগণ! ত্রিলোক—বিজয়ী ত্রিপুরাসুর বিনাশ হবে এ আমি একদিনের জন্যও মনে স্থান দিই নাই। ভেবেছিলাম ইন্দ্রত্ব ত যাবেই অবশেষে ত্রিপুরাসুরের হস্তে প্রাণও যাবে। দেবদুর্গতির আর পরিসীমা থাকবে না, দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপায় সে ভীষণ ভয় হতে দেবগণ পরিত্রাণ পেয়েছেন। এখন আর কোন বিপদ উপস্থিত না হলে হয়।

ব্রহ্মা। দেবরাজ! দেবগণ বিপদ ছাড়া কখন, পদে পদেই ত দেবগণ বিপদ সাগরে পতিত হয়ে থাকেন।

সূর্য্য। সে কথাও মিথ্যা নয়, পৃথিবীতে যখন যে একান্ত-মনে হর কিম্বা হরির তপস্যা করে, সেই তাঁদের নিকট ত্রিলোক-বিজয়ী বর গ্রহণ করে থাকে, ভক্তবৎসল হরি ও

হর ভবিষ্যৎ না ভেবে ভক্তের মনতুষ্টি সাধন জন্য সেই বরই প্রদান করেন, সুতরাং ভক্তেরা সেই বলে বলী হয়ে বিশ্বজয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাতে ভক্তের দোষ কি, যাঁরা ভক্ত-বৎসল ভক্তাধীন তাঁদেরই দোষ।

চন্দ্র। ঠিক বলেছ ভক্তের কোন দোষই নাই। ভক্তেরা ভক্তবৎসলের নিকট সকল বরই প্রার্থনা করিতে পারে, কিন্তু বরদাতার বিবেচনা করে বর দেওয়া কর্ত্তব্য।

পবন। তা সত্য কিন্তু যে ভক্তাধীন ভক্তের নিকট তাঁর কিরূপে স্বাধীনতা চল্‌তে পারে, অধীনের আবার ক্ষমতা কি? তাকে যা বলবে তাই তাকে শুন্‌তে হবে, যখনি যে আদেশ করবে, তখনি তাকে তা পালন করতে হবে। যখনি ডাক্‌বে তখনি তাকে দেখা দিতে হবে, তবে ভক্তাধীন নামের গৌরব বৃদ্ধি হবে, তা না হলে যে, ভক্তাধীন নাম কলঙ্কসাগরে ডুববে।

বরুণ। ভক্তাধীন নাম কলঙ্কসাগরে ডুববে বল্লে—আচ্ছা—আমি এক কথা জিজ্ঞাসা করি, ভক্তাধীন হলেই কি স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব আত্মীয়, স্বজনের মুখ পানে চাইতে নাই ভক্তের মুখ পানেই চাইতে হয়।

যম। ভক্তের মুখ পানে চান কি সাধ করে, ভক্তই যে ভগবানের দেহ জীবন মন, জীবন সর্ব্বস্বধন, ভক্তের ভক্তি বন্ধনে তিনি চিরদিনের জন্য বন্ধন গ্রস্ত আছেন, সে বন্ধন মোচন করা বড় সহজ কথা নয়, সুতরাং ভক্তের জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁকে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন সমস্তই পরিত্যাগ কর্ত্তে হয়।

বরুণ। তা ত হয়, আমরা কি তাঁর ভক্ত নই, আমরাও তাঁর পরমভক্ত, তবে—সময় সময় আমাদের দুর্দ্দশা ঘটান কেন?

চন্দ্র। আমরা যে তাঁর ভক্ত, তা—স্বীকার করি, নইলে অমর পদে অভিষিক্ত হব কেন? কঠোর তপস্যা ভিন্ন অমরত্বলাভ কখনই সম্ভবে না। তবে যে আমাদের বিপদ ঘটে সেটা আপনাদের নিজ নিজ কর্ম্ম ফল। কর্ম্ম ফলের ফল যে কেবল—মনুষ্যকেই ভোগ কর্ত্তে হয়, তা নয়, অমরকেও ভোগ কোর্ত্তে হয়। অমর হোলেই যে চির-দিন স্বর্গ ভোগ হবে, তা মনে কোর না, পুণ্যবল, সাধনবল, তপোবল ক্রমশঃ দুর্ব্বল হোয়ে পোড়লেই স্বর্গচ্যুত হোয়ে মর্ত্ত-লোকে জন্ম গ্রহণ কোর্ত্তে হবে। পুণ্যের সীমা অতিক্রম হোলে কার সাধ্য স্বর্গ ভোগ করে?

ইন্দ্র। তবে কি আমাকেও স্বর্গরাজ্য ত্যাগ কোরে যেতে হবে?

ব্রহ্মা। যেতে হবে বল কেন? কতবার ত যেতে হোয়েছে। নহুষ প্রভৃতি রাজর্ষিগণ এই ইন্দ্রত্বপদ গ্রহণ কোরে একাধিপত্য বিস্তার কোরে গিয়েছেন। এই ইন্দ্রত্ব-পদ স্বধু তোমার অধিকার নয়, এতে সকলেরই অধিকার আছে। মর্ত্তলোকে তপস্যা কোরে যে ইন্দ্রত্বপদ লাভের উপযোগী হবে, সেই এই—ইন্দ্রত্বপদ গ্রহণ কোর্‌বে। তবে যতদিন ভোগ কর, সেই তোমার পক্ষে পরম লাভ।

ইন্দ্র। তা বটে, কিন্তু এক্ষণে আর কিছু হোচ্ছে না। ত্রিপুরাসুরের ভয়ই বড় ভয় ছিল, সে যখন শিব-সমরে

নিধন হয়েছে, তখন আমি নিষ্কণ্টক হোয়েছি। ত্রিলোক বিজেতা ত্রিপুরাসুরের সমকক্ষ বীর সহসা ভূতলে যে কেহ জন্ম গ্রহণ করবে, এরূপ বোধ হয় না। কেন না তার বিনাশের জন্য তেত্রিশকোটী দেবতাকে উপস্থিত হোতে হোয়েছিল। ত্রিপুরাসুরসমরে দেবাদিদেব মহাদেব রথী হোয়েছিলেন, দেবী বসুমতী রথ হোয়েছিলেন, চন্দ্র সূর্য্য সেই রথের রথচক্র হোয়েছিলেন, ভীম পরাক্রম প্রভঞ্জন সেই রথ চালনার্থ অশ্বরূপ ধারণ কোরেছিলেন, তেত্রিশকোটী দেবতা মহাদেবের পৃষ্ঠ পোষক হোয়ে বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে রণসাজে শায়ক সমূহ সনে সুশোভিত ছিলেন, নাগরাজ বাসুকী কোদণ্ড রূপ ধারণ কোরেছিলেন, শেষনাগ তাতে শিঞ্জিনী রূপে অবস্থান কোরেছিলেন, স্বয়ং তেজস্বী ব্রহ্মা বাণ রূপ ধারণ কোরেছিলেন, আর স্বয়ং ভগবান হরি রথধ্বজে বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে অবস্থিতি কোরে, ত্রিপুরাসুরের তেজ হরণ কোরেছিলেন, তবে ত্রিপুরাসুর নিধন হোয়েছে। সামান্য দানবকুলে জন্ম গ্রহণ কোরে অমরের উপর এরূপ বীরত্ব প্রকাশ করা কি কঠোর তপস্যা ভিন্ন সম্ভব হতে পারে, কখনই না?

ব্রহ্মা। তা—বলা যায় না, তপস্যাবলে ত্রিপুরাসুর অমরের উপর বীরত্ব প্রকাশ করেছে, আর যে কেহ বীরত্ব প্রকাশ কোর্ত্তে পারবে না, সেটা তোমার বলবার ভ্রম। তপস্যাবলে ত্রিপুরাসুর আপেক্ষাও বীরপুরুষ ভূতলে জন্ম গ্রহণ কোর্ত্তে পারে, ইন্দ্রত্বপদও গ্রহণ কোর্ত্তে পারে, অমরের উপর একাধিপত্যও বিস্তার কোর্ত্তে পারে, এমন কি বিধি-বিষ্ণু

বাসবকেও জয় কোর্ত্তে পারে, মহাদেবকেও জয় কোর্ত্তে পারে, তপস্যাবলে না কোর্ত্তে পারা যায়, এমন কোন কার্য্যই নাই, সকল কার্য্যই সম্পন্ন কোর্ত্তে পারা যায়।

গীত।

তপোবলে না হয় কার্য্য কি এমন।
জয় করে বিধি বিষ্ণু বাসব ত্রিলোচন॥
তুমি কি দেখাও ইন্দ্রত্ব, তপোবলেতে শিবত্ব,
অগ্নি দেবের অগ্নিত্ব, লভে সে গোলোক ভবন।
তপোবল তুল্য বল নাহি সংসারে,
অনাসে পার হতে পারে এ ভব সংসারে ;——
কি কব তপস্যার ফল, কখন না হয় বিফল,
অন্তে পায় মোক্ষফল, জয় করে দুরন্ত শমন।

ইন্দ্র। পিতামহ! তপোবল যে প্রধান বল, তা আমি বিলক্ষণ জানি, জেনে শুনেও মরীচিকার ভ্রান্ত হই। আমি যে ইন্দ্রত্বপদ লাভ কোরেছি, এও কঠোর তপোবলে। তপোবল ভিন্ন কি ইন্দ্রত্ব লাভ করা, আমার ভাগ্যে ঘোট্‌তো, কখনই না? হায়! আমি যদি ইন্দ্রত্বপদ গ্রহণ না কোরে, হরিপদ গ্রহণ কোর্ত্তেম তা হ'লে দিবানিশি আমাকে চিন্তানলে দগ্ধ হোতে হোত না, বিষয় বিষধরও আমাকে দংশন কোর্ত্ত না, দিন দিন ধনতৃষ্ণাও আমার প্রবল হোয়ে উঠ্‌তো না। হায়! হায়! আমি ইন্দ্রত্ব গ্রহণ কার কি কু-কার্য্যই করেছি।

ব্রহ্মা। ভাবিতে উচিত ছিল, প্রতিজ্ঞা যখন, যখন ইন্দ্রত্ব

গ্রহণ কোরেছিলেন, তখনই ভাবা উচিত ছিল। এখন আর ভেবে কি হবে বলুন।

( বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূষক। আমি অন্তরালে থেকে আপনাদের সমস্ত শুনেছি। ( দেবরাজের প্রতি ) বলি—দেবরাজ! ইন্দ্রত্বপদ গ্রহণ কোরেছেন বোলে আক্ষেপ কোচ্ছেন কেন? ইন্দ্রত্বপদ ত্রিলোকে উৎকৃষ্ট পদ আর কি কাছে ইন্দ্রত্বই ত সকলে প্রার্থনা কোরে থাকে?

ইন্দ্র। বয়স্য! থাকে সত্য, কিন্তু ইন্দ্রত্বপদে সুখের লেশ—মাত্র নাই।

বিদূষক। সেকি সখে! ইন্দ্রত্বপদে সুখ নাই, তবে কোন্ পদে সুখ আছে?

ইন্দ্র। হরিপদে সুখ আছে।

বিদূষক। সখে! শেষটায় বড় হাসালেন! হরিপদে সুখ আছে বলে—যতদূর অজ্ঞতার পরিচয় দিতে হয়, তাও দিলেন। আমি জানতাম যে, আপনি অমরাধিপতি দেবরাজ অবশ্যই আপনার রাজবুদ্ধি আছে, এখন জানলাম যে আপনাতে কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই, তা হোলে আপনি হরিপদে সুখ আছে—এ কথা কখনই মুখে উল্লেখ কোর্‌তেন না। হরিপদের যত গুণ তা—আমি বেশ জানি।

ইন্দ্র। তুমি—কি জান?

বিদূষক। কি না জানি সকলই জানি, হরিপদ বিপদের আস্পদ, সর্ব্বনাশের মূলীভূত, শোক দুঃখের নিদান, সেই

জন্যই শ্রীমন্তলোকেরা হরিনামও করে না হরিপদ ভাবনাও করে না। যারা শ্রীহীন, দীন, দুঃখী, বনবাসী হোয়ে কটুতিক্ত কষায় ফলমূল আহার করে, তারাই হরিনাম, হরিপদ ভাবনা করে। যারা ঋষি, তপস্বী, সন্ন্যাসী, শ্মশানবাসী, উদাসী,নিরাশ্রয় পথের পথিক, তারাই হরিনাম, হরিপদ ভাবনা করে। দেবর্ষি নারদ হরিভক্ত, তিনি নিরাশ্রয় পথের পথিক, ঢেঁকি তাঁর বাহন। ভব তাঁর ভক্ত, তিনি শ্মশানবাসী, বৃষ তাঁর বাহন। যোগীঋষিমুনিগণ তাঁর ভক্ত, তাঁরা বনবাসী হোয়ে কখন প্রখর রবির উত্তাপে তাপিত, কখন হেমন্তের হিমে জর্জ্জরিত, কখন বা বরিষার বারিধারায় সিক্ত। তাঁদের ত এই দশা। যারা তাঁর ভক্ত নয়, যারা তাঁর নাম করেনা, তাঁর পদ ভাবনা করেনা, তারা কত সুখী। দেখ দেখি, তাদের অতুল ঐশ্বর্য্য, বিচিত্র সৌধোপরি বাস, সুকোমল শয্যায় শয়ন, ধন ধান্যে পরিপূর্ণ সংসার, রাজলক্ষ্মী মূর্ত্তিমতি, হয়হস্তীরথারোহণে গমন, তাদের মাথায় রাজভুষণ, তারা নানারত্ন ভুষণে ভুষিত, দাসদাসী সৈন্যসামন্তে বেষ্টিত।

ইন্দ্র। তুমি যা—বোল্লে তাত শুনলাম। আচ্ছা আমি একটী কথা বলি—হরিকে অভক্তি কোরে হরির বিদ্বেষী হোয়ে কে—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হোয়ে সুখ ভোগ কোচ্ছে?

বিদূষক। কেন, যারা হরিবিদ্বেষী তারাই সুখভোগ কোচ্ছে। হিরণ্যকশিপু যতদিন হরির বিদ্বেষী ছিল, ততদিনই সুখী ছিল।

ইন্দ্র। হরির বিদ্বেষী হোয়ে যদি সুখী ছিল, তবে—সে অসুখী হোল কেন?

বিদূষক। কেন, আমিত পূর্ব্বেই বোলেছি, হরিনাম কষ্টদায়ক, হরিপদ বিপদের আস্পদ সর্ব্বনাশের মুলীভূত।

ইন্দ্র। কিসে ?

বিদূষক। নয় কিসে হরিভক্ত প্রহ্লাদ যদি তার পিতাকে হরিনাম না শোনাত, হরিপদ যদি সেখানে পতিত না হোত, তাহোলে কখনই তাকে বিনষ্ট হোতে হোত না। দেবরাজ! হরিনাম যেখানে—হরিপদ যেখানে—সেইখানেই সর্ব্বনাশ, সেইখানেই বিপদ, সেইখানেই শোকসিন্ধু উত্থলিত। দুঃখ নদী প্রবাহিত।

গীত।

হরিপদে বিপদে পড়ে যত জীবগণ।
শোক দুঃখ কষ্ট ভোগ করে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
ভাবিলে শ্রীহরি পদ, পদে পদে হয় বিপদ,
ঘটান হরি নানা প্রমাদ, বিষাদে করেন নিমগণ॥
হরি পদ ভেবে ভব শ্মশানবাসী,
বস্ত্রাভাবে দিগম্বর হয়েছেন সন্ন্যাসী,
নারদ ঋষি দিবানিশি, হরিপ্রেমেতে উদাসী,
তবু তাঁরও দুঃখরাশি, না হয়ও বিনাশন॥

ইন্দ্র। যাক, আর এ সকল কথার আন্দোলনে আবশ্যক নাই, আমার মনোমধ্যে একটা বড় সংশয় জন্মেছে।

ব্রহ্মা। কি ?

ইন্দ্র। আমি জান্‌তাম জগদীশ্বর যে সকল বস্তু সৃষ্টি কোরেছেন—সে সমস্তই হিতকর, এখন দেখছি সে সমস্ত

কিছুই নয় কেবল দুঃখের ভাণ্ডার, এমন একটী বস্তু দেখ্‌তে পাইনা যে, জীবের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে সুখসাধন করে, সকল বস্তুই একাংশে সুখ দুঃখ প্রসব করে, বরং সুখাপেক্ষা দুঃখের ভাগই অধিক, পিতামহ! এই সকল বিষয় জান্‌বার জন্য, আমার মন বড়ই অস্থির হয়েছে।

ব্রহ্মা। এ—বড় শক্তবিষয়, তত্ত্বজ্ঞানী ভিন্ন অন্যের সাধ্য নাই যে, বুঝিয়ে দেয়। তবে দেবর্ষি নারদ তত্ত্বজ্ঞানী তাঁর দ্বারায় তোমার সংশয় অপনোদন হবার সম্ভব। এখানে তাঁর শুভাগমন হলে—তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরে সংশয় দূর করো।

( নারদের প্রবেশ। )

নারদ। পিতঃ! দেবরাজের কাছে নারদের কথা কি উল্লেখ কচ্ছিলেন?

ব্রহ্মা। বৎস! অন্য কথা কিছুই নয়, দেবরাজের মনোমধ্যে একটী সংশয় জন্মেছে, তুমি ভিন্ন সে সংশয় দূর হবার উপায় নাই।

নারদ। ( দেবরাজের প্রতি ) দেবরাজ! মনোমধ্যে কি সংশয় জন্মেছে—বলনা শুনি?

ইন্দ্র। আজ্ঞে—এই সংশয় জন্মেছে যে, জগদীশ্বর কি অভিপ্রায়ে দুঃখের সৃষ্টি কোরেছেন। কিরূপেই বা জীবগণ দুঃখ হোতে পরিত্রাণ পেতে পারে, তার উপায় বলে কৃতার্থ করুন।

নারদ। জগৎপিতা জগদীশ্বর যদি দুঃখের সৃষ্টি না কর্ত্তেন

তাহোলে ক্ষণকালের মধ্যে এই সুদৃশ্য বিশ্ব জলহীন মীনের ন্যায় শোভাহীন হোয়ে বিলীন হোয়ে যেত। দুঃখের ভয়েই জীবে নিজনিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হোয়ে থাকে। যদি জীবের শারীরিক পীড়া জন্য দুঃখ না হোত, তাহোলে তারা যত্ন পূর্ব্বক ঔষধি সংগ্রহ কোরে শরীর রক্ষা কোরতো না। অকালেই কালের সহিত সাক্ষাৎ কোরতো।

## গীত।

যদি না থাকিত দুঃখ এ সংসারে।
কেহ কারেও মানিত না যেত বিশ্ব ছারখারে॥
দুঃখ না থাকিলে পরে, কেবা বল যত্ন কোরে,
ঔষধি সংগ্রহ করে, সুস্থ হত চরাচরে।
দুঃখ শান্তির কারণ, করে ভজন পূজন,
নইলে অকালে কালে করিত গ্রহণ ;——
দুঃখ আছে বলে জীবে, কিসে দুঃখ বিনাশিবে,
সেই চেষ্টা নিশিদিবে, ভাবে ভব কর্ণধারে॥

দেবরাজ! বিনা প্রয়োজনে জীবের কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মায় না। সেই প্রয়োজন দুই প্রকার সুখ ও দুঃখাভাব। অধিকাংশ বিষয়ে দুঃখনাশের জন্যই জীবের প্রবৃত্তি হয়, কোন কোন বিষয়ে সুখলাভের জন্যও জীবের প্রবৃত্তি হয়, জীব যদি সুখের বিচ্ছেদে দুঃখে পতিত না হোত, তা হোলে সুখও প্রয়োজন বোলে পরিগণিত হোত না। সুখেও প্রবৃত্তি থাকতো না। দুঃখই জীব প্রবৃত্তির মূলীভূত ও

বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যের একমাত্র সংস্থিত হেতু, দুঃখের সৃষ্টি না কোরলে সাংসারিক সকল বিষয় একেবারে বিশৃঙ্খল হোয়ে পোড়তো। জীবগণ যদি আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক তাপত্রয়ে তাপিত না হোতো, তাহোলে কেহই ত্রিতাপনাশের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হোয়ে শাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞান-লাভের জন্য সদ-গুরু সন্নিধানে গমন কোরতো না। চরমে পরম শিবলাভ কোর্ত্তে পার্ত্তনা, নিত্য সুখের অধিকারীও হোতো না। সকলেই ভ্রমজালে জড়িত হোয়ে অসার সংসারকেই সার ভেবে অনিত্য সুখেই নিমগ্ন থাকতো। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত জীবের নিত্য সুখ-লাভের অন্য কোন উপায় নাই। জগদীশ্বর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফলের অধিকারী কর-বার জন্যই দুঃখের সৃষ্টি কোরেছেন। দুঃখের সৃষ্টি না কোর্‌লে জীবের লৌকিক—পারলৌকি এই—উভয়ের মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা ছিল না।

ইন্দ্র। দেব! আপনি যে বল্লেন তত্ত্বজ্ঞান—লাভে ত্রিবিধ সন্তাপ বিনষ্ট হয়। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই দুঃখ নিবৃত্তির কারণ, তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন জীবের দুঃখ নিবৃত্তির উপায় নাই, এ সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথমতঃ জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী—অবশ্য অজ্ঞানকে নষ্ট কর্ত্তে পারে তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই জ্ঞান দ্বারায় নষ্ট হোতে পারে না। যে জ্ঞান সকল বস্তুকেই প্রকাশ কোরে থাকে, সে কেমন কোরে দুঃখ বিনাশে সক্ষম হবে।

নারদ। জ্ঞান অজ্ঞানকে নাশ করে সত্য অজ্ঞান ভিন্ন অন্য বস্তু নাশ কোর্ত্তে পারে না। কিন্তু যখন জ্ঞান অজ্ঞানকে

নষ্ট করে, তখন অজ্ঞানের কার্য্য সকল আপনিই নষ্ট হোয়ে যায়, কেননা কারণ বিনাশ হোলে কার্য্যেরও বিনাশ হোয়ে থাকে। যেমন রজ্জুখণ্ডে সর্পভ্রম হোলে, পরে যখন তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হয়, তখন যেমন রজ্জু—বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ অজ্ঞান জন্য সর্পভয়ওকম্পনাদি জনিত দুঃখেরও নিবৃত্তি হোয়ে থাকে, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত সাংসারিক দুঃখ নিবৃত্তির আর অন্য উপায় নাই।

গীত।

তত্ত্বজ্ঞান বিনা দুঃখ না হয় মোচন।
সাংসারিক যত সুখ সব দুঃখের কারণ॥
সংসারে থাকিলে সুখ, কেন সনকাদি শুক,
সংসারে হয়ে বিমুখ, করিবে বিপিনে গমন।
সংসারিক যত কিছু সকলি অসার,
সার কেবল মনে মনে সেই সারাৎসার,
যে করেছে তাঁরে সার, সকলি তার সুসার,
অভাব নাহিক তার, প্রেমে পুলকিত জীবন॥

ইন্দ্র। যদিও তত্ত্বজ্ঞান সাংসারিক দুঃখনিবৃত্তির কারণ সত্য কিন্তু জীবের পক্ষে সে জ্ঞান লাভ হওয়া দুঃসাধ্য। বহু জন্ম সঞ্চিত পুন্যজনিত চিত্তশুদ্ধি হওয়া জীবের ভাগ্যে বড়ই সুকঠিন। বিশেষতঃ যে কোন বিষয়েই হোক, যতক্ষণ তার কোন সুলভ উপায় পাওয়া যায় ততক্ষণ কষ্ট সাধ্য উপায় অবলম্বনে কখনই জীবের প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং

যখন জীব ত্রিতাপতাপেতাপিত হবে, তখন তাপ নাশের কারণ যে সকল বিদ্যমান আছে, তাই—অবলম্বন কোরবে। কখনই তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ লোভে অগ্রসর হবে না। যখন জীব বাত, পিত্ত, কফের বৈষম্য জন্য জ্বরাদি রোগাক্রান্ত হবে; তখন রোগ শান্তির নিমিত্ত বৈদ্যশাস্ত্রে যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকল ঔষধ পথ্যাদি সেবন দ্বারা রোগ হোতে মুক্ত হোতে চেষ্টা পাবে। যখন কাম, ক্রোধ, লোভিও অভিলষিত বস্তু অভাব জন্য দুঃখ উপস্থিত হবে তখন প্রিয়তমা কামিনী, দণ্ডবিধান, যাচিঞা, কৃষি, বাণিজ্য, রাজ সেবাদি লোক প্রসিদ্ধ উপায় অবলম্বন কোরে দুঃখ হোতে পরিত্রাণ পাবে। যখন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সর্প দংশনাদি কারণ জনিত কোন আধিভৌতিক দুঃখগ্রস্ত হবে, তখন উপযুক্ত ঔষধ সাবধানতারূপ লৌকিক উপায় অবলম্বন করে দুঃখ শান্তি কোরবে! যখন বিনায়ক মাতৃকা গ্রহাদি বৈপুণ্যরূপ দৈব কারণ বশতঃ আধিদৈবিক দুঃখাভিভূত হবে, তখন মণিমন্ত্র মহৌষধ স্বস্ত্যয়নাদি লৌকিক কারণ দ্বারা দুঃখের শান্তি কোরবে। এরূপ আপত্রয় নাশের সহজ উপায় থাকৃতে আয়াসসাধ্য তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসে জীবের কিরূপে প্রবৃত্তি জন্মাবে।

নারদ। তুমি লৌকিক যে সকল কারণ দেখালে, তার একটী কারণও যথার্থ দুঃখ নাশের কারণ নয়। যদিও কিছু-কালের জন্য দুঃখ দূর হয় বটে, কিন্তু পুনরায় আবার সেই দুঃখ এসে দেখা দেয়, একেবারে দুঃখের শান্তি কিছুতেই হবে না। কেহ এক ঔষধ সেবনে আরোগ্য লাভ কোর্‌ছে

কেহবা রোগ হোতে মুক্ত না হোয়ে কালগ্রাসে পতিত হোচ্ছে। যদি জগতে এমন কোন ঔষধ থাক্‌তো যে, তা সেবনে নিশ্চয়ই রোগ শান্তি হবে, তাহোলে একটী জীবও মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ কোরতো না। এমন ঔষধ দেখি না যে, তা সেবনে রোগ হোতে মুক্ত হোলে পুনরায় সে রোগের উৎপত্তি হয় না, তা—যখন হয়, তখন তোমার প্রদর্শিত লৌকিক উপায় অবলম্বন কোরলে কিরূপে দুঃখ হোতে মুক্ত হবে? তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন সমূলে দুঃখ নাশ হবার কোন উপায় নাই।

বিদূষক। বলি দেবরাজ! ত্রিপুরাসুর বধ হওয়ায় হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হোয়েছে নাকি? তাই দেবর্ষিকে তত্ত্বজ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছেন? আপনার হৃদয়ে এখন তত্ত্বজ্ঞান বীজ অঙ্কুরিত হওয়া দূরে থাক, উষরক্ষেত্রে বীজ বপনের ন্যায় বিফল হবে, কিছুই অঙ্কুরিত হবে না।

ইন্দ্র। কেন হবে না সখে?

বিদূষক। হবার যো নাই—এখনও যে আপনার বিষয় লালসা রয়েছে। যতদিন বিষয় হোতে বিরত হোয়ে বৈরাগ্য আশ্রয় না কোর্ব্বেন, ততদিন তত্ত্বজ্ঞান আপনার হৃদয়ে কোনরূপে প্রবেশ কোরবে না।

নারদ। সে—কথা ঠিক, বৈরাগ্য না জন্মালে তত্ত্বজ্ঞান লাভ জীবের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়।

বিদূষক। তবে—ঠাকুর! আপনি কেমন কোরে বিষয়াশক্ত বাসবকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন। উনি এখন ঘোর বিলাসী সর্ব্বদাই সুখাভিলাষে রত, আমোদ প্রমোদে নত,

ধনাশা প্রচণ্ড ঘূর্ণিত বায়ুতে দিবানিশি ঘুরছেন, ওঁর কি বুদ্ধির স্থির আছে—না বৈরাগ্য আছে, তাই আপনি উপদেশ দিচ্ছেন? বৈরাগ্য নাহোলে আপনার তত্ত্ব উপদেশ বাসবের হৃদয়ে কখনই স্থান পাবে না।

গীত।

বৈরাগ্য না হোলে।

কেমনে ফলিবে বল তপোধন তব উপদেশ হৃদয় কমলে।
বিষয়াভিলাষী বিলাসী যে জন, তত্ত্ব কথায় তারা নাহি দেয় মন,
বিলাসেতে মত্ত সদা সর্ব্বক্ষণ, লয়ে পরিজন ভাসে সুখ সলিলে।
বৈরাগ্য না হোলে পরে, তার কি হৃদয় মাঝারে,
তত্ত্ববীজ প্রবেশ করে, হয় অঙ্কুরিত;——
মরুভুমিতলে কল্লে বীজ বপন, বিফল হোয়ে যায় সে বীজ যেমন,
বিষয় বিলাসীর হৃদয়ে তেমন, উপদেশ বীজ তায় না ফলে॥

(শনি সহ মঙ্গলের প্রবেশ।)

শনি। তাইতো হে মঙ্গল! কিছুই যে মঙ্গল দেখ্‌ছি না, সবই যে অমঙ্গল দেখ্‌ছি আমাদের কষ্ট করে এতদূর আসাই বৃথা হোল। ভাব্‌ছিলাম ত্রিপুরাসুর বধ হোয়েছে, ইন্দ্রসভায় বহুদিন ধোরে নৃত্য গীত হবে, চব্যচোষ্য লেহ্য পেয়র যোগাড় ও বিলক্ষণ হবে, কিছুদিন ইন্দ্রালয়ে থেকে নয়নভরে নৃত্য দেখ্‌বো, শ্রবণ ভরে গান শুন্‌বো, প্রাণ ভরে খাট্টা কোরে পেট্টা ভরাবো। কৈ তারতো কিছুই যোগাড় নাই।

মঙ্গল। যদিও যোগাড় হোত, কিন্তু আর হবে না।

শনি। কেন?

মঙ্গল। শনির আগমন হোয়েছে। শনি আগমনে সব উড়ে পুড়ে যায়, আমিতো তোমার গুণাগুণ সবই জানি।

শনি। আমিইবা তোমার গুণাগুণ কোন না জানি, তোমার দৃষ্টি যার প্রতি হয়, সে মঙ্গলের দশায় যৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ করে, তার রক্তপাত না হোলে তুমি সন্তুষ্ট হও না।

মঙ্গল। তুমিইবা কম্‌র কি? তোমার দৃষ্টি যার দিকে পড়ে, সে একেবারে ধনে প্রাণে সারা হয়, শনির দশায় পোঁড়লে—জীবের যন্ত্রণার এক শেষ হয়।

শনি। যতই বল তুমিও কম নয়—আমিও কম নই, ভেবে দেখলে উভয়ই সমান।

ইন্দ্র। ওহে—দেবগণ! শনি মঙ্গলের আগমন হোয়েছে, আর এখানে ক্ষণকালও থাকা উচিত নয়, এই সময় আস্তে আস্তে সরে পড়ি এস—নইলে শনির দৃষ্টিতে দেব-দুর্গতির সীমা থাকবে না।

দেবগণ। যে আজ্ঞে।

(নারদ শনি মঙ্গল ভিন্ন সকলের প্রস্থান।)

মঙ্গল। দেখলে—শনি! তোমাকে দেখেই দেবতারা ভয়ে সরে পোড়লেন।

শনি। তোমাকে দেখে বুঝি নয়।

মঙ্গল। হাঁ—আমাকে দেখেও বটে।

শনি। তবে—ভাই! আমরা দুইজন মহাপাপী।

মঙ্গল। তা আবার একবার কোরে বোলছ? পাপ না থাক্‌লে কি পরাধীন হোয়ে রাশিচক্রে ঘুরে বেড়াতে হয়?

নারদ। ( শনি মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া স্বগতঃ ) আরে মোলো! এ দুটো আবার এখানে কোথা থেকে এল? সর্ব্বনাশ কোরলে আর কি ও দুটো আমাকে দেখলেই আমার রন্ধ্রগত হোয়ে আমার তপস্যার দফা নিকেশ কর্ব্বে। হায়! হায়! আজ কি কুযাত্রায় বার হয়েছিলাম, কি ঝকমারি কোরেই ইন্দ্রালয়ে এসেছিলাম।

গীত।

হায় কি করিলাম। ( আমি )
কেন সাধ কোরে আজ ইন্দ্রালয়ে আসিলাম॥
এসে আমার এই হোল, শনিরও দৃষ্টি পড়িল,
সাধে বিষাদ ঘটিল, পাছে ভুলি হরিনাম।
শনির দৃষ্টি হোলে পরে, কার সাধ্য রক্ষা করে,
স্বধর্ম্মস্বশান্ত হোয়ে নরে, দুঃখে অবিরাম॥

( স্বগতঃ ) ভেবে আর কি কোরব, যা ভাগ্যে আছে তাই হবে। এখন ওঁদের কুশল জিজ্ঞাসা কোরে সন্তোষ করি। ( প্রকাশ্যে ) [ মঙ্গলের প্রতি ] কেও ধরণী তনয়! এস এস!

মঙ্গল। দেবর্ষে! প্রণমামি ( প্রণাম )।

নারদ। কল্যাণমস্তু। ( শনির প্রতি ) একে সূর্য্যসুত।

শনি। আজ্ঞে প্রণমামি ( প্রণাম )।

নারদ। বলি সব মঙ্গল ত?

শনি। আজকাল ত মঙ্গল বটে, এরপর মঙ্গলামঙ্গল যা হবে তা আপনিই জানেন, সে যাহোক দেব! সময় সময় আমাদের বড়ই কষ্ট পেতে হয় নিয়ত রাশিচক্রে থেকে রাশি রাশি যন্ত্রণা ভোগ করি।

নারদ। তোমার আবার যাতনা কি, তুমিই সকলকে যাতনা দাও? কখন কার প্রতি সদয় দেখলাম না, যদি হও তা দৈবে শনি শুভ, তোমার আবার কষ্ট কি?

শনি। প্রভো! আমি যে জীবকে কষ্ট দিই সেটী আমার দোষ না জীবের কর্ম্মফল? আমি বরং তাদের প্রায়শ্চিত্ত কোরিয়ে দিয়ে তাদের পরিণামে সুফল দান করি, তবে এমন আজ্ঞা কোরছেন কেন?

গীত।

আমি কি করিব বল।
কর্ম্ম ফলে জীবের কপালে ফলে শুভাশুভ ফল॥
ভাগ্যে যাহা আছে লিখন, কে করিবে তাহা খণ্ডন,
আমি কেবল নিমিত্তের কারণ, আমারে বল বিফল॥
নিজ নিজ কর্ম্মদোষে, কেহ থাকে জন বাসে,
কেহ শোক নীরে ভাসে, কেহ কাঁদে অবিরল॥

নারদ। না, না—সূর্য্যসুত! তোমার কোন দোষ নাই কর্ম্ম ফলেরই দোষ, তবে কি অসার কর্ম্মফল তোমাদের এনে আমাকে দেখালে?

শনি। আপনি নিষ্কামী আপনার আবার কর্ম্মফল কি

তবে যে আপনার ফল নাই এমন কিছু নয়, ফল আছে সে ফল মোক্ষ ফল, যিনি মোক্ষ ফলাভিলাষী কর্ম্মফলের সাধ্য কি তাঁর গাত্র স্পর্শ করে।

নারদ। ভাল ভাল সূর্য্যনন্দন! তোমার কথায় আমি বড় সন্তোষ লাভ কোরলাম।

শনি। দেব! আপনি ত সন্তোষ লাভ কোরলেন, আমাদের সন্তোষ লাভের কি উপায় নাই? আমরা কি চির-কালই অসন্তোষানলে দগ্ধ হবো?

নারদ। তোমরা অসন্তোষানলে দগ্ধ হবে না ত হব কারা? তোমরাইত সকল দেবতা মিলিত হোয়ে ত্রিপুরাসুরকে বধ কোরেছ। তার ফল অবশ্যই ভোগ কোরতে হবে। সকল দেবতা মিলে ষড়যন্ত্র কোরে ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ কোরে আনন্দ-সাগরে ভাস্‌ছো, কিন্তু সেই মহাবীর্য্যশালী ত্রিপুরাসুরের একটী পুত্র আছে তার নাম গয়াসুর, সে যে সামান্য দানব হবে তা বোধ হোচ্ছে না। হরি পরায়ণ হরিভক্ত হবেই হবে। অমর-বৃন্দের অত্যন্ত ভয়ের কারণ, কেননা সকলে মিলে তার পিতাকে নাশ কোরেছে। এ কথা সে অবশ্যই শুন্‌বে, তারপর প্রাপ্ত বয়স্ক হোলে বিপক্ষ বিনাশে সেও কৃত-সকল্প হবে সন্দেহ নাই।

শনি। দেব! এখন তার বয়ক্রম কত?

নারদ। এখন তার বয়ক্রম পঞ্চম বৎসর অতিক্রম হয় নাই, আমি এই অনুমান করি। কিন্তু সেই বালক হোতে যে কি ঘটনা ঘোট্‌বে তা সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানই বোলতে পারেন।

শনি। ঘটনা যা ঘোটবে তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। তার পিতার মরণ সময়ে সকল অমরেই আমারে বোল্লেন শনি তুমি ত্রিপুরাসুরের রন্ধগত হও, কি কোরি তাই হোলেম। আমার এ কথা গয়াসুর শুন্‌লে প্রথমে আমাকে নিয়েই পীড়াপীড়ি কোরবে দেখ্‌ছি, যে যা হয়েছিলেন সকলই সরে পোড়বেন, শেষে আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

নারদ। কেন ত্রিপুরাসুরের মত গয়াসুরের ও রন্ধগত হবে।

শনি। তা আর হোতে হয় না।

নারদ। কেন?

শনি। বল্‌ছেন যে সে হরিভক্ত হবে।

নারদ। হোলইবা তাতে ভয় কি?

শনি। তাত বটেই, আমিত আমি বড় বড় ব্যক্তি মহাশয়েরা ভয়ে এগুতে পারেন কিনা সন্দেহ।

নারদ। (স্বগতঃ) তাই বটে হরিভক্তের কাছে কারো কিছু করবার যো নাই। সুরাসুর, নর, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব যক্ষ, রক্ষ, নাগাদি এরা সকলই হরিভক্তের কাছে পরাভুত, ধন্য হরিভক্তগণকে, হে হরিভক্তগণ! তোমাদের পদে কোটী কোটী নমস্কার।

মঙ্গল। দেব! এক্ষণে অমরগণের উপায় কি? আপনি ভিন্ন ত উপায় নির্দ্ধারণ কোর্‌তে কেহই নাই।

নারদ। আমি আর কি উপায় কোরবো। নিরুপায়ের

IMPERIAL LIBRARY.

উপায় যিনি তিনিই উপায় কোরবেন। সন্ধ্যাগত, আমি আশ্রমে চল্লেম।

( প্রস্থান। )

শনি। মঙ্গল চল আমরাও স্ব স্ব স্থানে গমন করি।

( প্রস্থান। )

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

পাঠশালা।

( গুরু মহাশায়ের প্রবেশ। )

গুরু মহাশয়। ( স্বগতঃ ) এ ঝক্‌মারি কাজ ত আর পোষায় না। এতখানি বেলা হোল কোন বেটার দেখা নাই। আবার হয় ত এখনি আমাকে সব বাড়ী বাড়ী ছুট্‌তে হবে। মূর্খ হওয়া কি দায়, যদি ছেলে-বেলায় একটু লেখা পড়া শিখ্‌তাম, তাহোলে এ গুখুরী গুরুগিরি আর কোর্‌তে

হোত না। উপায়ও তো যথেষ্ঠ। এক পয়সা, দু পয়সা, কখন বা আদ্ পয়সা ছেলে পিছু মাস মাইনে, তাতে আর কি হবে। তবে পার্ব্বন্‌টা টার্ব্বন্‌টা আছে, এক রকম কোরে চলে যায়, যে তিন চার বিঘে জমি ছিল, তাতো বিক্রমপুরে দিয়ে আইবুড়ো নাম ঘুচালাম! বৌটীও প্রায় যোগ্য হোলো, খরচ পত্র ক্রমেই বাড়্‌তে লাগ্‌লো। আমিই যেন গরিব, তারতো বয়েস কালের আব্‌দার আছে। শর্ম্মারও রোজ চার্‌টে পাঁচটা পয়সার কমে হবে না। এক পয়সার তামাক, এক পয়সার চরস্, এক পয়সার গাঁজা, আর ধর দেড় পয়সার গুলি। এর কমে একটী মান্‌সের চল্‌বেই বা কেন? খরচ এমন বাহুল্যই বা কি? ভদ্র-লোকের পক্ষে এ গুলো সবইতো ওয়াজীবি এর কোন্‌টাই বা বাদ্ দি? এই যে সর্দ্দার পড়ো নসে আস্‌ছে।

( নসীরামের প্রবেশ। )

গুরু মহাশয়। ( নসিরামের প্রতি ) হারে নসে! তোর এত দেরি কেন? আর সব বেটারা কৈ?

নসিরাম। হুঁ হুঁ গুরুমহাশয়! এত কেসে কেসে গুরুক ফোকা নয়। যাকে ভুগ্‌দে হয় সেই জানে, রাত থাক্‌তে বাড়ী বাড়ী ফিরে ডেকে আস্‌ছি, দুরন্ত ছেলেরা কি পাঠশালে আস্‌তে চায়?

গুরু মহাশয়। আচ্ছা বাবা! তুমি খুব বাহাদুর। বাবা নসিরাম! বেটাদের সে কথাটা বোল্‌তে মানা কোরে দিয়েছ তো?

নসিরাম। কোন্ কথাটা? ওঃ তোমার সেই খ্যাপনটা? সে আমি পারিনি তারা কি শোনে? তুমিই বা খ্যাপো কেন?

গুরু মহাশয়। আরে বাপু! আমি তো মনে করি খেপ্‌রনা। এক্ একবার খুব শক্ত হোয়ে বোসে থাকি কিন্তু কথাটা শুন্‌লেই যে, গাটা শিওরে উঠে।

নসিরাম। আচ্ছা গুরু মহাশয়! কথাটার অর্থ কি বলনা? বলনা?

গুরু মহাশয়। কথাটা কি জান আমার একটু বয়েসে বিয়ে হয়। আর আমার চেহারা তো দেখ্‌তেই পাচ্ছ। (ভঙ্গীভাবে) তা এমন্ মন্দই বা কি? বৌটী আমার একটু ছোটো, আর রংটী রাঙ্গা টুক্‌টুকে নাম্‌টী পদ্মমুখী। তাই ছাল্‌না তলায় আমার শালি শালাজরা তামাসা কোরে বোলেছিল।

বিধির একি বুদ্ধি ভুল।

গোব্‌রা পোকায় পদ্ম-ফুল॥

ওমা! আপনি বোলে যে, আপনি শিউরে উঠলাম। তাই সেই কথা কোথা থেকে শুনে বেটারা আমায় জালাতন কোরছে।

নসিরাম। আচ্ছা আজ হাজার বোলুক তুমি ক্ষেপনা দেখি সব শালারা তোমার কি করে।

গুরু মহাশয়। নসিরাম! তা আমি কোন মতে পারিনে।

(নেপথ্যে) বিধির একি বুদ্ধি ভুল।

গোব্‌রা পোকায় পদ্ম-ফুল॥

গুরু মহাশয়। ঐ শোন্ বাবা! আমার গা শিউরে উঠ্‌ছে, বেটারা ঐ কথাই বোল্‌তে বোল্‌তে আস্‌ছে।

নসিরাম। তা ওরা বোল্‌ছে বোলুক না কেন? তোমার ক্ষতি কি।

"বিধির একি বুদ্ধি ভুল" বলিতে বলিতে

( কান্ত, শান্ত, দান্ত, ভান্ত দৈত্য বালকগণের প্রবেশ। )

গুরু মহাশয়। ( বালকদিগের প্রতি ) বজ্জাৎ বেটারা, আবার ঐ কথা, যা মনে কোরচো তাই, আজ সব বেটার মুণ্ডুপাত কোর্ব্বো। ( কান্তর প্রতি ) হাঁরে বেটা কান্তে, আজ তোর এত দেরি হোল কেন? ( বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত )

কান্ত। গুরু মহাশয়! পাব্বনী আন্‌তে দেরি হোয়ে গেছে।

গুরু মহাশয়। পাব্বনী এনেছিস্?

কান্ত। আজ্ঞে এনেছি।

গুরু মহাশয়। দে।

কান্ত। ধরুন। [ প্রদান ]

গুরু মহাশয়। ( গ্রহণ করিয়া ) বাড়ীতে কাল্ খুব পড়েছিস্ না? আচ্ছা ঐখানে চুপ কোরে বোসগে যা। ( শান্তর প্রতি ) শান্তে! তোর দেরি কেন রে?

শান্ত। গুরু মহাশয়! ক্ষেতে হোতে বেগুন তুলে আন্‌তে দেরি হোয়েছে।

গুরু মহাশয়। কই, দে।

শান্ত। ধরুন। ( প্রদান )

গুরু মহাশয়। তোর পড়া হোয়েছে, আচ্ছা তুইও চুপ কোরে বোসগে। ( দান্তের প্রতি ) দান্তে! তোর এত দেরি কেন রে?

দান্ত। আজ্ঞে, বাবার ভাঁড় হোতে তামাক চুরি কোর্‌তে দেরি হোলো।

গুরু মহাশয়। তামাক এনেছিস্?

দান্ত। আজ্ঞে এনেছি, এই গ্রহণ করুন। ( প্রদান )

গুরু মহাশয়। ( গ্রহণ করিয়া ) পড়া হোয়েছে?

দান্ত। ( মস্তক ঘুর্ণয়ন করিতে করিতে ) আজ্ঞে! আজ পড়া হয় নি।

গুরু মহাশয়। আচ্ছা আজ পড়া হয় নি, কাল হবে, তার জন্য ভাবনা কি? তুই বুদ্ধিমান ছেলে। বলি তোর বাপতো দেখতে পায়নি। দেখিস্ যখন চুরি কোর্‌বি যেন কেউ টের না পায়। এখন যা বোস গে। ( ভান্তের প্রতি ) হাঁরে বেটা! তোর দেরি কেন?

ভান্ত। ( মস্তক ঘুর্ণয়ন করিতে করিতে ) মশাই! মশাই! মশাই! মশাই!

গুরু মহাশয়। বেটা! মশাই মশাই কিরে পার্ব্বনী টার্ব্বনী এনেছিস্?

ভান্ত। আজ্ঞে! মা বোল্লে আজ হাতে কিছু নাই।

গুরু মহাশয়। ( বেত্রাঘাত করত নসিরামের প্রতি ) নসে! বেটার বজ্জাতি দেখেছিস?

নসিরাম। ভাস্তে ও শালা বড় বজ্জাৎ কাল বিকেলে জল্‌পান খাচ্ছিল, আমাকে এক মুটোও দেয় নাই।

গুরু মহাশয়! দে বেটার কাণ মুলে দে।

নসিরাম। (গুরু মহাশয়ের কাণ মলন)

গুরু মহাশয়। হাঁরে নসে! আমার কাণ ম্‌ল্লি যে।

নসিরাম। ওটা ভুল হোয়েছে। অনেক গুলো কাণ একজায়গায় গাদি লেগেছে তাই ওটা ভুল হোয়ে গেছে, তা তুমি না হয় আমার পাটা মলে দাও [বামপদ প্রদর্শন]

গুরু মহাশয়। (ভাস্তের প্রতি) বেটা ভাস্তে! তুই পাব্বনী টাব্বনী আনিস নাই, তো বেটার কিছু হবে না। কেবল আমার বদ্‌নাম। বল্‌ দেখি ৪ কড়ার কত?

ভাস্ত। ৪ কড়ায় এক গণ্ডা।

গুরু মহাশয়। (দাঁত খিঁচাইয়া) ইঃ! এক গণ্ডা।

নসিরাম। না গুরু মহাশয়! এক গণ্ডা নয় তো এক্‌টা মুড়ির মোয়া, আমি কাল কিনে খেয়েছি।

গুরু মহাশয়। আচ্ছা বল্‌দেখি, ৪৪ কড়ায় কত?

ভাস্ত। ৪৪ কড়ায় ১১ গণ্ডা।

নসিরাম। না কখনও না, ৪৪ কড়ায় ৪২ গণ্ডা অত গুলো কড়ায় কখন ঐ কটী গণ্ডা হোয়ে থাকে?

গুরু মহাশয়। (বেত্রাঘাত করত) বেটা, কিছু বোলতে পারিসনে, দেখ দেখি নসে কেমন টপ টপ কোরে বোল্‌ছে। আচ্ছা বলদেখি ৪ কড়ায় কলাটা তার পাঁচটা কলার দাম কত?

ভাস্ত। ৫ গণ্ডা।

নসিরাম। হয়নি হয়নি গুরু মহাশয়! আগে কাঁঠালা কি মর্ত্তমান বোলতে হবে?

গুরু মহাশয়। দেখ্ দেখি তোদের সর্দ্দার পোড় কেমন বুদ্ধিমান, ও যা বলে তাই শুনিস তা হোলে শিগ্‌গির শিখ্‌তে পারবি। এখন যা পড়গে, সবাই খুব ডেকে ডেকে পড়গে যা। (নসিরামের প্রতি) নসিরাম! গয়া বেটা কোথায়?

নসিরাম। গুরু মহাশয়! গয়া আজ এল না।

গুরু মহাশয়। এলনা কেন? কোন অসুখ হয়নি ত?

নসিরাম। আজ্ঞে না।

গুরু মহাশয়। নসিরাম বাবা! একবার যাও তো? গয়া বেটাকে কাণ ধোরে নিয়ে এসো, আমি দেখছি পাঠ-শালার মধ্যে তুমিই আমার মুখোজ্জল। যা শিখেছ তুমি বোল্‌তে না বোল্‌তে অমনি ডাক্ গুলোর জবাব দাও। এখন বাঁচলে হয়।

নসিরাম। আমি অনেক দিন বাঁচবো। সহজে কি মোর্‌বো। এই সব শালার শ্রাদ্ধ খাবো, আর তোমার পর্য্যন্ত তবে যদি কিছু হয়।

(নসীরামের প্রস্থান।)

গুরু মহাশয়। ওরে কান্তে! হুঁকোটার জল ফিরিয়ে একছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয় তো?

কান্ত। আজ্ঞে যাই।

(কান্তের হুঁকা লইয়া প্রস্থান।)

গুরু মহাশয়। (স্বগতঃ) অনেক ক্ষণ তামাক খাই নাই।

তামাক তামাক, প্রাণটা কোর্‌ছে, কাস্তে বেটা শিগ্‌গির কোরে এলে যে হয়।

( হুঁকা হস্তে কাস্তের প্রবেশ। )

কাস্ত। গুরু মহাশয়! তামাক সেজে হুঁকায় জল ফিরিয়ে এনেছি, পেট্টা ভোরে তামাক খান।

গুরু মহাশয়। এনেছিস্ দে, ( হুঁকা গ্রহণ কল্কে খুলিয়া হুঁকার জল পরীক্ষা ) উহুঃ! ওরে মুতের ফেণা বেরুচ্ছে কেন রে, উঃ! এ যে মুতই দেখ্‌ছি, রাম! রাম! (টানিয়া বমি করিতে করিতে ) ওরে কাস্তে! নির্ব্বংশের বেটা! কার মুত খাইয়ে দিলি রে। [ ওয়াক ] ( বালকদের কাণে কাণে কাস্তের কথা ) [ সকলের হাস্য ]

কাস্তে। আমি ত কিছু জানিনে, আপনার মেয়েই তো হুঁকায় জল ফিরিয়ে তামাক সেজে দিলে।

গুরু মহাশয়। ( ওয়াক ওয়াক করিতে করিতে ) আমার কে রে কে রে বেটা?

কাস্ত। সেই যে আপনার বাড়ীতে ছোট রাঙ্গা টুক টুকে মেয়েটী।

গুরু মহাশয়। আরে বেটা বলে কি, সে যে আমার বৌ।

কাস্ত। ইঃ! ঐ অত টুকু মেয়ে ঐ বুড়ো ধাড়ীর বৌ।

গুরু মহাশয়। যাই হোক, এত স্পষ্ট মুতই দেখা যাচ্ছে। ( হুকা সবলে ভূতলে নিক্ষেপ, কলিকায় তামাক সেবনানন্তর ) উহু! একি সর্ব্বনাশ, জ্বলে মলুম ওরে জ্বলে মলুম, বজ্জাৎ বেটা কল্কেয় লঙ্কার বীচি দিয়ে এনেছে। বেটা

কান্তে ! মলুম যে কি করেছিস ? উঃ—উঃ—উঃ—গেলুম রে গেলুম।

বালকগণের। ( হাস্য )

কান্ত। আমিতো বলেছি আমি জানিনে বরং বাড়ী গিয়ে জিজ্ঞাসা কোরবেন।

গুরু মহাশয়। আচ্ছা এখন কিছু বাল্লেম না, বিকালে বিচার। উঃ—উঃ এখনও জ্বালা যায় না [ স্থির হইয়া উপবেশন ]

( গয়াসুর সহ নসিরামের প্রবেশ। )

গয়াসুর। গুরুদেব ! শ্রীপদে প্রণত হই। ( প্রণাম )

গুরু মহাশয়। আঃ প্রণাম কোরে প্রাণ যে জুড়িয়ে দিলি, বলি পাব্বনী টাব্বনী এনেছিস্ ?

গয়াসুর। আজ্ঞে না।

গুরু মহাশয়। পড়া অভ্যাস হোয়েছে ?

গয়াসুর। আজ্ঞে হোয়েছে।

গুরু মহাশয়। আচ্ছা কয়ে কি হয় বল্ দেখি ?

গয়াসুর। ( সুরে ) কয়ে কৃপাময়,

করুনা নিলয়,
কংসারি কমলাখি।
কালভয় ঘারি,
কলুষ সংহারী,
কুঞ্জ-কানন-চারী।

গুরু মহাশয়। আরে মোলো বেটা, এ কথা কোথা থেকে শিখলি ?

গয়াসুর। আজ্ঞে মায়ের কাছে।

গুরু মহাশয়। হাঁরে গয়া!

গয়াসুর। আজ্ঞে।

গুরু মহাশয়। আরে মোলো! বেটা বলে কি আচ্ছা গয়ে কি হয় বল্ দেখি?

গয়াসুর। ( সুরে )

গয়ে গোপিকা রঞ্জন,
গোপাল গোপ-নন্দন,
গোকুল বিহারী,
গোপী মন-মোহন।

গুরু মহাশয়। কি সর্ব্বনাশ! একটুখানি ছেলে গাল্-টিপ্‌লে দুদ্ বেরোয় কাণ্ডখানা দেখ, আচ্ছা পয়ে কি হয় বল্ দেখি?

গয়াসুর। ( সুরে )

পয়ে পতিত-পাবন,
পদ্মপলাশ লোচন,
পশুপতি হৃদিনিধি,
পরমেশ পরম ধন।

গুরু মহাশয়। মন্দ নয়, বল্ দেখি, বয়ে কি হয়?

গয়াসুর। ( সুরে )

বয়ে বৃন্দাবন চারী,
ব্রজবালার দুঃখ হারী,
বাঞ্ছাপূর্ণ কারী হরি,
বাসুদেব বংশীধারী।

গুরু মহাশয়। বেটার লেখা পড়ার নাম শুন্‌লে গায়ে কাঁটা দেয়। এ সব কথা তো ছাগলের নাদির মত ফর ফর কোরে বেরুচ্ছে। আচ্ছা রয়ে কি হয় বল্‌ দেখি?

গয়াসুর। (সুরে)

রয়ে রাধারমন,
রাখাল জীবন,
রাবণ নিধন,
রাম নারায়ণ।

গুরু। (স্বগতঃ) বেটার তো রস বিঁধেছে দেখ্‌ছি, লেখা পড়া যা হবে তা জান্‌তে পাচ্চি। এখন পাঠশালার সব ছেলে গুলোকে না মজালে হয়। (প্রকাশ্যে) এ সব তোকে কে শিখালে?

গয়াসুর। মা শিখিয়েছে।

কান্ত। আচ্ছা গুরু মহাশয়! গয়াকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি ও কার ছেলে।

গুরু মহাশয়। বটে, (গয়ার প্রতি) হাঁরে গয়া! তুই কার ছেলে?

গয়াসুর। আজ্ঞে আমি মার ছেলে।

গুরু মহাশয়। মার ছেলে কিরে বেটা, দূর হ দূর হ পাঠশালা হতে দূর হ।

গয়াসুর। (করযোড়ে) কেন গুরো! দাসের প্রতি এমন কঠোর দণ্ড বিধান কচ্ছেন কেন? দাস তো কিছুতেই আপনার চরণে দোষী নয়। হরিনাম করা কি একটা মহা অপরাধ, কৈ মা তো তা আমায় কখন বলেন নাই। তিনি

পূর্ব্বাপর আমায় উপদেশ দেন, যে হরিনাম মহামন্ত্র উচ্চারণ কর্‌লে জীবের সকল পাপ, সকল দুর্গতি, সকল দুষ্কৃতির খণ্ডন হয়, মহা-পাষণ্ডের হৃদয়েও শান্তি রসের আবির্ভাব হয়, সেই সর্ব্বজীবের পাপ-তাপ-হারী-মুরারির নাম কর্‌তে কি আপনি বারণ করেন? অজ্ঞান বালকের কি সে নাম কর্‌বার অধিকার নাই? গুরুদেব! আপনি বোধ হয় ভ্রান্ত হয়েছেন, সেই জন্য আমার প্রত্যেক উত্তরে সেই নীরদ-বরণ ভবভয় তারণ ইন্দ্রিয়াদমনের পবিত্র নামোচ্চারণ শুনে ক্রোধিত হয়েছেন। গুরো! প্রকৃতস্থ হউন, অসুন সকলে ঐক্যতানে প্রাণ ভরে সেই কমলাপতি শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন করে এই শোণিত শুক্র জনিত পাপ দেহ ও বিষয়-বাসনারত কলুষিত মনকে পবিত্র করি। আপনি শিক্ষাগুরু, পিতৃপদ বাচ্য, আপনি ভ্রান্ত হোলে আর আমরা কি কোরে সেই ভব-ভ্রান্তি—নাশকারী মুকুন্দ-মুরারি শ্রীহরির সুমধুর নাম কীর্ত্তনে সফল কাম হব? গুরো! প্রসন্ন হউন। জ্ঞান শক্তির সঞ্চালনে ভ্রান্ত সংস্কারের বিনাশ-সাধন করে, প্রফুল্লচিত্তে আসুন হরিগুণ গান করি।

গীত।

এত ভ্রান্ত, কেন গুরো, কি কারণ।
ধরগো রাখ শিশুর বচন॥
ত্যজি দম্ভ অভিমান, ভাব সেই পদ্মাসন,
সর্ব্ব বিঘ্ন হর হরি, সর্ব্ব দুঃখ বিনাশন।
চতুর্ম্মুখ আদি যাঁর, আজ্ঞাকারী অনিবার,
সাধনা করিতে তাঁর, আছে কি বারণ;—
সর্ব্বকামপ্রদ তাঁর, দুটী রাঙ্গা শ্রীচরণ,
কাল-ভয় দূর হর ভাবিলে কাল বরষ॥

গুরু মহাশয়। হাঁরে নসে! এ বেটা নিলজ্জ বলে কিরে?

নসিরাম। ঐ রকম বলে বলে ওর বুক ব'লে গেছে।

গুরু মহাশয়। হাঁরে বেটা গয়া, তুই বলিস কিরে?

গয়াসুর। গুরো! কিছুই বলি নাই, সুধু বল্‌ছি যে আসুন সকলে এক মনে ঐক্যতানে সেই দয়াময়ের, সুমধুর নাম সংকীর্ত্তন করি।

গুরু মহাশয়। হাঁরে, আমাকে এ কথা বল্‌তে তোর বালক-হৃদয় কম্পিত হোলোনা? তুই যখন তোর জন্মদাতা পিতার নাম জানিস না, তখন তুই হরিনাম শিক্ষা দেবার কে? হরিনামে তোর এক্তার কি?

গয়াসুর। গুরুদেব! হরিনাম আমার মাতৃ-দত্তধন, আমি মায়ের ছেলে, পিতার নাম জানিনা বটে, কিন্তু জগৎ-পিতার নাম তো জানি, তিনিই আমার পিতা।

( চতুর্দ্দিক হইতে বালকগণ )

ছি! ছি! ছি! গয়া বাপের নাম জানেন, গয়ার সঙ্গে খেল্‌বোনা, খেল্‌বোনা, কেউ আমারা খেলবোনা।

গয়াসুর। মায়ের ছেলেই তো বটে আমি, তোমাদের তো মা আছে ভাই, তবে তোমরা আমায় এত ঘৃণা পূর্ব্বক কথা বল্‌ছো কেন?

সকলে। ও ভাই ছি! ছি! ছি! গয়া বলে কি? গয়া সুধুই মায়ের ছেলে, ওর নাইকো পিতা, জন্মদাতা, ওকে

নিওনা কেউ দলে। গয়া সুধুই মায়ের ছেলে, ছি! ছি! ছি! ও ভাই গয়া বলে কি, চল সব পাড়ায় বলে দিই।

( সকল বালকের প্রস্থান। )

গুরু মহাশয়। দেখ দেখি হতভাগা! তোর জন্যে আমার পাঠশালের সব পড়ো চোলে গেল। তুই এমনি অনামুখো তোর মুখ দেখে আমার আজ পার্ব্বনির পয়সা গুলো অবধি ফস্‌কে গেল, তুই বেটা আর কাল থেকে পাঠশালে আসিস্‌নে আগে বাপের নাম ঠিক কর, তারপর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে মিসিশ।

( গয়াসুরের অধোমুখে প্রস্থান। )

গুরু মহাশয়। আমর! যো পেয়ে কি নসে বেটাও সরে পোড়্‌লো নাকি? বাজার কর্‌বে কে? ও নসিরাম! নসিরাম!

( প্রস্থান। )

## তৃতীয় দৃশ্য।

দৈত্যপুরী—পূজা গৃহ।

( রাণী প্রভাবতী ও পটমুঞ্জরী আসীনা।

পটমুঞ্জরী। কহ দেবি!
কহিতে কহিতে কথা,
নিরবিলা কেন?
প্রভাতী চন্দ্রমা সম, নিস্প্রভ মলিন
ও মুখ পঙ্কোজ কেন, হইল সহসা?
এত যে বলেছি পূর্ব্বাপর
পতিশোক,
দেহ বিসর্জ্জন,
বিস্মৃতির অতল সলিল মাঝে
চাহি পুত্র মুখ,
সকলি কি ভুলিলা, সুন্দরি!

প্রভাবতী। ভুলি নাই কিছু সখি,
কেমনে ভুলিব সেই মুখ?
সেই মধুমাখা কথা,
প্রণয়—সম্ভাষ!
সেই সে কুঞ্চিত কেশ,

প্রশস্থ ললাট,
তিল-ফুল সম নাসা
বিশাল নয়ন, জ্যোতিপূর্ণ!
যেই ভ্রুভঙ্গিতে
কাঁপিত সভয়ে, অমর নিচয়,
যক্ষ রক্ষ, কোথা সে ভ্রুভঙ্গিমা
কোথা সে ত্রিপুর জেতা, ত্রিপুর অসুর?

পটমুঞ্জরী। সুবদনি!
তোমাসম বিদুষিরে কি আর বুঝাব?
জানহ সকল তুমি,
শোক মেঘ আচ্ছাদনে
আবরিত তব জ্ঞানালোক,
তেঁই গো সুন্দরী,
দিবানিশি কাঁদ প্রাণে কান্তের কারণ।

প্রভাবতী। কি বোলে অবোধ প্রাণে
দিব গো প্রবোধ?
কিছুতেই নাহি মানে মন
কাঁদে অবিরাম।

পটমুঞ্জরী। বীরের দুঃহিতা তুমি,
শ্রেষ্ঠাবীরাঙ্গনা,
বুঝিয়া না বুঝ কেন?
"কালস্য কুটিল গতি?"
নীলাম্বু হইতে যত
জলদ নিচয়

আকর্ষণে তুলে বারি,
সেই সে পুনশ্চ
বরিষণে মিশাইছে
সাগর সলিলে।
জীবন মরণ মাত্র স্থধু রূপান্তর
ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুৎব্যোম আছে এক ভাব।
জ্যোতীষ্মান গ্রহ যত,
দুলিছে অম্বরে
সামান্য কালের তরে লুকায় অন্তরে,
কিন্তু পূর্ণ জ্যোতীসহ
প্রকাশিতে পুনঃ।
সেই মত জেনো দেবি!
অলক্ষিত চক্রে জীব ঘুরে ভূমণ্ডলে।
এক যায়, এক আসে,
রূপান্তর ভ্রমে তার না হয় সন্ধান।
কেহ কার পর নহে,
নহে গো আপন
বৃথা চিন্তা কর কার তরে,
মরিলে কি আসে পুনঃ ফিরি?

প্রভাবতী। মায়ার আগার এই তনু,
বুঝিবার থাকিলেও বাঞ্ছা
না দেয় বুঝিতে মায়া।
অপ্রিয় সংযোগ, প্রিয়-বিয়োগ সর্ব্বথা,
জানি প্রকৃতির এই রীতি।

স্বভাবে জীবের হয় ক্ষয়
পরিজনে করে শোক তাপ,
সর্ব্বহর সময়ের করুণা কল্যাণে,
ভুলে সবে সে বিষাদ,
কিন্তু সহচরি !
আমা সম অভাগিনী কেবা
বল দেখি দেখেছ কি ?
কঠিন তপস্যা ফলে
বর বলীয়ান,
তারক কুমার বীর, সুন্দর ত্রিপুর,
দৈত্য চমূ সহ যবে বাহিরিলা রণে,
ত্রিলোক জিনিতে,
মর্ত্তে প্রকম্পিত নর, যক্ষ রক্ষ সবে
বৈজন্ত-ধামে শিহরিল সুরপতি।
প্রলয়ের কালে যেন
জলদ গর্জ্জন,
সেইরূপ সুরসেনা বাহিরিল কোপে।
বরিষার বারিধারা সম,
অম্বর ছাইয়া বাণ
বিঁধিল দানবে।
শৃগাল বেষ্ঠিত যেন, দম্ভে মৃগপতি,
গভীর গর্জ্জনে,
সবাকার হরে জ্ঞান
সেইরূপ,

ভীম শরাসন ধরি, বিবিধ আয়ুধে
পরাজিলা সুরসেনা।
পলাইল দেববৃন্দ,
ধায় যেন, কুরঙ্গ নিচয়, উভরড়ে
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দুল হেরি, সম্মুখে বিপিনে।
একে একে ত্রিদিব জিনিল দৈত্যপতি,
ছদ্মবেশে সহশ্রাক্ষ,
ভ্রমিল সংসার মনোদুঃখে!
দয়া উপজিল আদি দেবে,
মন্ত্রণা করিলা মিলি সবে,
বিনাশিতে দৈত্যপতি, সহ দৈত্যপুরী।
হায়! সে দিনের কথা, পড়েগো মনেতে,
অভেদ্য বর্ম্মেতে ঢাকি,
সু-বিশালতনু,
শাণিত কৃপান তূণ, শরাশন ধরি,
আসিয়া প্রাণেশ,
মম পুরে প্রবেশিলা,
জলদ গম্ভীর-স্বরে,
কহিলা সম্ভাষি এ দাসীরে।
"প্রিয়তমে!
সাজিয়াছে সুরসেনা পুনঃ
মম সহ সংগ্রাম করিতে,
জানিনা কেমন বলে দর্পিত অরাতী,
পশিয়াছে দৈত্যপুরে।

যা থাকুক ভাগ্যে মোর,
যাবৎ না আসি ফিরি,
পিতৃ গৃহে গিয়ে বাস কর লো সুন্দরী!
একে গর্ভবতী তুমি,
সংগ্রাম বিভ্রাট,
রমণীর প্রাব্য নহে
তেঁই সে কারণ কহি
অনুরোধ প্রিয়তমে করিহ পালন।”
এইমাত্র বলি নাথ,
হাসি হাসি মুখে
চলি গেলা রণাঙ্গনে,
কিছুই বলিতে তাঁরে নারিলাম সখী।
সেই শেষ দেখা তাঁর সনে
ভাবিতে ভাবিতে তনু অবশ হইল,
বাতাহত লতা প্রায় পড়িনু ধরায়
হারাইনু জ্ঞান
তারপর কি ঘটিল জানিনা স্বজনী।
সংজ্ঞালাভ হেরি,
পিতৃপুরে আমি,
স্নেহময়ী মাতা মম শীয়রে বসিয়া
গোলাপ বাসিত বারি
সিঞ্চিছে বদনে অনিবার।
তারপর আর যত ঘটেছে ঘটনা,
সকলি জানহ তুমি কি কব অধিক!

পটমুঞ্জরী। এসো দেবি, এসো এসো!
মুছ অশ্রুনীর,
বিধিলিপি, খণ্ডে কার কবে!
এখন তোমার দেবি পরাণ পুত্তলি!
গয়াচাঁদে তোষ,
অবশ্য তোমার দুঃখ ঘুচিবে অচিরে।
এসো দেখি যাই,
এখন কি কুমারের
আসিবার কাল হয় নাই
সমধিক বিলম্ব কিসের?

প্রভাবতী। যা থাক ভাগ্যেতে মোর,
না কাঁদিব বৎসের সমক্ষে,
তার চক্ষে অশ্রুনীর সবেনা আমার।

( উভয়ের প্রস্থান। )

---

## চতুর্থ দৃশ্য।

---

### অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

বৃক্ষতলে গয়াচাঁদ আসীন।

গয়াচাঁদ। ( স্বগতঃ ) এক বাপের নাম না জানায়, আজ পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের কাছে যৎপরোনাস্তি অপমানিত হ'য়েছি, পড়োরাও আমায় করতালি দিয়ে ব্যঙ্গ কোরেছে, এবং আমি বাপের নাম জানিনা একথাও পাড়ায় রাষ্ট্র করবে, যাইহোক জন্মকাল হোতে জননীকেই দেখ্‌ছি, পিতা কাকে বলে কখন দেখিও নাই, জানিও না। তবে সকলের বাপ আছে তাই দেখ্‌তে পাই, কিন্তু আমার নাই কেন, তাও জানি না, জননীকে কখন জিজ্ঞাসাও করিনে, জননীও আমায় বালক-জ্ঞানে কখন কিছু বলেনও নাই। যাই হউক যখন এই বিষয় না জানার কারণ, এত অপমান এত তিরস্কার, এত লাঞ্ছনা, সহ্য কোরেছি, তখন আজ জননীকে এ কথার কারণ ধোরে বস্‌বো কিন্তু ক্ষণকাল জননীর নিকট যাবনা, দেখি আমার আসবার কাল অতীত হোলে মা কি করেন। মায়ের ছেলে বোলে পরিচয় দিয়েছি, একথায় কি মন্দ হোলো, সেইটে ভাল কোরে জননীর কাছে জান্‌বো, যাই এই লতামণ্ডপের মধ্যে ক্ষণকাল শয়ন

কোরে থাকিগে, দেখি মা আমার কি কোরে সন্ধান পান। ( অভ্যন্তরে গমন। )

( দুইজন অপ্সরার প্রবেশ। )

গীত।

তপন তাপে, তাপিত যে জন, ছায়ার কাছে যায়।
তাপের দহন, দেহের জ্বলন, ছায়াতে লুকায়॥
জ্বলেতে যায়না জ্বালা, দ্বিগুণ জ্বলে আর,
নইলে কেন শুখায় কমল, সলিলে বাস তার,
ছায়া সদাই শীতল, নিভায় অনল,
বাস করে তরুলতায়॥

১ম অপ্সরা। হ্যাঁলা! এই ঠিকদুপুর বেলা কি কেউ বাইরে বেরোয়, তোকে বার বার করে বল্‌লুম যে চল এখন হিমগৃহে গিয়ে বিশ্রাম করি, কিন্তু তোর যে কেমন হুজুগে স্বভাব, কোথায় কি হুজুগ আছে, তাই খুঁজে বেড়াস্, তুই এখন কি কর্ত্তে মর্ত্তে এই দৈত্যপুরী এলি বল দেখি?

২য় অপ্সরা। চটোনা সই, চটোনা, এই দৈত্যপুরীর পাসেই কুমোরটুলি, এখনি কারিগর ধরে এনে ঠিক দোরস্ত করে নোব। আমি কি আর তোমায় সুধু দুপুররদ্দুরে ঘোরাতেই এনেছি ঠাওরালে, তা নয়, তা নয়, যা দেখাতে এনেছি, তা দেখ্‌লে তোর মুণ্ডু ঘুরে যাবে।

১ম অপ্সরা। তোর বুঝি মুণ্ডু ঘুরে গেছে, তাই

আমায়ও ঘোরাতে আন্‌লি, ভাল মেয়ে বাবা! এত ছলাও জান, এখানে এমন কি আছে, যে দেখে আমার মুণ্ডু ঘুরবে তাতো বুঝতে পাচ্ছিনে।

২য় অপ্সরা। অত ব্যস্ত হোলে কি কায চলে ধনী, সবুর কর যা দেখাব তা কখনি দেখনি, স্বর্গে ও না মর্ত্তেও না।

১ম অপ্সরা। তবে কি আলোকলতা নাকি লো, সেও তো স্বর্গেও না মর্ত্তেও না।

২য় অপ্সরা। কাছাকাছি এসেছিস বটে, আলোকলতা না হোক আলোক বটে, কিন্তু এ যে সে আলোক নয়, ভুবনভরা আলো। সূর্য্যদেব আলোকের কর্ত্তা বটে, কিন্তু তাঁর আলোকেরও হ্রাস বৃদ্ধি আছে, তাঁর প্রথম উদয়কালে এক রক্তিমাভ আলোক, দ্বিপ্রহরে দাহ্যকারক শ্বেতালোক, অপরাহ্ণে পুনশ্চ নিস্প্রভ স্তীমিতালোক, সন্ধ্যা সমাগমে একেবারে আলোকের দফা রফা, কিন্তু আমার এ চিরসম্প্রভ-চিরপ্রজ্বলমান লোচনানন্দদায়ক হৃদয় প্রফুল্ল-কারক ত্রিভুবনে দুর্লভ অমূল্য মাণিকের আলো। এ আলোকে দেহ জ্বলেনা. কিন্তু শীতল করে, বুকে রাখলে বুক ঠাণ্ডা হয়। চাঁদের আলোক শীতল বটে, কিন্তু চাঁদে কলঙ্ক আছে, এ আমার নিষ্কলঙ্ক চাঁদ, এর হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, চিরকাল সমান। আমার সোণার চাঁদ দেখলে কি আর তুই কলঙ্কী চাঁদের আদর করবি।

১ম অপ্সরা। তোর বর্ণনা শুনে যেন আমার মুখে

লাল পড়ছে, চল কোথায় তোর সেই অকলঙ্ক সোণার চাঁদ দেখি।

২য় অপ্সরা। আয় আস্তে আয়, ঐ লতামণ্ডপের মধ্যে আয়, আতপতাপিত ক্ষুধিত পাঁচটা সমবয়সীর কাছে লাঞ্ছিত হয়ে সুকুমারমতি বালক সর্ব্বশ্রম সর্ব্বচিন্তাহারিণী নিদ্রাদেবীর কোলে শুয়ে হতচেতন হয়ে আছে, কিন্তু ওদিকে যে জননী মণিহারা ফণিনীর ন্যায় চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে, বাছা তার কিছুই জানে না।

( উভয়ের পরিক্রমন। )

১ম অপ্সরা। ( গয়াচাঁদকে সুসুপ্ত দেখিয়া ) আহা! আহা! কি অপরূপ রূপমাধুরি সম্পন্ন বালক দেখলেম। সখি! তুই ভাই যা বলেছিস তা সত্যই বটে। এ বালককে একবার দেখে যে আর চক্ষু ফিরাতে পাচ্ছিনা, ইচ্ছা হোচ্ছে যেন একে চিরকাল বুকে করে রাখি, আহা ভাই! ওর অদর্শনে ওর মা কেমন করে প্রাণ ধরে আছে, আমি সুধু সেই ভাবনাই ভাবছি।

গীত।

পরিহরি জীবনধনে,
না জানি জননী, ওর আছে কি প্রাণে।
আহা কি রূপমাধুরি, আঁখি পালটীতে নারি,
বাঞ্ছা হয় হৃদয়ে ধরি, রাখি চিরদিন,

চল সখি এ শিশুরে, লয়ে যাই অমরপুরে,
মন সাধে সাজাইব, সুর-ভূষণে ;—
খেলে যথা দেববালা, লয়ে পারিজাত মালা,
রাখিব ইহারে সেই বাঞ্ছিতালয়ে,
পিয়াব চাঁদের সুধা, আর না থাকিবে ক্ষুধা,
শিখাব দেবের লীলা, অমর সনে ॥

২য় অপ্সরা। সখি! আমি তো তোকে গোড়াতেই বোলেছি যে আমার চাঁদ দেখলে আর তুই ভুলতে পারবি নে, কিন্তু সুদ্ধ সেই জন্য তোকে এত কষ্ট করে আনিনে এ বালকের জন্যে আমার অন্য উদ্দেশ্য আছে। এ বালক কে তা জানিস ?

১ম অপ্সরা। কোন দৈত্য বালক হবে বোধ হয়, তা না হোলে এই দৈত্যপুরে কেন ?

২য় অপ্সরা। কোন দৈত্য বালক বড় সামান্য বালক নয়। যে ত্রিপুরাসুরকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, পবন, হুতাষণ, বরুন, শনি, মঙ্গল প্রভৃতি অষ্টদিকপালগণ অশেষ কৌশল করে নিধন করেছে, এই বালক সেই ত্রিলোক বিজয়ী ত্রিপুরাসুরের একমাত্র পুত্র গয়াচাঁদ। দেবরাজ বা অন্য কেহ এখন পর্য্যন্ত কেহই ইহার জন্মধারণ বৃত্তান্ত কথা পরিজ্ঞাত নয়, কিন্তু শীঘ্রই জান্তে পার্‌বেন এবং তাহোলেই কোন কৌশলে এই বালককে সংহার কর্‌বার মন্ত্রণা হবে, কিন্তু যাতে সে মন্ত্রণা সিদ্ধ না হয়, সেই বিষয়ে অন্য উপায় করাই আমার উদ্দেশ্য।

১ম অপ্সরা। দেব কৌশল কিসে ব্যর্থ হবে?

২য় অপ্সরা। সে গুহ্যতত্ত্ব আমি ভালই জানি। এই কার্য্যের জন্য তোকে আমার সম্পূর্ণ পোষকতা ও সহায়তা কর্‌তে হবে, সেই জন্যে তোকে আমি এনেছি, স্থান দেখলি, পাত্র দেখ্‌লি, তারপর যা কর্‌তে হয়, সব আমি বল্‌বো এখনি ( নেপথ্যে দেখিয়া ) আহা! স্বামীবিয়োগী বিধুরা প্রভাবতী প্রাণাধিক পুত্রের অনুসন্ধানে এই দিকে ছুটে আস্‌ছে, চল আমরা একটু অন্তরালে যাই, মাতা পুত্রে কি কথোপকথন হয় শুনি।

( উভয়ের প্রস্থান। )

( এলাইত কেশে প্রভাবতীর প্রবেশ। )

প্রভাবতী। একি অলক্ষণ!
দুপুর হইল বেলা
না আসিল কেন ঘরে ফিরি
প্রাণাধিক গয়াচাঁদ মম?
পাঠশালা গেল বাছা,
বালবৃন্দ সহ হাঁসিতে নাচিতে,
সকলে ফিরিল ঘরে
কিন্তু মম অঞ্চলের নিধি,
সাগর সিঞ্চিত ধন,
রহিল কোথায়?
হা বিদগ্ধ বিধাতঃ!

কি আছে কুটিল হৃদে তব, নাহি জানি।
নাহি জানি অবলা কোমল প্রাণে
দিবে কত দুঃখ।
ত্রিলোক বিজয়ী মম পতিরে নাশিয়ে,
কুবেরের ধনাগার
ছিল দৈত্যপুরী
সকলি লইলে হরি,
একমাত্র পুত্রধনে ধনী
অভাগিনী,
ছিলাম, সাবিত্রী পতে!
অসহ্য কি তাহাও হইল তব দেব?
পথ কাঙ্গালিনী করি,
না পুরিল সাধ।
পাগলিনী করিবারে করেছ বাসনা?
হা! পুত্র হা! প্রাণাধিক,
গয়াচাঁদ মম,
কোথা! বাপ দেও দেখা
দুঃখিনী মায়েরে।
তোমাধনে বুকে করে, জ্বলন্ত অনল
স্বামী-শোক ভুলেছি রে।
প্রাণাধিক! যাদুমণি!
আয় বাপ! আয়!
তোর চাঁদ মুখ হেরি জুড়াই জীবন।
মধুমাখা মা বাণী শুনিয়ে পাই প্রাণ।

( লতামণ্ডপ হইতে )

মা! মা! আমি এখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলেম।

প্রভাবতী। ( অগ্রসর হইয়া ) কোথা বাবা তুমি? আমি যে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে ধন।

গয়াসুর। এই মা, আমি তোমার কাছে যাচ্ছি।

( লতামণ্ডপ হইতে গয়াসুরের বাহিরে আগমন। )

প্রভাবতী। ( কোলে লইয়া ) হাঁরে জীবনধন! হাঁরে প্রাণাধিক! পাঠশালা হোতে ঘরে না গিয়ে, কিছু না খেয়ে, আমায় না বলে এখানে এসে ঘুমিয়ে পড়লে? ক্ষুধায় মুখখানি শুকিয়ে গেছে—আবার যেন গণ্ডে অশ্রু চিহ্ন দেখছি! কেন বাবা! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কিছু দেখেছ না কি? কোন অসুখ হয় নাই তো? তোর যে রকম সকম আমার কেমন কেমন বোধ হচ্চে। হাঁরে বাপ! চুপ করে আছ যে? আমার উপর কি রাগ কোরেছ, না আর কেউ কিছু বোলেছে? বল বাপ! বল, কি হোয়েছে শীঘ্র বল।

গীত।

( বল ) মলিন বদন, কেনরে চাঁদ কি কারণ,
অশ্রুজল, গণ্ডে ঝরি দরশন।
কে তোমায় কি কটুবাণী, বলেছে রে যাদুমণি,
তাই হয়েছ অভিমানি, নিরাসন করে আসন।
কত তারা আরাধনে, পেয়েছি বাপ তোমাধনে,
শূন্য হেরি দুনয়নে, না হেরে তোর চাঁদবদন।

গয়াসুর। আচ্ছা মা! আমি রাগ কোরে কি দুঃখ কোরে যে এখানে শ্মশানে শুয়ে আছি তা তুমি কি কোরে জান্‌লে?

প্রভাবতী। বাপধন! পুত্রের যদি তিল মাত্র কষ্ট হয়, তা মায়ে আগে জান্‌তে পারে। মার প্রাণ আগে কেঁদেউঠে।

গয়াসুর। তবে মা আমার যদ্যপি কষ্ট হোয়ে থাকে, তা তোমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠেছিল?

প্রভাবতী। সে কথা আর কি কোরে জানাব বাবা! তা না হোলে এই পাগলিনীর মত চারিদিকে ছুটে বেড়াব কেন বাবা?

গয়াসুর। আচ্ছা মা! পুত্রের কোনরূপ শরীরের কি মনের কষ্টে পিতার মন কেঁদে উঠে না?

প্রভাবতী। উঠে বটে বাবা, তবে এতদূর নয়। স্ত্রী জাতির কোমল প্রাণ সামান্যতেই কাতরা হয়। পুরুষের সহ্য ধৈর্য্য গুণ বেশী, সেই জন্য কাতর হয় না।

গয়াসুর। তবে পিতার অপেক্ষা পুত্রের পক্ষে জননীর ক্ষমতা বেশী?

প্রভাবতী। স্নেহ, আদর বা যত্ন এ পিতার অপেক্ষা মাএর প্রাণে বেশী। তবে পিতা জন্মদাতা, অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা সেই জন্য পুত্রের কাছে স্বর্গের ন্যায় উচ্চস্থানবাসী।

গয়াসুর। ভাল মা, আমি তোমার কথায় বেশ বুঝলেম যে স্নেহ ও মায়া মমতা সম্বন্ধে পিতার অপেক্ষা মাতাই শ্রেষ্ঠা, কিন্তু লোকের কাছে সুধু মাএর ছেলে বলে পরিচয় দিলে কি লজ্জা পেতে হয়?

প্রভাবতী। কেন বাপ লজ্জা পেতে হবে কেন?

গয়াসুর। পেতে হয় বৈ কি মা। আমি আজ পেয়েছি, তাই বল্‌ছি।

প্রভাবতী। তুমি? কে তোমায় লজ্জা দিয়েছে বাবা?

গয়াসুর। গুরুমশাই জিজ্ঞাসা কোরেছিল যে, "গয়া! তুই কার ছেলে?" আমি বল্লেম "মাএর ছেলে" এই কথা শুনে পড়োরা সব টিটকারী দিলে, আর গুরুমশাই বোলেছে যে, "তুই যখন তোর বাপের নাম জানিস না, তখন তুই আর আমার পাঠশালে আসিস না" এই বোলে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রভাবতী। (হতাশে) হা হতভাগিনী প্রভাবতী! পুত্রমুখে আমায় এই কথা আজ স্বকর্ণে শুন্‌তে হোলো? স্বামী ধনে বঞ্চিতা হোয়ে পিতৃগৃহে বাস কোরে কি আমার পুত্রের শেষে পিতৃনাম লোপ হোলো? হায়! পোড়া কপালে এতও ছিল?

গয়াসুর। মা! আমার কথায় হা হুতাশ কোরছো কেন? আমার কথায় কি তোমার কিছু কষ্ট হোলো?

প্রভাবতী। না বাবা, তোমার মুখে যেদিন হোতে মা কথা শুনেছি, সেই দিন হোতে আমি সকল দুঃখ সকল কষ্ট ভুলেছি। তখন কি তোমার কথায় আমার কষ্ট হোতে পারে? তা নয় বাবা, কেবল তোমার ঐ কথাটিতে আমার অন্তরের নির্ব্বাণপ্রায় আগুণ জ্বলে উঠলো।

গয়াসুর। কোথায় আগুণ জ্বলে উঠলো মা? কৈ আমি ত কোথাও আগুণ দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

প্রভাবতী। এ সে আগুণ নয় বাপ! এ অন্তরের আগুণ, দেখতে পাওয়া যায় না, ঘর বাড়িও পোড়ায় না, কিন্তু যার জ্বলে সেই টের পায়।

গয়াসুর। কি জননি! আমার এই সামান্য কথায় তোমার অন্তরের আগুণ জ্বলে উঠলো কেন মা?

প্রভাবতী। সে অনেক দুঃখের কথা চাঁদ, তুমি নিতান্ত বালক বোলে তোমায় সে সব বলবো না মনে কোরে ছিলাম, কিন্তু যখন তুমি মাএর ছেলে পরিচয় দেওয়ায় পাঁচটা ছেলেতে লজ্জা দিয়েছে, গুরুমশাই পাঠশালায় যেতে নিষেধ কোরেছে, তখন আর সে সব কথা তোমায় না বোলে থাকতে পারি না। কিন্তু দুধের ছেলে সে সব কথা কি কোরে বুঝবে? আমি তাই ভেবে সারা হচ্চি।

গয়াসুর। কেন মা আমি তোমার কথা তো বেশ বুঝতে পারি, তুমি আমার মা, আর আমি তোমার ছেলে মায়ের কথা আর কি ছেলের বুঝতে পারে না। বেশ পারবো মা! বল।

প্রভাবতী। বৎস! তবে বলি শোন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল সৃষ্টি কোর্‌লে পর দেবতারা স্বর্গ অধিকার কোরে বসলেন, অসুর ও নরগণ কেহ বা মর্ত্য কেহ বা পাতাল পুরী অধিকার করলেন। সকলেই স্বীয়২ কার্য্যকলাপ দ্বারা স্বীয় স্বীয় রাজ্য বিস্তার কোরে পরস্পরের সহ সম্প্রীতভাবে কালাতীত করতে লাগলেন। কিছুকাল পরে দেবতারা শুন্‌লেন যে, সাগর মধ্যে মহা মহা মূল্যবান রত্ন সমস্ত আছে। সমুদ্র মথিত করতে পার্‌লে সেই

সব রত্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু দেবতাগণ অপেক্ষা দৈত্যাসুর তেজস্বী ও বলবান, কাযেই দেবতারা এসে দৈত্যগণ সহ মিলিত হয়ে সমুদ্র মন্থন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হলেন। মীমাংসা হোলো এই যে, যাহা কিছুই উঠুক না দেবতা অসুরে সমান অংশ গ্রহণ কর্‌বে। অনন্ত সাগরের অতলস্পর্শ জল তো আর যে সে দণ্ড বা রজ্জু দ্বারা মথিত হয় না, সে জন্য মন্দার পর্ব্বতকে দণ্ড করে বাসুকী নামক মহাসর্পকে রজ্জুস্থানে সংযোজনা করে মন্থন কার্য্য আরম্ভ হোলো। কিন্তু দেবতাদের মনে প্রথম হোতেই দুরভি-সন্ধি ছিল, কেন না সেই সর্পের মুখের দিকে কেবল দৈত্য-গণকে দেওয়া হয়েছিল, আর লাঙ্গুলের দিকে দেবতারা রইলেন। কিন্তু দৈত্যগণ, দেবতাদের এরূপ অন্যায় কার্য্য উপেক্ষা করেও মন্থন কার্য্য আরম্ভ করলেন। ক্রমে দুই দিক হোতে সেই সর্প রজ্জুর আকর্ষণে ও পর্ব্বতের ঘন ঘন ঘুর্ণনে, সাগর-বারি মহাশব্দে আলোড়িত হোতে লাগলো। কেমন বৎস্য! আমার কথা বুঝতে পাচ্ছ?

গয়াসুর। বেশ বুঝতে পাচ্ছি মা, তার পর কি হোলো বল।

প্রভাবতী। তার পর বৎস্য! ক্ষণকাল মধ্যে ভীষণ আলোড়নে ব্যথিত হয়ে সাগরপতি তাঁর ভাণ্ডারের লুক্কায়িত রত্নিরাশী বার কোরে দিতে লাগলেন। অশ্ব, হস্তী, মণি, মাণিক্য প্রভৃতি যাহা কিছু উঠ্‌লো, সমস্তই দেবতারা আত্মস্মাৎ কর্‌লে, অবশেষে অমৃত ভাণ্ড হস্তে করে ধন্বন্তরী উঠ্‌লেন, দৈত্যাসুরেরা ধনের কাঁঙ্গাল নয়, সে জন্য হস্তী,

ঘোড়া, ধন রত্নাদিতে দৃষ্টিপাত কর্‌লেন না, কিন্তু অমৃতের সমাংশ গ্রহণ জন্য সকলেই দৃঢ় সঙ্কল্প কর্‌লেন। সমস্ত রত্ন, হয়, হস্তী, মায় জলধী-তনয়া লক্ষ্মীকে পাইয়া ও দেবগণের বাসনা পূর্ণ হোল না, অমৃতের ভাগ দিতেও শেষে মহা চাতুরির খেলা কর্‌লেন। দেবগণও অসুরগণ শ্রমের পুরস্কার স্বরূপ, অমৃত ভোজনের কারণ উপ-বিষ্ট হোলো। মোহিনীরূপে নারায়ণ নিজে সুধা-বণ্টন কর্‌তে এলেন, কিন্তু সকল সুধাই দেবতাগণের দিকে দেওয়া হোলো, অসুরেরা কিছুই পেলেন না। এমন কি কোন দৈত্য কিঞ্চিৎ মাত্র সুধা অলক্ষিতে গলাধকরণ কোরেছিল বোলে চক্রপাণী তদ্দণ্ডেই চক্রের দ্বারা তার মুণ্ড ও দেহ দ্বিখণ্ড কোরে ফেলেন। অসুরগণ এরূপ কার্য্যদর্শনে মহাক্রুদ্ধ হয়ে, দেবতাগণের সহ যুদ্ধারম্ভ কর্‌লেন, কিন্তু সুধাপানে দেবতাগণ মহা বলীয়ান হওয়ায় দৈত্যাসুরেরা সে ক্ষেত্রে পরাজিত হোলেন, কিন্তু সেই হোতে দেবাসুরের চির শত্রুতাভাব বদ্ধমূল হোল। কেমন বাবা! সব কথা বুঝতে পাচ্ছ কি?

গয়াসুর। উত্তম বুঝিতে পেরেছি মা, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সেই বিশ্বাসঘাতক দেবতারা কি এখনও স্বর্গে আছে মা?

প্রভাবতী। আছে বৈ কি বাবা।

গয়াসুর। তার পর কি হোলা মা?

প্রভাবতী। সেই হোতে দেবাসুরগণের চির-শত্রুতায় সূত্রপাৎ হোল, কিন্তু অমৃত ভোজনে বলবান দেবগণ যখন

বার বার অসুরগণকে বিধস্থ কর্‌তে লাগলো, তখন সকল দৈত্যাসুরগণ চিরহিতৈষি ও গুরু শুক্রচার্য্যের শরণাপন্ন হোলেন্। আগা গোড়া হোতেই দেবতাগণের ব্যবহারে আচার্য্য চটেছিলেন, তার পর আশ্রিত শিষ্য গণের দুর্দ্দশা ও বিঘ্ন বিপদ দর্শনে তিনি হৃদয়ে বেদনা পেয়ে শেষে অসুরগণকে এই যুক্তি দেন যে তোমরা অনশনে অনিদ্রায়, শীতের হিম, বরিষার জল, গ্রীষ্মের তাপ, শরতের রৌদ্র, এ সমস্ত তুচ্ছ কোরে তপস্যার দ্বারা পদ্ম-যোনী ব্রহ্মার প্রীতি-সাধন কর, তার বরে তোমরা অনায়াসে অমৃত-পায়ী মহাবলশালী সুরগণকে লাঞ্ছিত ও পরাজিত কোরে, স্বর্গরাজ্য করতলগত কর্‌তে পার্‌বে।

গয়াসুর। এ সুযুক্তির ফল লাভ কি অসুরগণ কর্‌তে পেরেছিলেন মা ?

প্রভাবতী। যথেষ্ঠ করেছিলেন বৈকি বাবা। অসুর বংশে যত যত রাজকুমার জন্ম গ্রহণ করেছেন, সকলেই আচার্য্যের নিকট বিদ্যালাভ করে, মন্ত্রদীক্ষিত হয়েই পদ্মযোনী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার তপঃসাধন পূর্ব্বক, কেহ বা হরি-সাধন পূর্ব্বক কামনা মত বর লাভ কোরে, ঐ বিশ্বাস ঘাতক দেবতাদের রাজ্য পর্য্যন্ত হরণ কোরে স্বর্গ হোতে সুরগণকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু সে তপবল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

গয়াসুর। কেন জননি সে বর প্রদানেও কি পদ্মযোনীর কোন রূপ চাতুরি ছিল।

প্রভাবতী। দেবতাদের সকল কার্য্যে, সকল কথাতেই

ছল চাতুরি আছে বলে বোধ হয়। তবে হরি সাধন কোরে বলীরাজ ও ভক্ত প্রহ্লাদ কেবল নির্ব্বানপদ পেয়েছিলেন নতুবা আর আর দৈত্যাসুরপতিগণ সামান্য কালের জন্য ব্রহ্মা বরে বলীয়ান হয়ে অবশ্য দেবতাগণকে, সুধু তাই কেন, দেবরাজ ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত লোহার শেকলে বেঁধে রেখেছিলেন, কিন্তু সামান্য কালের মধ্যে সেই সেই অসুর-পতির পতনে দেবগণ অনায়াসে হৃতরাজ্য পুনর্ব্বার লাভ কোরেছেন।

গয়াসুর। যে ব্রহ্মার এত ক্ষমতা, সেই ব্রহ্মাও কি ঐ দেবতাগণের মত বিশ্বাসঘাতকতা ও চাতুরি কোরে থাকেন?

প্রভাবতী। কাযে তো তাই দেখ্‌ছি বাবা, তা সেটি তাঁদেরই দোষ কিম্বা অসুরগণের অদৃষ্টের দোষ তা বুঝতে পাচ্ছিনা।

গয়াসুর। আচ্ছা মা, ঐ যে হরিসাধনের কথা বল্লে, যে হরিসাধন কোরে দৈত্যপতি বলীরাজ ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি মুক্তিলাভ করেছেন, তিনিও কি দেবতা?

প্রভাবতী। দেবতা বৈকি বাবা?

গয়াসুর। তবে তিনি দৈত্যপতি বলীকে ও প্রহ্লাদকে কি প্রকারে এতদূর অনুগ্রীহিত কর্‌লেন? কৈ তিনিতো তাঁর ভক্তকে অন্যের ন্যায় ফাঁকি দেন নি?. আচ্ছা মা! হরি শব্দটিকে কি কিছু মধুরতা আছে বল্‌তে পার? নইলে ঐ কথাটি শুনে অবধি যেন আমার মনটি কেমন প্রফুল্লিত হচ্ছে। একবার নয় দুবার নয়, দশ

বার নয়, যেন হাজার হাজার বার উচ্চৈস্বরে ডাক্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে। মা! এমন মধুর নাম তুমি আমায় এতদিন শোনাও নাই কেন?

গীত।

কি মধুর নাম, হরিনাম, মা করালি শ্রবণ।
সার্থক শ্রবণ,——
পুলকে পুরিল মন, নৃত্য করে অনুক্ষণ,
সার্থক জনম হ'লো এ দেহ ধারণ॥
যত ভাবি কোথা হরি দয়াময়,
দেখেছি মম হৃদয়ে, যেন হলেন তাঁর উদয়,
আহা শঙ্খচক্র গদা করে,
পীতবাস, হাসি অধরে,
যেন মম শীরে দিলেন, অভয়-চরণ॥

প্রভাবতী। হাঁরে বাপ, গয়াচাঁদ! তুই বলিস কি? তুই হরিকে কখন দেখিস নাই, তাঁর নাম পর্য্যন্ত কখন শুনিস নাই, তাঁর যে পীতবসন, করে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, এই বা তুই কি কোরে জান্‌লি বাপ?

গয়াসুর। মা! বড় আশ্চর্য্য, মা! তোমার মুখে ঐ হরি নামটি শুনে মাত্র আমি যেমন চক্ষু বুঝেছি, অমনি যেন আমি অন্তরে ঐ মূর্ত্তি দেখতে পেলেম, আর তিনি যেন বোলছেন "ভয় কি বাপ! আমি হরি এই আমার মূর্ত্তি, তুই আমায় ডাকিস্‌ আমি তোকে দয়া কর্‌বো।"

প্রভাবতী। (করযোড়ে)

মধুসূদন! বালকের মুখে একি শুনি? দুঃখিনীর সন্তান পিতৃহীন, রাজ্যহীন, অনাথ বালক বলে কি সত্য সত্যই তোমার তার প্রতি এত দয়া হয়েছে? গোলোকপতি! চিরকাল জানি, যে বালককেই তুমি চিরকৃপা করে থাক, কিন্তু ধ্রুব প্রহ্লাদের ন্যায় হরিভক্ত কি, এই অভাগিনী গর্ভজাত গয়াচাঁদ হবে? হাঁহে পতিত পাবন? আমার তারা আরাধনের রত্ননিধিকে কৃপা ক'রে কি যথার্থই পতিত পাবন নামের সার্থকতা সম্পাদন কর্‌বে? যে বালক কেবলমাত্র আজ তোমার মধুমাখা হরিনাম আকর্ণন করে অন্তর মুকুরে তোমার মোহন মুর্ত্তির আবির্ভাব দেখেছে, বোধ হয়, তার প্রতি তোমার প্রকৃতই দয়া হয়েছে। (গয়াসুরের প্রতি) হাঁরে বাপ! তুই একবার মাত্র আমার মুখে সেই গোলোক বিহারী শ্রীহরির নাম শুনে চক্ষু বুঝে এমন ভক্তি ভাবে ডাকলি, যে তিনি তোমায় তাঁর সেই সুরাসুর কিন্নর নর গন্ধর্ব্ব বাঞ্ছিত মোহন চতুর্ভূজ রূপে দেখা দিলেন, হাঁরে চাঁদ! তোকে গর্ভে কি আমি এত পুণ্যবলে ধরেছিলেম, যে আজ তাই ধন্যা হলেম? তোমার পিতার অবৈধ ও অকাল মরণে কত কেঁদেছিলাম, কত ভেরেছিলাম কিন্তু তুই যে এই কৈশোরে গোলোকনাথের অনুগৃহিত দাস হবি তা জানিলে আমি একদিনের জন্য পতিশোকে কাতরা হয়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াতেম না।

গয়াসুর। জননি! পিতার অবৈধ ও অকাল নিধনের কথা কি বল্লে মা, তাতো আমি কিছুই বুঝতে পারলেম

না? আমায় ভাল কোরে বুঝিয়ে ব'লো আমার পিতা অকালেই বা মলেন কেন, এবং তাঁর মরণই বা অবৈধ কিসে?

প্রভাবতী। গয়াচাঁদরে! তুই যে কে, কার বংশধর আর এখন তুই কোথায় কি অবস্থায় আছিস, তা চিন্তা কর্‌লে আমার এই হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়ে যায়। যার পিতার নাম শুন্‌লে, স্বর্গে ইন্দ্রাদি সুরগণ, মর্ত্তে যক্ষ রক্ষ, কিন্নর, পাতালে নাগ পুন্নাগ এমন কি বাসূকী পর্য্যন্ত ত্রাসে প্রকম্পিতা হতেন, আজ সেই ত্রিভুবনজয়ী অমিত তেজা ত্রিপুর রাজের পুত্রের বাপের নাম আবার লোকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহস করে? হাঁরে দগ্ধ বিধাতঃ! তোর মনে কি এতই ছিল? (নীরবে অবস্থান)

গয়াসুর। মা! ও মা! তুমি যে আমার পিতার কথা বোলিতে বোলতে নীরব হোলে, আবার তোমার চক্ষে জল এলো জননি! যদ্যপি বল্লেন তো ভাল কোরে বল, কেন আমার পিতা অকালেও অবৈধভাবে মরেছেন, এবং তাঁর রাজ্যই বা কে নিলে? এবং তোমারই বা এ দুর্দ্দশা কেন?

প্রভাবতী। বাপ গয়াচাঁদরে! এও কি মায়ের প্রাণে সয়, যে ত্রিপুররাজ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের অধীপতি, তাঁর পুত্র হয়ে তোকে ঘৃণ্যতুচ্ছ একজন অজ্ঞাত কুল শীল কীটানুকীট গুরুমহাশয়ের নিকট লাঞ্ছিত হোতে হোলো! হায় রে কি দুরপ্পনেয় বিষাদ! কি মর্ম্মভেদী সন্তাপ! কঠিন প্রাণ? পুত্র মুখে এই অসম্ভব সংবাদ শ্রবণ করেও এই অভাগিনীর

দেহ-পিঞ্জরে অবস্থান কর্‌তে তোর লজ্জা বা ঘৃণা বোধ কিছুমাত্র নাই? ত্রিভুবন জেতা ত্রিপুররাজ মহিষী হোয়ে স্থানচ্যুত হওয়া নিবন্ধন আজ আমার গর্ভজাত পুত্রের এতদূর হীনতা?

গয়াসুর। জননি! মা, তোমায় একটি কথা বলি যখন আমি পাঠশালা হোতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হোয়ে এসে ঐ লতামণ্ডপে অবস্থান করি, তখন আমার দেহ মন সমস্তই শোকে দুঃখে অপমানে জর্জ্জরিত হতেছিল, কিন্তু তোমার মুখে পিতার সমস্ত কাহিনী শুনে আমার আর সে দুঃখ, সে তাপ, সে অভিমান সমস্তই বিলোপ হয়েছে। আমি দুঘণ্টা পূর্ব্বে যেমন ছিলাম এখন আর তা নাই, তোমার মুখে দেবতাগণের কুচক্র, কুমতি ও স্বার্থপরতা জনিত দুরভিসন্ধি ও দৈত্যাসুরগণের সরলতা ও বীরত্বের কথা শুনে আমার মনে এই ধারনা হোলো, যে আমার পিতৃ শত্রুগণের উপর প্রতি হিংসা সাধন করাই যথাই পুত্রের কার্য্য সেই কার্য্যই যদ্যপি সাধন কর্‌তে অক্ষম হই, তা হোলে আমার এ জন্মই বৃথা।

প্রভাবতী। জীবন-ধন! সে যে বড় কঠিন পণ বাপ, অমাতিকুল কৌশলে বাহুবলে সকল প্রকারে মহাবলীয়ান ও প্রবল, তুমি বালক হয়ে কি করে তাদের সহ সমরে সমকক্ষ হবে বাবা? ও সঙ্কল্প ত্যাগ করে মাতা পুত্রে বনবাসে কটুকষায় বনফল ও নিঝরিণীর নির্ম্মল বারী পান কোরে সেই গোলোক বিহারি হরির সাধনা কোরে তোমার মুখ দেখে জীবনাতীত করিগে। সেথানে দ্বেষ হিংসা

কুপ্রবৃত্তি কিছুই নাই। নিস্পৃহ তৃণভোজী মৃগাদি বন-জন্তু সহবাসে মনে সর্ব্বসময়ে পবিত্রভাবের সঞ্চার থাকবে, কোলাহলময় নগর সুদ্ধ ছল চাতুরি লোভ হিংসা দ্বেষ বিদ্বেষ প্রভৃতির আবাস, কিন্তু সেখানে সুদ্ধ শান্তি সন্তোষ চির বিরাজমান, তাই বলি বাপ! আমি রাজ্যপাট ধনৈশ্বর্য্য মান মর্য্যদা কিছুই চাইনা, তোমার মুখ দেখে পত্র কুটীরে বাস করেও আমি স্বর্গ সুখ উপভোগ করবো। কেমন বৎস! এতে তোমার মত কি?

গয়াচাঁদ। জননি! তুমি যা বল্লে, সে অতি সুললিত, কিন্তু মা! বনবাসে কালাতীত করা, জটা বল্কল ধারণ করে, কটুকষায় বন ফল ভক্ষণ দ্বারা জীবন ধারণ করা এ সুদ্ধ শান্তিপ্রিয় ভীরু হৃদয় মুনি ঋষিদেরই শোভা পায়, ত্রিভুবনজেতা, দেবতা কৌশলে নিহত, দৈত্যকুলতিলক বীরচূড়ামণি ত্রিপুর রাজকুমারের উপযুক্ত নয়, দেখ মা! এই জগতে জন্মগ্রহণ নিয়োজিত কার্য্য সমাধা জন্য। সমর ক্ষেত্রে বীরপুরুষগণ সম্মুখ যুদ্ধে অরাতীদমনাভিলাষে প্রাণ ত্যাগ করে, কিন্তু তা বলে কোন বীর-কুলতিলক যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হোয়ে কাপুরুষত্বের পরিচয় দিয়েছে?

করীরদর্পথর্ব্ব জন্য হরির জন্ম, কিন্তু তা বলে মত্তমাতঙ্গ কি বিনাযুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করে, না সে যুদ্ধে হরি অক্ষত অবস্থায় করী হস্তে পরিত্রাণ পায়? আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি, যে দেবতাগণ দৈত্যাসুরগণের মহাশত্রু ও অমৃত পানে অমর, কিন্তু দৈত্যাসুরগণ যে তাদের অপেক্ষা সহস্রগুণে বলীয়ান তার আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই, কেননা দেবতাগণ

মর্ম্মাহত হলেও অমৃতপানের গুণে পুনর্জীবিত হয়, কিন্তু দৈত্যাসুরগণ এককালেই ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়, স্বভাবতই যত যত বার দেবতাসুরে সংগ্রাম হয় প্রতিবারেই অসুরগণের ক্ষতি হয়, কিন্তু তা বলে কি দৈত্যাসুরগণ আসৃষ্টিকাল হোতে দেবতাদের সহ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ আছে, কখনই না। দেবতাগণ অমর হউক, বলীয়ান হউক, মহাকৌশলী হউক, যুদ্ধ বিদ্যাবিষারদ হউক, তাদের শাস্তি বিধানে দৈত্যাসুরগণ কখনই প্রতিনিবৃত্ত থাকৃতে পারে না।

প্রভাবতী। হাঁরে বাপ! তোর শৈশবহৃদয়ে এর মধ্যে কি করে বীরোচিত কার্য্যের উচিতানুচিত স্থান পেলে, এবং মৃত্যুর উপর এতদূর অনিচ্ছা ও নির্ভীকতার সঞ্চার হোলো, জীবনাধিক! তুমি এখন দুগ্ধপোষ্য বালকমাত্র। যুদ্ধ কি বড় সহজ কথা। এ ছেলে খেলা নয় যাদু! যুদ্ধ বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার ও সকল বিষয় মনে চিন্তা কোরোনা, স্থান দিওনা বাবা। দুঃখিনীর অঞ্চলের ধন! তোমার পিতৃ-শোক একে এই রমণী-হৃদয়ে অহোরাত্র অনির্ব্বাপিত চিতানলের ন্যায় ধুধু কোরে জ্বলে যাচ্ছে, তার উপর তুমি ও সকল কথা ব'লে আর তাতে ঘৃতাহুতি দিওনা! চাঁদ, তোমার শিশুমুখে ও সকল কথা শুনে যে আমার হৃদয় কম্পিত হোচ্ছে। বাবা! সুদ্ধ এক তোমার মুখ চেয়ে এখন ও এই দুঃখের জীবন রেখেছি, নতুবা বহুদিন পূর্ব্বে এই পাপ জগৎ হোতে অভাগিনী প্রভাবতীর নাম বিলোপ হয়ে যেতো। বৎস! মায়ের অনুরোধ রেখে দৈত্যবল সহ বিরোধ করবার কল্পনা এককালে পরিত্যাগ কর।

গীত।

রাখ বাণী, যাদুমণি।
কাঁদায়োনা জননীরে ;—
তব চাঁদ মুখ হেরি, ধরে আছি এ পরাণী ॥
হারাইয়ে পতিধনে, কি দুঃখ গিয়েছে প্রাণে,
সুধু সে বিধাতা জানে আমি বড় অভাগিনী।
অমর সহিত রণ, নাহি কোন প্রয়োজন,
কে কোথা হরেছে বল, ফণীর মাথায় মনি ॥

গয়াসুর। নিয়তির গতিরোধ করার অনুশীলন জীবের সুদ্ধ ক্ষুদ্রতার পরিচয় দেওয়া মাত্র। মা! তুমি কি জ্ঞাত নও, যে, যে যথার্থ সুপুত্র হয় সেকি কঠিন, নিজকৃত আরব্ধ কার্য্য অসম্পাদিত রাখতে পারে? তাহলে সে যথার্থ পিতার পুত্র নয়, তা জননি! যখন আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব বাহুবলে স্বর্গরাজ্য জয় ক'রে দেবতাদের বিধস্থ কোরে তাদের চক্রে নিহত হয়েছেন, তখন আমি তাঁর চরণ চিন্তা কোরে সেই কার্য্যের পুনরুদ্ধার কোরবো, তাতে আমার ভাগ্যে যাই থাক। শুন জননি! বালক বোলে অমার বাক্য তুচ্ছজ্ঞান কোরোনা, আমি বলছি, যে আমি যদ্যপি যথার্থ সেই ত্রিভুবনজেতা ত্রিপুররাজ কুমার হই, তা হোলে আমি সুদ্ধ যে বাহুবলে ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাজিত কোরে নিরস্থ হব তা নয়, আমি জগতে এমন কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করবো, যে প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত নীলাম্বুবারী সমুত্থিত হয়ে এই সদৃশ্য জগৎকে প্লাবিত না করে তাবৎকাল জগৎবাসী আমার কীর্ত্তি ঘোষনা করবে।

আমি এই ভূবন মধ্যে পর্ব্বতে কাননে ভুগর্ভস্থিত গহ্বর মধ্যে যেখানে যত দৈত্যাসুর সুরসেনা ভয়ে আত্ম-লুকায়িত করে আছে, ত্রিপুরাসুরের অকাল নিধনের প্রতি-হিংসা সাধন জন্য, একত্রিত করে পুনশ্চ সেই বৈজয়ন্তধাম আক্রমণ করবো, তাতে যদ্যপি সমস্ত দেববৃন্দ সহ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি সহয়তা করেন করুন, তাতে আমার কিছু মাত্র ক্ষতি নাই, আমি একা বাহুবলে সমস্ত দেবসেনা সহ দেবগণকে লাঞ্ছিত পরাজিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দৈত্য-কুলের বিশেষ পরিচয় দোব, তাতে আমার অদৃষ্টে যাই থাক।

প্রভাবতী। হা বিদগ্ধ ললাট! পুত্র মুখে কি শুনি? হাঁরে গয়াচাঁদ! তুই বলিস কি? যে মহামোহে পড়ে তোর পিতা পিতামহ অকালে নিধন প্রাপ্ত হোয়ে দৈত্য-পুরী অন্ধকার করে গেছেন, যাঁদের অভাবে সুবর্ণময় মাণিক্য খচিত পূরীসমূহ শ্মশান সদৃশ পরিদৃশ্যমান হোয়ে আছে, সেই অমিত বলশালী সুররাজ, যার অব্যর্থ অরাতী নিধনকারী বজ্রাস্ত্রে বৃত্র প্রভৃতি মহা মহা বীরগণ শমন সদনে গমন করেছেন, যে দৈববল অবরোধকরণ জন্য আজ দৈত্যপুরী সমুহ বিয়োগী বিধূরা দৈত্যকামিনীগণের শোক সূচক শব্দে প্রতি নিয়ত প্রতি শব্দায়মান, যে দৈববল কিছুতেই হীনবল হবার নয়, তখন জেনে শুনে দিব্যচক্ষে

দেখে সেই প্রচণ্ড দাহ্যমান অগ্নিশিখায় হস্তক্ষেপণের প্রয়োজন কি? সামান্য রাজৈশ্বর্য্য লাভের বাসনায় বিমুগ্ধ হয়ে অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিবার প্রয়োজন কি? যে রণে পরাজয়, লাঞ্ছনা, নিশ্চিত, সে কার্য্য অগ্রসর হওয়া কি বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয়? জীবনসর্ব্বস্ব! রাগান্ধ হয়ে কালতুল্য বিষধর মুখ বিবরে হস্ত ক্ষেপণ করো না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু শূলপাণী যাঁদের পৃষ্ঠ পোষক, তাঁদের সহ যুদ্ধে জয়লাভ করা এককালে অসম্ভব, মায়ের কথা শুনে ও সব ভুলে যাও বাবা! একে রাজ্যভ্রষ্টা অনাথিনী হয়ে কাঙ্গালিনীর ন্যায় দ্বারে দ্বারে বেড়াচ্ছি, তার উপর পুত্রশোকে আর দণ্ডকাল ও সেই পিঞ্জরে প্রাণপক্ষী অবস্থান কোরবে না জেনে শুনে কেন বাপ মাতৃ হত্যার পাতকী হবি?

গীত।

রাখ বাণী, যাদুমণি, মায়ের এখন।
ফনিণী মুখ বিবরে, করোনা কর অর্পণ॥
জ্বলিছে অন্তরে শোকানল নিরন্তর,
প্রাণপতি লাগি জর জর কলেবর,
তব চাঁদমুখ হেরি, দেহেতে জীবন ধরি,
আছিয়ে দুঃখ পাসরি, নহে কি রহিত জীবন।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নহে আয়ত্ত্ব অন্যের,
সে বাসনা কুবাসনা কর্ম্ম মাত্র ফের,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যারে নিরন্তর রক্ষা করে,
কে পারে নাশিতে তারে, বিজয়ী সে ত্রিভুবন॥

গয়াসুর। জননি! আমি বৈজয়ন্ত ধামের বিলসা বাসনায় বা ইন্দ্রত্ব পদের গৌরব কামনায় যে দৈববল সহ প্রতিবন্দী হোতে চাচ্ছি তা নয়, ত্রিপুররাজ সহ যে তারক বংশ নিঃশেষিত হয় নাই, সেইটি সুরগণের স্মৃতি পথে আনিবার জন্য ও পিতৃনিধনের প্রতিহিংসা সাধন জন্য।

প্রভাবতী। আচ্ছা বৎস! বিধাতার মনে যা আছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবেই, যাই হোক এখন চল, প্রাতঃকাল হোতে কিছু যে খাওনি বাবা, মুখখানি যে প্রভাতীয় চাঁদের ন্যায় মলিন হোয়ে গেছে, এসো বাবা এসো।

গয়াসুর। চল মা, চল।

( উভয়ের প্রস্থান। )

## পঞ্চম দৃশ্য।

### দৈত্যপুরী—উদ্যান।

( অমলা ও কমলার প্রবেশ। )

অমলা। হাঁরে কমলা! কাল হোতে রাণী প্রভাবতীকে যেন মলিনা দেখছি কেন? তুই তো সর্ব্বদাই তাঁর কাছে থাকিস, এর কোন কারণ শুনেছিস?

কমলা। কারণের তো অভাব নাই। উনি বাপের বাড়ি এসেছেন, সুদ্ধ বংশধর গয়াচাঁদ যাতে অসুর বালক গণের সহবাসে পিতা পিতামহের ন্যায় আসূরিকভাব ধারণ না করে, কিন্তু কাল হোতে গয়াচাঁদের সহ কথা বার্ত্তায় বুঝতে পেরেছেন, যে কুমার বয়োপ্রাপ্ত হোলেই সুরগণ সহ সমরে প্রবৃত্ত হয়ে পিতার অকাল নিধনের প্রতিহিংসা সাধনে প্রবৃত্ত হোতে স্থির সংকল্প কোরেছে, সেই জন্য রাণীর প্রাণ ভয়ে ও পূর্ব্বশোকে আকুলিত হোয়েছে। তিনি কখন হাসছেন,কখন কুমারকে বোঝাচ্ছেন, কখন নিজ অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করে হা হতোহস্মি কোচ্ছেন, কখন বা পতিশোক আন্দোলন কোরে প্রতিনিয়ত বিলাপ কোচ্ছেন, পাছে কুমার পুনশ্চ নির্ব্বানোমুখ হুতাশন পুনঃ প্রজ্জ্বলিত করে, অবশিষ্ট অসুর, সেনা সহ পিতার ন্যায়, দৈব তেজে নিধন প্রাপ্ত হয়ে ত্রিপুর বংশের নাম লোপ করে এই তার ভাবনা। এই

দুশ্চিন্তার বশবর্ত্তিনী হয়ে তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ কোরেছেন।

অমলা। জননীর এরূপ ভাব দর্শন কোরে-কুমার কি বল্লে, তা কিছু শুন্‌লি?

কমলা। কুমার বলেন, যে যদ্যপি আমি পিতৃবৈরী নির্যাতনের জন্য কোন চেষ্টা না করি তা হলে ত্রিভুবন মধ্যে কে আর আমায় অসুরকুল ভূষণ বা ত্রিপুররাজ বংশধর বলে গণ্য কোরবে?

অমলা। এটা ভাই ঠিক কথা। রাণী হয়েছেন ঘর পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখ্‌লেই ত্রাসিতা হন, কিন্তু তা বলে সিংহের শাবক সিংহই হয়ে থাকে, গড়ুরের বংশে কি আর কাকের জন্ম হয়, না বিষধর গর্জ্জন ভেক মুখে শোভা পায়? যে তারক ত্রিপুর নাম শুনে ব্যাঘ্রভয় ভীত হরিণ শিশুর ন্যায় সুরগণ চারিদিকে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন কোরতো, যাদের বাহুবল বীর্য্যে বিজীত সহস্রলোচন ছদ্মবেশে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পরিভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন, সেই তারক ত্রিপুর বংশজাত গয়াচাঁদ যে একেবারে ভীরু কাপুরুষের ন্যায় মায়ের আঁচল ধরে বেড়াবে সে আশা রাণীর করা অনুচিত। বীরবধূ বীরপত্নী হয়ে তিনি পূর্ব্ব হতে এত কাতরা হলে চোলবে কেন? কুল মর্য্যাদা সংরক্ষিত করাই হলো কুলকামিনীর প্রধান করণীয় কার্য্য, তাতে যদ্যপি স্বামী পুত্র ভ্রাতার অকাল নিধনে পুরী শ্মশান হয় সেও পরম শ্লাঘার বিষয়।

অমলা। বাবা! তুমি তো একজন কম মেয়ে নও

দেখ্‌ছি! তোমার কথা শুনে যে আমার পেটের ভেতর হাত পা সেঁদিয়ে গেছে, ও বাবা! তোমার ঐ টুকু পেটের ভেতর এত বুদ্ধি! এত তেজ! এত ধীর ভাব, হাঁ সখি! তুই কি কখন যুদ্ধ টুদ্ধ করেছিলি নাকি? তোর ভাব ভঙ্গী, কথা বার্ত্তা শুনে যে আমার ভয় করছে।

কমলা। দৈত্য কন্যাগণ কি মানবীদের ন্যায় হীনবীর্য্য তাই অস্ত্রের ঝনঝনা রণাঙ্গনে হতাহত যোদ্ধাগণের আর্ত্তনাদ বা দাম্ভীক আস্ফালনে বা চিৎকার বা রথচক্রের ঘর ঘর শব্দ বা অশ্বের হ্রেষা রব শ্রুতমাত্র মূর্চ্ছা যাবে।

অমলা। ঘাট হয়েছে সেনাপতি মশাই! তুমি যে এমন মদ্দা মেয়ে মানুষ তা আমি জান্‌তেম না, তোমার ও কি দেবতাদের সঙ্গে কোন হিসাব নিকাশ বাকি আছে নাকি? (কমলাকে নীরবে থাকিতে দেখিয়া) ওকি ভাই! বাদলার হাওয়ায় চালভাজার মত হটাৎ নরমে গেলে কেন? (মুখ উঠাইয়া) ওমা! এ আবার কি? একেবার রৌদ্রের উপর বৃষ্টি!! কেন সখি? বীর্য্য বীরত্বের কথা কইতে কইতে হটাৎ তোমার চক্ষে জল কেন? বোলতে হবে ছাড়বোনা ভাই! কি গোপনীয় শোক সন্তাপে তোমার চক্ষে জল এলো, সেইটে আমায় বল।

গীত।

বল বল সখি! সহসা শুখাল কেন সুবদন।
চাঁদের কিরণ যেন, আবরিল নবঘন॥

মৃগাক্ষি গঞ্জিত আঁখি, কেন বা সজল দেখি,
কেন বা বহিছে শ্বাস, যেন প্রবল পবন ॥
তটিনী হিল্লোল প্রায়, কেন সুচারু হৃদয়।
কাঁপিছে প্রবল দুঃখে, একি হেরি অলক্ষণ ॥

কমলা। সখি! মনের লুক্কায়িত ভস্মাবৃত অনল কেন আর প্রজ্জ্বলিত কর? যে হুতাসনে এই রমণী-হৃদয় আজ পাঁচ বৎসর কাল জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে, যে দুঃশ্চিন্তা ও শোকভারে এই কোমল প্রাণা রমণী-জীবন এককালে ভারগ্রস্থ হয়েছে, যে কথা বোলতে গেলে মস্তীষ্ক ঘুর্ণায়মান হয়, দেহের মধ্যে প্রতি শিরায় বিদ্যুতাগ্নি বহবান হতে থাকে, চক্ষু হতে অগ্নিকণা বহির্গত হয়, হৃদয় প্রকম্পিত হতে থাকে, সে দুঃখের কাহিনী শুনে আর তোমার কি হবে ভাই? যতই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর বিগত হচ্ছে, তৎতই এই সরল প্রাণা রমণী হৃদয়ের সমস্ত আশা ভরসা প্রবল দাহ্যকারক আতপ—তাপ—তাপিত প্রস্ফূটিত অঙ্কুরের ন্যায় শুষ্ক বিশুষ্ক হয়ে মৃত্তিকাতে বিলুপ্ত হচ্ছে। তবে জীবন ধারণ এক দুরাশার বশবত্তিনী হয়ে কিন্তু এ পোড়াকপালে যে পুনশ্চ সে আশা ফলবতী হবে, তা কখনই আশা কোরতে পারি না, স্বভাবতঃই অকালে এ বিষয় আন্দোলন করা সুদ্ধ নিজের কষ্ট সৃষ্টি করা।

অমলা। সখি! তা সত্য বটে; কিন্তু আমি জানি যে মনের দুঃখ এক জনের কাছে বল্‌লে অবশ্যই তার কতকটা হৃদয় ভারের লাঘব হয়!

কমলা। সখি! এ বাহ্যিক দেহের কষ্ট নয়, যে দুটো প্রবোধ বাক্যে উপশমিত হবে? এ অন্তরের গভীর যন্ত্রণা এর সীমা নাই, এর প্রতিকার প্রবোধ বাক্যের দ্বারা হবার সম্ভাবনা নাই!

অমলা। তবে সখি! এ দুঃখের অন্তঃ কিসে হবে?

কমলা! তবে বলি শোন সখি!

যে দিন ত্রিপুরকুমার,
পৃথিবীস্থ সমস্ত দৈত্যসেনা
একত্রিত করে,
বিজয় বাহিনী সহ
পশিবে সরগে,
বিবিধ আয়ুধ ধরি,
যবে বীর-দল,
স্বর্গ দুর্গ জয় জন্য
পশিবে অম্বরে,
ঘোর নাদে মাতাইবে
বৈজয়ন্ত ধাম।
ভাঙ্গিবে নন্দন তুলি
পারিজাত কত,
মন্দার কাঁপিবে ত্রাসে,
বীর পদভরে।
বরিষার ধারা সম
শোণিতাক্ত কলেবর
সুর সেনা দল

পলাইবে ঘোর ত্রাসে
ছাড়ি স্বর্গ বাস।
ইন্দ্রাণি সহিত ইন্দ্র
বৈজয়ন্ত ছাড়ি,
পলাইবে অন্যস্থান
কিবা বন্দা সখী,
আনীত হইবে লৌহ শৃঙ্খল বন্ধনে।
সেই দিনে সেই ক্ষণে
খুঁজি প্রিয়জনে,
মুক্ত করি নিজকরে
কারাগার হতে,
জুড়াইব মরমের যাতনা সকল।
তাহে যদি বাধা দেয়
সুর নারীগণ,
নখ ধারে বিদারিব তাদের হৃদয়,
শোধিবারে প্রিয়জন অশেষ যাতনা।

অমলা। সখি! যা বলেছ এ দুরাশা বটে, কিন্তু আবার নাও বটে, কেননা কুমারের এর মধ্যে যে রূপ দৈব দ্বেষ ভাব দেখ্‌ছি তখন বোধ হয় অতি শীঘ্রই দৈত্যাসুরে বহু কাল ব্যাপী যুদ্ধারম্ভ হবে।

কমলা। দেখ সখী হঠাৎ আমি প্রবল শোক বেগে অধীরা হয়ে তোর কাছে দারুণ অন্তর যাতনার কথা প্রকাশ করে ফেলেছি, কিন্তু দেখিস যেন রাণী প্রভাবতী

এর কিছু না জান্তে পারেন, তাহলে তিনি হয়তো আমার উপর অসন্তোষ হতে পারেন।

অমলা। আমি কি এমনি বালিকা! যা হোক চলো এখন পূজার যোগাড় করে দিইগে তারপর তোমার দুঃখের কাহিনী শুন্‌বো।

উভয়ের প্রস্থান।

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য।

দৈত্যপুরী সন্নিদ্ধ গিরিস্থল।

( বীণাহস্তে নারদ আসীন )

### গীত।

হরি, কে বুঝে তোমার মহিমা অপার।
তুমি শরণ-পতিত পাবন, সারাৎসার।
তুমি, বিশ্বজন পালন, বিশ্বজন মোহন,
বিশ্বসৃজনকারী, নিরাকার, ——

স্বগুণে হও সাকার, নিগুণে নিরাকার,
বেদাগমে নাহি অন্ত তোমার।
যোগে, যোগেন্দ্র হে অনন্ত, তোমার না পান অন্ত,
অচিন্ত্য শ্রীকান্ত, তুমি সবাকার,
এ দিনের দিন অন্তে, রেখো চরণ প্রান্তে,
নিবেদন, নীরদ বরণ! হে আমার।

নারদ। হ'লোনা, ঠিক হলোনা, মনের সঙ্গে ঐক্য হলোনা কেন হ'লোনা কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। আমি কি আবার ভ্রমান্ধ হলেম নাকি? একবার ভ্রমে পড়ে পিতৃশাপগ্রস্থ হয়ে গন্ধর্ব্ব জন্ম গ্রহণ করে লঘুকালজীবি মানবলীলা করে সে পাপের ক্ষালন করে এলেম। আবার কি সেই দুর্দ্দশা সংঘটিত হবে না কি? তা কৈ? তার তো কোন পূর্ব্বলক্ষণ অনুভব কর্‌তে পাচ্ছিনা, তবে অকারণ হৃদয়ের চাঞ্চল্য কেন? চক্ষে প্রকৃতির বস্তু সমূহের বর্ণ ভেদ দেখ্‌ছি কেন? শ্রুতিবিবরে অশ্রুতাপূর্ব্ব শব্দসমূহ শুন্‌তে পাচ্ছি কেন? নিশ্চয় যে কোন রূপ অবশ্যম্ভাবী ঘটনা আশু উপস্থিত হবে, তার আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু সে টি যে কি, তা তো কোন প্রকারে বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা। হে ইন্দিরারমন! হে গোলক বিহারী হরি? হে পদ্মনাভ, দাসের প্রতি কিসে আজ বিরূপ হলেন প্রভো? কৈ মন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা কি দিবসে কি রজনীতে কোন কালে বা কোন কার্য্যের দ্বারা চিরানুগত দাসতো কলুষিত হয় নাই, তবে কি পাপের জন্য অধমের লঘুকালজীবি মানবের ন্যায় বহুতপবললব্ধ দূর-

দর্শন জ্ঞানের সহসা বিলেপ হলো? হে বিশ্ববিমোহনকারী মুরারি হে মধুদৈত্য নিসূদনকারী অসুরারী শ্রীহরি! আমি যে চিরহাস্যময়ী এই সুদৃশ্য ও নয়ন মনপরিতৃপ্তকারী জগতের সমস্ত বৈপরীত্য ভাবসম্পান্ন নিরীক্ষণ করেছি, কেন আমার অন্তরাত্মা যেন কোন বহু দিবসপ্রণষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি শোকে সকাতর হয়ে তার পুনঃ প্রাপ্তির জন্য চতুর্দ্দিকে ক্ষিপ্তের ন্যায় প্রধাবিত হ'চ্ছে অথচ দিকহারা ব্যক্তির ন্যায় ক্ষুব্ধচিত্তে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন কচ্ছে! কেন দয়াময়! দাসের এ জ্ঞানের লোপ কোন মহাপাপের দণ্ড স্বরূপ সংঘটিত হলো? হে মঙ্গলময়! যার মধুর নাম বারেক মাত্র রসনায় উচ্চারণ কর্‌লে জীবের সকল কৃত পাপ, অন্তর বাহ্যের নিদারুণ তাপ, যেন তরুণ অরুণোদয়ে তমসার ন্যায় বিলোপ প্রাপ্ত বা তিরোহিত হয়, সেই মঙ্গল ময়ের মঙ্গলপ্রসূ পবিত্র নাম দিবারাত্রি ধ্যান করে কি আমাকেই অমঙ্গল পেয়ে বস্‌লো! হাঁ হে পীতবসন! হাঁ হে ভক্তবৎসল! ভক্ত জীবন! আমি কি তোমার অকপট ভক্ত বলে তাই আমাকে এত বিড়ম্বনা করছো? তা যদ্যপি ভক্তকে কষ্ট দিলেই তোমার কঠিন হৃদয়ের তৃপ্তি সাধিত হয় তাহলে আর তোমার ভক্তবৎসল নাম গ্রহণের উপকারিতা কি? তবে বোধ হয় ভক্তবৎসল নাম তোমার কোন ভ্রান্ত ভক্তে দিয়ে থাক্‌বে নতুবা কি স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে কি পাতালে যেখানে যত তোমার ভক্ত আছে, কারই কষ্টের শেষ নাই। কেউ বা শোকে, কেউ বা দুঃখে, কেউ বা কষ্টে, কেউ বা রোগে, কেউ বা আমার ন্যায় ভ্রমে

পড়ে আজীবন কাল হাহাকার করেই কাটাচ্ছে, ওহে চক্র-পাণি! তুমি যে এত অস্ত্র থাকতে চক্রধর হয়েছ কেন তা আমি বেশ অনুভব কর্‌তে পাচ্ছি, ত্রিভুবনকে তুমি দেখাচ্ছ যে আমার করস্থিত চক্রাস্ত্র যেমন সর্ব্বদা ঘুর্ণায়মান আমাতে যে মনপ্রাণ ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত অর্পণ করে, যে এক চিত্তে আমার আরাধনা করবে, তাকেও এই চক্রের ন্যায় দিবারজনী ভ্রম ও মোহ চক্রে ঘুরতে হবে। কৃপানিদান! কৃপাকণা বিতরণ পূর্ব্বক দাসের এই বিষম ভ্রমের বিনাষ করুন, সরল প্রাণ ভক্তকে ভক্তির সরল পথ দেখিয়ে দিয়ে করুণাময় নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন। হরি! প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য দর্শনে বড় প্রাণে ভয় পেয়েছি। ভব ভয়হারি। সামান্য কটাক্ষে ভক্তের ভয় দূর করুন।

গীত।

ওহে নারায়ণ।

আমি পড়েছি বিষম দায়, রাখ হরি রাঙ্গাপায়;
ঘুচাও দাসের তাপ, হে মধুসূদন।
তুমি হরি ভক্তাধীন, জানি এই চিরদিন;
বিপরীত রীতি এবে করি দরশন,—
মম এ ভ্রমান্ধ চিত, মহাভুভর অভিভূত,
কম নাথ সুবিহিত; যা হয় এখন।

নারদ। (ক্ষণকাল ধ্যানান্তে) আমি কোথায়? (চতু-

র্দ্দিকে দেখিয়া ) আহা হা ! মায়াময় ! তোমার মায়া বুঝে কার সাধ্য ? এই ত্রিসংসারকে যখন অলক্ষিত মায়াচক্রে পরিচালিত কচ্ছো, তখন আমার ন্যায় সামান্য অতি ঘৃণ্য, জঘন্য কীটানুকীটের কি সাধ্য ? যে তোমার দুর্ভেদ্য, অচ্ছেদ্য মায়াব্যূহ ভেদ করি ? ওহে বাঞ্ছাকল্পতরু ! আজ কার বাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বার জন্য যে আমাকে এই গিরিসঙ্কটে আনিয়েছ, তা তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা। যাই হক, কোন্ মহাপুরুষের মহৎ বাঞ্ছা পূর্ণ করবার বাঞ্ছায় এত আড়ম্বর সেইটে আমায় দেখতে হবে। দেখি ঐ নিঝরিণী সমীপে অবস্থান করি, তাহলেই এ রহস্যময় ব্যাপারের শীঘ্রই মর্ম্মোদঘাটন হবে বোধ হচ্ছে।

( পরিক্রমণ। )

( নেপথ্যে )

গীত।

( হরি ) খুঁজে কেন তোমায় পাইনা।
ভজন, পূজন, হরি ! আমি অতি শিশু কিছুই জানিনা।
মা যে ব লেছিল, তুমি দয়াল বড়,
( ওহে কৃপা নিদান ) ( তবে আমায় নিদয় কেন )
তোমার বালকে বড় করুণা।
আজ হলো অনেক দিন, হয়ে দিন হীন,
তা মায় ডেকে বেড়াই, ওহে ভক্তের অধীন,
কবে হবে সে দিন,

যে দিন এ দীনের দিন;

( তোমার চরণ ধরে যুড়াব প্রাণ )

( বুকে রাঙ্গা চরণ ধরে যুড়াব প্রাণ )

প্রভাত হবে, ভবভাবনা রবেনা ॥

**নারদ।** ( পুনঃ প্রবেশ পূর্ব্বক ) আহা বিনাবিনিন্দিত সুস্বরে কোন ভক্তে এমন প্রাণভরে হরি গুণগান কচ্ছে? শ্রুতমাত্র যে আমার প্রাণ যেন মহানন্দে গলে যাচ্ছে কিন্তু ভক্ত যেন বালক বলে বোধ হচ্ছে। যা হক আজ আমার সকলই যেন ভ্রমের ব্যাপার বলে বোধ হচ্ছে, নতুবা এই মহাহরিদ্বেষী দৈত্যপুরী মধ্যে কোন সাহসে বালকে সর্ব্ববিঘ্ননাশকারী শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন করছে, অথচ কেহই তাকে বাঁধা বা বিঘ্ন প্রদান কচ্ছে না, আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা, এত করে মঙ্গলময়ের নাম স্মরণ করেও কি আমার মহাভ্রমের অন্ত হলো না। এ বালককে তো সামান্য বালক বলে জ্ঞান হচ্ছে না। এ যেন কোন মহাবৃক্ষের নবাঙ্কুরিত বীজ ( নেপথ্যে ) এ শিশুকে দেখে যেন সাক্ষাৎ হরিভক্ত ধ্রুব প্রহ্লাদ বলে জ্ঞান হচ্ছে, এই শৈশব বালকের কি তপ্ত কাঞ্চন তুল্য বর্ণ, কি সুবিশাল অঙ্গগঠন, কি আজানুলম্বিত বাহু, এ কি কোন দেববালক না অভিসম্পাতগ্রস্থ চন্দ্র সূর্য্য হবে, যাই হ'ক সুকুমার বালক এই দিকেই আসছে দেখি ওর নিজের বাক্য দ্বারা এর কোন পরিচয় পাই কি না।

( অন্তরালে গমন। )

( গয়াসুরের প্রবেশ। )

গয়াসুর। কৈ মা যে বলেছিলেন যে "বৎস্য তুমি প্রাণ-ভরে ভক্তিভাবে হরিকে ডাক্‌লেই তাঁর দেখা পাবে, তাঁর বালকে বড় করুণা।" কিন্তু কৈ আমি যে আজ কয়দিন অনশনে, অনিদ্রায় শীতের হীম, মার্ত্তণ্ডের তাপ সমস্ত সহ্য করে বনে, পর্ব্বতে, নদীতীরে, উপত্যকাভূমি মধ্যে অহোরাত্র হরি হরি করে ডেকে বেড়াচ্ছি কৈ কোথাও তো তাঁর সাক্ষাৎ পেলেম না, তবে কি দৈত্যকুমার বলে আমার প্রতি তাঁর দয়া হবে না! কৈ সে কথা তো মা বলেন নাই, তিনি বলে দিয়েছেন, যে কীট পতঙ্গ জলচর স্থলচর খেচর প্রভৃতি সকলের প্রতি তাঁর সমান দয়া, তাঁর কাছে কাহারই কম বেশী নাই। তবে আমি কেন তাঁর এখন দেখা পেলেম না? তাঁকে যে আমাদের দুঃখের কথা বলবার অনেক আছে। তাঁকে সামনে দেখতে পেলে মায়ের দুঃখের কথা আগে বল্‌বো, তাতে তিনি কি বলেন শুনি। মায়ের চক্ষের আমি আর দিবারাত্রি অশ্রুজল দেখ্‌তে পারি না। মা বলেন, যে মরণে লোকের সকল দুঃখ দূর হয় সে মরণ কি? এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহে যাওয়া, তার আর বিচিত্র কি? তাই হরিকে বল্‌বো যে হরি! যদি দৈত্য রাজকুমার বলে আর কিছু না দাও, তো আমাদের মাতা পুত্রকে মরণ দাও আমরা ধন রত্ন রাজৈশ্বর্য্য কিছুই চাইনা, আমরা যাতে মরণ লাভ করে সুখী হই, তার উপায় তুমি করে দাও। যাইহ'ক আমি ভাল করে আর একবার বসে সেই শ্রীহরির ত্রিভুবন মনো-

মোহনকারী চতুর্ভূজ মূর্ত্তি ভাবনা করে দেখি তিনি বোধ হয় মৌখিক অপেক্ষা অন্তরের পূজাই ভাল বাসেন।

(ধ্যানে উপবেশন।)

নারদ। (দ্রুতপদে প্রবেশ পূর্ব্বক) হাঁরে বৎস! এই সুকুমার বয়সে কে তোমায় এরূপ সাধনের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সর্ব্বগুণধর! তোমার একটি একটি বাক্য যেন আমার চিরতাপিত হৃদয়ে অমৃত কণা বরিষণ কর্‌ছে হাঁরে! গুণনিদান! কে তোমার জননী? তাঁর তুল্য পুণ্যবতী রমণী কি ধরাতলে আর দ্বিতীয়া আছে নতুবা এই শিশু হৃদয়ে কি তিনি মহাপুণ্য প্রদ হরিনাম বীজ রোপিত কর্‌তে পারতেন? কিন্তু তোমার একটি কথায় বড় প্রাণে ব্যথা পেয়েছি, বৎস্য যে তোমার প্রসূতি বড় দুঃখিনী, হাঁরে বৎস্য! যিনি এমন ধর্ম্মনিষ্ঠা হরি পরায়না, যিনি এমন তোমার ন্যায় অমূল্য সন্তান রত্নের জননী তার আবার কষ্ট কি? তার আবার দুঃখ কি? তার চক্ষে আবার অশ্রুনীর কি? বৎস্য তোমার কথা! শুনে যে আমি বড় ভ্রমে পড়েছি। আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা। বৎস্য! তুমি কার পুত্র আমায় পরিচয় দিয়ে আমার ভ্রমের অপনোদন কর। বোধ হয়, তোমার জননী যখন এতদূর পুণ্যবতী তখন তোমার জনকও বোধ হয় তদ্রূপ পুণ্যাত্মা ও মহৎ হবেন, হাঁরে বৎস্য! বল বল তোমার জনক জননীর নাম শুনে আমি কর্ণ কুহর পরিতৃপ্ত করি।

গয়াসুর! কে তুমি? তুমি কি আমার সেই সর্ব্ব কামপ্রদ, যাঁর শ্রীপদ চিন্তায় সাধকে ব্রহ্মপদ বা ইন্দ্রত্ব পদ তুচ্ছ জ্ঞান করেন, সেই গোলাক বিহারী হরি এসেছ? রমানাথ! তুমি যে শুনেছি ত্রিজগতের নাথ, কিন্তু তা বলে কি এই অনাথ বালকের প্রতি এত নির্দ্দয় হয়ে থাকতে হয়? ওহে অচ্যুত! আমার কি পিতৃ নিধনে রাজ্যচ্যুত হয়ে দীন হীনের ন্যায় পরবাসে বাস কর্‌ছি বলে আমাদের মাতাপুত্রের প্রতি এত অকৃপা? আমি যে আজ কয় দিন ধরে অনশনে, অনিদ্রায় সুধু তোমার অমৃতময় নামামৃত পান করে, এই বনে জঙ্গলে বেড়াচ্ছি কৈ তুমি তো আমার কাছে এসো নাই? আমি যে সময়ে সময়ে কত বিভীষিকার মূর্ত্তি দেখেছি, কৈ তুমি তো আমার ভয় দূর করবার জন্য একটি কথাও কও নাই? তোমার একটি নাম যে কৃপাসাগর, কৈ তবে তোমার কৃপা কোথায়? যদ্যপি অভাগা বালকের প্রতিও তোমার সহজে কৃপা না হয়, তা হ'লে আর তোমার কৃপার উপর কার সহজে আশা ভরসা থাকে? কৈ হরি! কথা কচ্ছনা যে?

নারদ। বৎস্য! আমি তোমার আরাধ্য হরি নই, আমিও তোমার ন্যায় একজন হরির দাস, আমি তোমার কঠিন সাধনের প্রণালী দেখে বড় সন্তুষ্ট হ'য়েছি, তুমি যে সুকুমার বয়সে উপদেশের বশবর্ত্তী হোয়ে সেই শ্রীহরির সাধনে চিত্ত সংযত কর্‌তে পেরেছ এইটি বড় বিচিত্র। কিন্তু মুনি ঋষিগণ সহস্র সহস্র বৎসর শীতের হিম, গ্রীষ্মের তাপ, বরিষার জল, শরতের রৌদ্র সহ্য করে যে হরির

আরাধনা করে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ কর্‌তে পায়না, তুমি কিন্তু বৎস্য অতি সহজেই, সেই সর্ব্ববিপদ-বিঘ্ন বিনাশকারী গোলোকবিহারী মুকুন্দমুরারীর কৃপাপাত্র হবে।

গয়াসুর। তবে আপনি কে? আপনিই বা এই পর্ব্বত পরিবেষ্ঠিত বিজন কানন মধ্যে কেন বেড়াচ্ছেন, আপনিও কি তবে আমার ন্যায় সেই শ্রীহরির সাধনা কচ্ছেন?

নারদ। হাঁ বৎস্য! হরি সাধনা ব্যতীত এ অধমের আর জীবেনর কোন কামনাই নাই। আহার, বিহার, নিদ্রা তন্দ্রা সমস্তই আমার সেই শ্রীহরি, কিন্তু বৎস্য! আজন্ম হোতে সেই অনন্ত সাধনের অন্ত পেলেম না। কিন্তু আবার যার প্রতি তাঁর করুনা হয়, সে সামান্য কালেই হয়, তুমি ও যে অচিরে সেই অখিলপতি কমলাপতির অনুগৃহিত হবে তার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ভাল বৎস্য! তুমি এখন চক্ষু মুদ্রিত করে আছ কেন? তুমি নিমীলিত চক্ষে কি দেখছ?

গয়াসুর। ঠাকুর! আমি চক্ষু বুজে দেখ্‌ছি, মা যেমনটি বোলেছেন তেমনি অর্থাৎ সেই শ্রীহরির ভুবনমোহন মূর্ত্তি।

নারদ। কিরূপ মূর্ত্তি দেখছো বৎস্য? আমার কাছে বলনা। তোমার মুখে শুনেও কর্ণকুহর চরিতার্থ করি, আমি তোমার ন্যায় সুকুমারমতি বালকের মুখে অমৃতময় বাক্য শুনতে বড় ভালবাসী।

গয়াসুর। আমি অজ্ঞানান্ধ বালক, জননীর মুখে যেমন হরির রূপ গুণের কথা শুনেছি, সেইটিই ভাবনা করে যেন ঠিক সেইরূপ রূপমাধুরী অন্তরমুকুরে দেখতে পাচ্ছি।

নারদ। আচ্ছা বৎস্য! তুমি যেমন দেখছো তেমনিই শোনাও।

গয়াসুর। ঠাকুর! আমি দেখছি, যেন কোন স্থান অপূর্ব্বদৃশ্য বিচিত্রপত্রফলপরিশোভিত তরু শ্রেণীতে পরিশোভমান। মধ্যে মধ্যে কোন কোন স্থান দিয়ে নির্ম্মল সলিল পূর্ণ কুলুকুলুনাদিনী স্রোতস্বিনী তটিনী বহমান হচ্ছে,মধ্যেমধ্যে রজতনিভ বিবিধ বর্ণ রঞ্জিত মৎস্য সকল ক্রীড়া কুতূহলী হয়ে ক্রীড়া কর্‌ছে, তরুশাখায় সুচিত্রিত সুন্দর দৃশ্য অসংখ্য বিহঙ্গকুল সপ্তসুর মিলিত তানে হরি গুণগানে ক্ষিপ্তপ্রায়। হিংস্রক শ্বাপদ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি জন্তুগণ সচ্ছন্দচিত্তে বৈরভাব ত্যাগ করে, তৃণভোজী কুরঙ্গ সরভ, শশক প্রভৃতি সহ লীলা খেলায় প্রফুল্লিত। ঠাকুর! তার পর দেখ্‌ছি যা, সে আর সামান্য বাক্য দ্বারা প্রকাশ কর্‌তে সাহস হয় না, পাছে আমার মুখবিনির্গত বাক্যের অপটুতায় সে বিশ্ববিমোহন সুচারু অনুপমেয় শোভার শোভা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

নারদ। বৎস্য! কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হ'য়োনা, তোমার কণ্ঠে স্বয়ং বীণাবাদিনী বাগ্‌বাদিনী নারায়ণী অধিষ্ঠান হ'য়েছেন, আর কার শক্তি নাই, শুদ্ধ তুমিই সেই শোভার পরিচয় দিতে পার্‌বে, বল বল বৎস! তার পর কি দেখ্‌ছো বল।

গয়াসুর। ঠাকুর! তার পর দেখ্‌ছি, যে সেই মহারণ্যের মধ্যেস্থলে আর এক নিবীড় বন, কিন্তু সমস্তই স্বর্গীয় সৌরভ প্রপূরিত প্রস্ফুটিত প্রসূনকুলে ভারাবনত, সেই

নিবীড় মঞ্চ পরিবেষ্ঠিত উপবন মধ্যে এক প্রকাণ্ড সুবর্ণময় উচ্চ মঞ্চ ও তদুপরি কোটী কোটী সূর্য্যকিরণ সন্নিভ নীলকান্ত সূর্য্যকান্ত অয়স্কান্ত মণি খচিত শত শত আসন মধ্যস্থলে স্ফটীকমণ্ডিত সিংহাসনে নবজলদবরণ আজানুলম্বিত বাহু চতুর্ভুজবিশিষ্ট মহাপুরুষ আসীন! তাঁর সুদৃশ্য মস্তকে সুচারু কুঞ্চিত কেশজাল, তদুপরি সহস্রসূর্য্য জ্যোতি বিশিষ্ট মণিময় উষ্ণীশ, সেই দেবদুর্লভ মণিপ্রভায় যেন সেই উপবন সহ সেই মহারণ্য রজনীতেও দিবসের ন্যায় পরিদৃশ্যমান! তাঁর প্রশস্থ ললাটে সৌগন্ধময় চন্দন চর্চ্চিত, তিলফুল বিনিন্দিত নাসিকায় তিলকের যেন যমুনা-বারীর উপর পূর্ণচন্দ্রের রেখা, সেইরূপ পরিশোভমান গিরিশৃঙ্গ তুল্য চারি বাহু বিশাল শঙ্খ ও সুবর্ণময় গদা ও সুবিশাল পদ্ম ও দেববৈরী নাশক ক্ষুরধার, সতত ঘুর্ণায়মান অমোঘ সুদৃশ্য সুদর্শন নামক চক্রচারি হস্তে পরিশোভমান, বিশাল সুদৃঢ় বক্ষ নানাবিধ রত্নবাজী বিভূষিত কণ্ঠদেশে কৌস্তুভমণি পরিলম্বিত কণ্ঠহার। সুগভীর নাভীদেশ হতে আপাদ পর্য্যন্ত পরিলম্বিত চিক্কণ, হরিদ্‌বর্ণ পট্টবস্ত্র, নিবীড় বজ্রতুল্য সুকঠিন সুগোল উরুদেশ আবৃত করে আছে। কোকনদ তুল্য রক্তবর্ণ পদযুগলে দশ নখরে দশ দশ চন্দ্র সমুদিত, মহাপুরুষ ঈষদ্‌হাস্য মুখে শত শত সখী পরিবেষ্ঠিত সর্ব্বকাম প্রদায়িনী, জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সহ সেই বিশ্ববিনিন্দিত জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ সদালাপে প্রীতচিত্তে কালাতীপাত কর্‌ছেন।

নারদ। আহা! আহা! বৎস্য! আজ তোমার মুখে

সেই মুকুন্দমুরারী গোলকবিহারী শ্রীহরির রূপ বর্ণন শুনে কৃতার্থ হ'লেম। আমি ভক্তবৎসল হরি কৃপায় ভ্রমণ কর'তে এসে এস্থানে যে তোমার ন্যায় কি অমূল্য রত্ন লাভ করলেম তা বল্‌তে পারিনা বৎস্য! তুমি কি সুদ্ধ তোমার জননীর মুখে হরির কথা শুনে চিন্তাদ্বারা তাঁর এইরূপ মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাও?

গয়াসুর। হাঁ ঠাকুর! আমি মনে মনে চিন্তা করেই হরির এই মূর্ত্তি দেখতে পেয়েছি।

নারদ! তোমার মাতা কোথা আছেন?

গয়াসুর। ঐ দৈত্য পুরে।

নারদ। (স্বগতঃ) তাইতো দৈত্যপুরের কথা শুনে যে আমার হৃদয় আমূল কেঁপে উঠলো। এমন হরির একটি ভক্ত দৈত্যপুরে কে জন্ম গ্রহণ করেছে তাহ'লেই তো দেবরাজের পুনশ্চ মহাবিপদ দেখি এর পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করে দেখি। (প্রকাশ্যে) বৎস্য! তোমার পিতার নাম কি?

গয়াসুর। আমি পিতাকে কখন চক্ষে দেখি নাই, কিন্তু মায়ের মুখে শুনেছি, তাঁর নাম ছিল ত্রিপুররাজ।

নারদ। কি বল্লে ত্রিপুররাজ? বৎস্য! তোমার জননীর নাম জান।

গয়াসুর! জানি ঠাকুর, কিন্তু জননীর নাম কেন জান্‌তে চান।

নারদ। বিশেষ কারণ আছে বৎস্য! বল।

গয়াসুর। আমার জননীর নাম প্রভাবতী।

নারদ। সুপ্রভাত! আজ আমার সুপ্রভাত! আহা! এমন মায়ের ছেলে না হলে কি এমন অকপট ভক্ত হয়? (কোলে লইয়া) চল বৎস্য! কোথায় তোমার জননী আছেন। চল বাঞ্ছাকল্পতরু হরি আমার বড় মনের বাঞ্ছাপূর্ণ করেছেন মধুসূদন! তোমার যে কি রহস্যময় লীলা, তা তুমিই জান। বৎস্য তোমার নাম কি?

গয়াসুর। গয়াচাঁদ?

নারদ। চল বৎস্য কোথায় তোমার জননী আছেন, শীঘ্র চল, এসো আমি তোমায় কোলে করে নেযাই চল।

গয়াসুর। জননীর কাছে গেলে যদ্যপি আমার শ্রীহরির সাধনায় কোন নূতন সদুপায় করতে পারেন তো চলুন।

নারদ। আচ্ছা বৎস্য! চল?

(গয়াসুরকে লইয়া প্রস্থান।)

---

## সপ্তম দৃশ্য।

দৈত্যপুরী অন্তঃপুর।

( রাণী প্রভাবতী আসীনা। )

### গীত।

কোথা হে শ্রীহরি, বিপদ কাণ্ডারী, কৃপাকরি অবলার
কর দুঃখ বিমোচন।
পড়েছি বিপদে, রাখহে শ্রীপদে, তোমা বৈ কেহ নাই,
আর আমার নারায়ণ।
( আমি ) হয়ে রাজার নন্দিনী, রাজাধিরাজ ঘরণী
হারায়ে রাজ্যধন, করি ভুবন ভ্রমণ, তথাপি দুঃখান্ত
হ'লোনা হে এখন।
চেয়ে যার চাঁদমুখ, অন্তরে সঞ্চারে সুখ,
এ জীবন, ধারণ, শুধ্ তারই কারণ,
রক্ষহে, তাহারে বিপদে অনুক্ষণ।

প্রভাবতী। সর্ব্ববিঘ্নবিনাশী দনুজান্তকারী জগৎপালক মুরারি! দাসীর প্রতি সদয় হউন। স্বামীন্! পিতঃ! যে পতি-শোকে কাতরা বিয়োগিনী বিধুরা পথের কাঙ্গালিনীর ন্যায়

ত্রিসংসারে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তাতে দাসীর দুঃখ ক্লেশ ক্ষোভ কিছুমাত্র নাই, কিন্তু হে জনার্দ্দন! হে বিশ্বপালন! যে শিশুমুখে মধুমাখা বাক্য শুনে সকল কষ্টকেই তুচ্ছ জ্ঞান করেছি, যার সুখোন্নতির কারণ রাজ দুহিতা, রাজবধু হয়েও দীনা হীনা ভিক্ষারিণীর ন্যায় পিতৃগৃহে বসতি কর্‌ছি, সেই জীবনের জীবন সর্ব্বস্বধন পুত্র ধনের যদ্যপি কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয়, তাহ'লে আর এই অবলা জীবন এক পলক কালের জন্যও থাকবেনা, তাহ'লে হে ভক্তাধীন! তোমারই মধুময় নামে মহাকলঙ্ক সংঘটিত হবে। হে প্রবর্ত্তক! হে নিবর্ত্তক! তুমিই জগৎ বাসীর সৎ বা অসৎ প্রবৃত্তির মূল তুমি সর্ব্বময় তোমা হতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, পুনশ্চ তোমা-তেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হয়, তখন যাতে সুকুমার মতি বালক সর্ব্বদা সৎপথে বিচরণ করে, কৃপাকরে তার বিধান করো। হে গুণ নিদান! তোমা হতেই ত্রিগুণের উৎপত্তি, দেখো যেন তার আরাধনের ধন সাগরসিঞ্চিত রত্ননিধি আমার এই সন্তাপিত হৃদয়ে সুশীতল কর্‌বার একমাত্র গুণনিধি যেন কুপথে বিচরণ না করে? পিতা পিতামহের আসূরিক জন্মসুলভ তমগুণের অধীন হয়ে অকালে নিধন প্রাপ্ত না হয়। হে কালভয় নিবারণ ভব বারিধী তারণ নারায়ণ! হতভাগিণীর তোমার সর্ব্বকামপ্রদ রাঙ্গাযুগল চরণ ব্যতীত আর কোন ভরসা নাই। যে চরণ চিন্তা করে যখন মুনি ঋষিগণ উদাসী, স্বয়ম্ভু শূলপাণি জটাবল্ক ধারণ করে অঙ্গে বিভুতি লেপন করে শশ্মানবাসী, আমার সেই চরণ যুগল কেবল মাত্র চিন্তা দিবানিশি। হে পরম পুরুষ অবিনাশি! আমি

ভালই জানি, যে একান্ত চিত্তে তোমার শ্রীচরণ চিন্তা করে তার বিনাশ নাই সে ইহ জীবন ত্যাগান্তে দিব্য লোকে গমন পূর্ব্বক চির সুখাধিকারী হয়।

( কমলার প্রবেশ। )

কমলা। মহিষি! শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন, মহর্ষি নারদ আমাদের গয়াচাঁদকে কোলে করে যেন পুলকিত ভাবে কথা কইতে২ অন্তঃপুরী মধ্যে প্রবেশ কচ্ছেন। আমাদের আজ বড় সুপ্রভাত বলিতে হবে, তাই বহুদিনের পর মহা হরি-ভক্ত ব্রহ্মা তনয়ের চরণ দর্শন হলো।

প্রভাবতী। ( সসব্যস্তে উঠিয়া ) কই কমলা, কৈ গুরু দেব দেবর্ষি কোথা?

কমলা। ঐ যে তিনি গোপন শ্রেণীতে উঠ্‌ছেন।

প্রভাবতী। শীঘ্র দেবর্ষির পাদ্যর্ঘ এনে দাও, এই খানে আসন বিস্তার কর?

( কমলার তথাকরণ। )

( গয়াসুরকে ক্রোড়ে করিয়া নারদের প্রবেশ। )

প্রভাবতী। ( সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক ) গুরুদেব! এত দিবের পর কি চিরচরণাশ্রীত, হতভাগিনী দাসীকে মনে পড়েছে? দাসী কোন অপরাধের অপরাধিনী, যে তাই এতা-বৎকাল ঐ চরণ দর্শনে বঞ্চিতা? প্রভো! নীরবে আছেন কেন?

নারদ ? শুভমস্তু ! রাজমহিষি ! আমি যে নীরবে আছি কেন ? তার কারণ যেদিন সুর সমরে ত্রিপুররাজ যাত্রা করেন, সেই দিন তোমায় দেখেছিলাম, তখন তুমি মা কি ছিলে, আর এই সামান্য কালের মধ্যে তোমার কি পরিবর্ত্তন হয়েছে, তাই ভেবে আর বাক্য স্ফুরন হচ্ছেনা। যে দিন তুমি অসুররাজকে সুর সমরে বিদায় দিয়ে মণি-শীরবিচ্যুতা ফনিণীর ন্যায় বৃহদায়তন উৎফুল্ল চক্ষে ঊর্দ্ধ শ্রবণে রণবার্ত্তা শ্রবণে উদ্‌গ্রীব হয়ে, সখীদল পরিবেষ্টিতা হ'য়ে বসেছিলে, সে দিন তোমার এক অপূর্ব্ব রূপ মাধুরি দেখেছিলাম, পূর্ণ রাশি বিশিষ্ট চন্দ্র বদনের ললাটের শিরা সমূহ স্ফীত, নাসীকাগ্র উন্নত, গণ্ডদেশ আরক্তিম, হৃদয় প্রবল প্রভঞ্জনবিতাড়িত নীলাম্বু হিল্লোলের ন্যায় ঘোর চিন্তায় মুহুর্মুহু উন্নত নিপতিত, কর্ণের মণিময় কুণ্ডল কণ্ঠের মণিময় হার, চাঁচর চিকুর কেশ দাম পরিশোভন শীরস্থিত রত্নরাজী খচিত রাজশ্রী সম্পাদক মুকুট প্রভৃতি চতুর্দ্দিকে দুলিতেছে, খেলিতেছে, ঝল্‌সিছে, তোমার কমনীয় সুকণ্ঠ নিসৃতঃ মধুস্বরসংমিলিত কঠিন অনুজ্ঞা নিঃ-স্বরণ, সেই একদিন, আর আজ তোমায় দেখ্‌লেম মা! প্রভাতীয় চাঁদের ন্যায় নিস্প্রভ মলিনা যেন বিসর্জ্জন পূর্ব্বে দেবীমুর্ত্তি মর্ত্তে পরিদৃশ্যমান হয়, সেইরূপ মলিন বেশ, অসং-স্কৃত কেশ, সে জ্যোতির্ম্ময়ী লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি যেন দীনা হীনা ক্ষীণা রাজশ্রী পরিবর্ব্বর্জ্জিতা দুঃখিনী কাঙ্গালিনী বেশ, কেন জননি ? তোমার এতদূর হীনভাব কেন ? তোমার পূর্ব্বশ্রীর এ রূপ অভুতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দৃষ্টি করে,

যে আমার হৃদয় স্থির হচ্ছেনা মা, তোমায় এই ভাবে দেখ্‌তে কি আমায় আসতে বল ?

গীত।

ভাসিছে অন্তর যে দুঃখে।
কেমনে কব বচনে প্রকাশি ওমা রাজমহিষী,
তব মুখ শশী নিষ্প্রভ মলিন নেহারি এ চক্ষে
দেখেছিলাম তোমায় সেই এক দিন, সুরাসুরে রণ ঘটিল যে দিন,
শরৎ প্রতীমা রূপ নিরুপমা, নয়নে ধরেনা মাধুরি,—
কণ্ঠে মণিহার শ্রবণে কুণ্ডল,
শীরেতে মুকুট করে ঝলমল, মত্ত মাতঙ্গিনী মঞ্জির বাদিনী,
সুরাসুর নাগ হেরিয়ে চমকে।

প্রভাবতী। দেবর্ষে! যে দিন সেই স্বামী নিধন বার্ত্তা পেয়ে আপনার উপদেশ মত পিত্রালয়ে এসেছি, সেই দিন হতেই অভাগিনী সকল সুখাশায় জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল অকূল দুঃখের সাগরে ভেসেছি, আশা ভরসা এক সুকুমার মতি বালক, তাও অভাগিনীর যে অদৃষ্ট, তাতে যে কোন আশা ভরসা আছে, তাও বোধ হয় না, বিশেষ আপনার সেই সাবধান বাক্য যে "মা! এই বালক হতে তোমার সকল দুঃখ দূর হবে।" এরে তুমি খুব সাবধানে লালন পালন ও রক্ষা করো। "তা গুরুদেব! এই কথা যেন আমার কর্ণে দিবারাত্রি প্রতিধ্বনিত কর্‌ছে ?

নারদ। মা! শীতের রজনী যতদূর দীর্ঘ হউক সেও প্রভাত হয়, নিদাঘের মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের তাপ যতদূর দাহকারক হউক তাও উপশমিত হয়। তা মা! তোমার দুঃখের যে আশু অন্ত হবে না তারই বা প্রমাণ কি? বিশেষতঃ রাজ্ঞি! যে পুত্রধন গর্ভে ধরেছ মা! তা এ হতেই তোমার সকল কষ্টের অন্তঃ হবে।

প্রভাবতী। গুরুদেব! আপনি যতই বলুন, কিন্তু কিছুতেই প্রত্যয় হয় না যে আমার গয়াচাঁদ দৈব কৌশল ব্যর্থ করে জীবিত থেকে আমার দুঃখের লাঘব কর্‌বে তবে আমার অদৃষ্ট বলে না হউক কিন্তু আপনাদের আশীর্ব্বাদ বলে হতে পারে, (সচকিতে) জিন্তু গুরো! আমি নিজের কথায় ভুলে বাছার কথা ভুলে গেছি, আপনি যে গয়াচাঁদকে কোলে করেছেন, বালক কিছুই জানে না ওঁর পা যদ্যপি আপনার অঙ্গে লাগে তা হলে যে ওর মহাপাপ হবে। আয় বৎস্য! আমার কোলে আয়! দেবর্ষি যেন কৃপা করে তোমায় কোলে নিয়েছেন, কিন্তু তুমি ওকে প্রণাম কর।

নারদ। মা! আমি কৃপা করে গয়াচাঁদকে কোলে লই নাই, ওর কৃপা পাব বলে নিয়েছি, ওকে দেখে যে আজ আমার কি পুণ্য সঞ্চয় হ'লো তা বল্‌তে পারি না। তোমার পুত্র, মা! ধ্রুব প্রহ্লাদ অপেক্ষা যশস্বী তেজস্বী হবে তুমি যে কি সুলগ্নে ও কাণে হরিনামের বীজ দিয়েছ তা বল্‌তে পারি না, এই নামের গুণে ওর কীর্ত্তি যশ জগতে চিরকাল সর্ব্বহর কালস্রোতের ধ্বংশকর গতি

রোধ করে অক্ষয় ও অবিনশ্বর হয়ে জগতে কীর্ত্তিস্তম্ভ থাকবে।

প্রভাবতী। দেবর্ষে! আমি অবলা বুদ্ধিবিহীনা, হরি নামের মহিমা কি জানি, যে সেই সর্ব্বমূলাধার শ্রীহরির সাধনার পথ বৎস্যকে দেখিয়ে দিব, তবে বৎসের নিজের অধ্যবসার ফলই এ সমস্ত। বৎস্য এক হরিনাম অমৃতপানে এমনি মুগ্ধ, যে আসন, বসন, শয়ন, ক্রীড়ন সমস্ত পরিত্যাগ করে বনে, পর্ব্বতে, নদীসৈকতে, গৃহে, প্রাঙ্গনে, উপবনে দিবাযামিনী সুদ্ধ সেই সুমধুরনামগুণগানে মাতোয়ারা, কিন্তু কতদিনে যে ভক্তবৎসল এই অধম ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হবেন, তা বল্‌তে পারি না। যাহাই হউক, যখন অনুগ্রহ করে দাসীকে মনে পড়েছে, তখনি যাতে আমার অন্ধের নয়ন, সেই মদনমোহন মুরারীর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়, তার কিছু উপদেশ দিয়ে যান, যে কারণ অভাগিণীর আপনি ব্যতীত আর কেহই নাই।

নারদ। মা! তুমি আমায়, তোমার পুত্রকে উপদেশ দেবার জন্য অত কাতর ভাবে অনুরোধ কচ্ছো কেন মা! তোমার পুত্র নিজের বিমল একাগ্রচিত্তসুলভ যে ভক্তিমার্গ প্রাপ্ত হোয়েছে, তা বোধ হয়, কার কখন তা হয়নি, এমন কি আমি যে একজন মহাহরিভক্ত বোধে গরিমা করতেম, সে দর্প ও আজ আমার চূর্ণ হলো, তোমার ছেলেকে আমার উপদেশ দেওয়া দূরে থাক, ওর কাছে বোধ হয়, আমার কিছু শিখ্‌তে হবে, কেমন ভাই গয়াচাঁদ? তুমি আমার একটি ব্যাগার খাটবে?

গয়াসুর। কি করতে হবে আজ্ঞা করুন প্রভু, আমার ন্যায় কীটানুকীটের দ্বারা যে আপনার কোন উপকার হবে, সে তো স্বপ্নেও ভাবিনে।

নারদ। ভাইরে! কীটানুকীট তুমি নও, সে বরং আমরা বটে, তুমি দশদিনে যে কার্য্য সিদ্ধ কোরলে, তা আমরা দশ হাজার বৎসরে ও পারিনে। ভাই রে! উপকারটি আমার এই, যে তোমার হরিকে ব'লো যে নারদ নামে আমার এক দাদা আছে, তাকে তোমার এত ভয় কেন? সে তোমায় যত খুঁজে২ বেড়ায় ততই তুমি তার কাছ থেকে দূরে পালাও কেন?

গয়াসুর। তা দেবর্ষি! আমি তো হরির এপর্য্যন্ত সাক্ষাৎই পেলেম না, মায়ের দুঃখ দূর হলো না, তবে আপনার কথা তাঁকে বল্‌বো কি করে?

নারদ। ভাইরে! আমার অপেক্ষা তুমি তাঁর শীঘ্র সাক্ষাৎ পাবে সেই জন্য তোমায় ঐ কথাটা বলে রাখলেম।

গয়াসুর। গুরুদেব! আমি একটা কথা বেশ বুঝেছি, যে হরি ভাল কথার কেউ নন, যতই তাঁর খোষামোদ করা যায় ততই তার গুমর বাড়ে, তাই মনে করেছি যে তাঁর সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ আরম্ভ কর্‌বো তাহলেই তাঁর গুমোর ভেঙ্গে যাবে। তিনিও আর ভয়ে আমায় ছেড়ে কোথাও থাকতে পারবেন না, তাহলেই আমার সকল কার্য্য সিদ্ধ হবে, কি বল জননী?

প্রভাবতী। আমি কি জানি বাবা; গুরুদেবকে বল উনি যা কর্‌তে বল্‌বে তাই কর্‌বে।

নারদ। আইরে! যা ঠাউরেছ ঠিক পথ ঐ, এখন চল দেখি, তিন জনে ভিতর প্রকোষ্টে গিয়ে করনয়ী কার্য্যের পরামর্শ করিগে?

প্রভাবতী। আসুন গুরো! আসুন।

( সকলের প্রস্থান। )

—:০:—

## অষ্টম দৃশ্য।

নন্দন কানন—কৃঞ্জ গৃহ।

( ইন্দ্র ও শচী আসীন। )

ইন্দ্র। কথা কইতে কইতে নীরব হোলে যে?

শচী। পূজ্যপাদ! বোলতে পারি না, কিন্তু নির্ম্মল পূর্ণ চন্দ্রালোক-ভাসিত আকাশপট, যেমন সহসা প্রবল পবন-বিতাড়িত কালীমাবর্ণের মেঘ-সঞ্চারে হাস্যময়ী কৌমুদীময় খমার্গকে এককালে নিবীড় ঘনঘটাচ্ছন্ন কোরে পথিকের মনে মহাভীতির উৎপাদন করে, সেইরূপ আমার মনোমধ্যে

যেন হঠাৎ একটা দুশ্চিন্তার উদয় হোলো, কিন্তু সেটি যে কি তা বোলতে পারি না, তার কোন বিশেষ আকার গঠন কিছুই দেখতে বা বুঝতে পাচ্ছিনা, কিন্তু যেন কেমন অভূতপূর্ব্ব ভাবের অধীন হোয়ে হৃদয় দুরু দুরু কোরে কেঁপে উঠ্‌ছে, আরও দেখ নাথ! সমস্ত দক্ষিণ অঙ্গ ঘন ঘন প্রকম্পিত হোয়ে উঠ্‌ছে, কেন প্রাণেশ্বর! অভাগিনী দেবরাজ সহধর্ম্মিনী হোয়েও কি তার অদৃষ্টে কখনই সুখ নাই, নতুবা আবার কোন কুগ্রহের দৃষ্টিতে পড়ে, কোন অনিশ্চিত বিপদ বিঘ্ন সূচিত হচ্ছে?

ইন্দ্র। সুন্দরি! অধীরা হ'য়ো না, চিন্তা দূরে নিক্ষেপ কর, আমাদের এখন কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। অসুর, নাগ পুন্নাগ গন্ধর্ব্ব কিন্নর রাক্ষস সকলের সহই সখ্যতা ভাবাপন্ন স্বর্গরাজ্য এক প্রকার নিষ্কণ্টক বল্লেও বলা যায়. কারণ ধূর্জ্জটির রণ কৌশলে বিজিত ও নিহত ত্রিপুরাসুরের পতনাবধি আর স্বর্গরাজ্যের প্রতিদ্বন্দী কেহই নাই ও শীঘ্র যে হবে তারও কোনও সম্ভাবনা নাই যে কারণ স্বর্গীয় দূতগণ মুখে কোন ভাবীশত্রুর কথা শুনি নাই তখন কোন দুশ্চিন্তা তোমার মনে স্থান দিবার আবশ্যক নাই। প্রিয়তমে! স্থির হও।

শচী। স্বামীন্! যা বল্লেন, তা সকলই আমি পরিজ্ঞাত, কিন্তু আমার স্থির বোধ হচ্ছে যে, আমাদের কোন বিপদ অতি সুনিকট, সেই জন্য আমার চিত্ত যেন পূর্ব্বশোকে ক্ষুব্ধ। নাথ? কার যেন পদশব্দ শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছেনা?

ইন্দ্র। অন্য আর এখানে কে আসবে, তবে বোধ হয়, হা! এই যে মলিনা! কেন বৎসে?

( মলিনার প্রবেশ। )

মলিনা। পিতঃ! নবগ্রহাধিপতি শনি ও মঙ্গলদেব আপনার সহ দর্শন কামনায় দ্বারদেশে দাণ্ডায়মান, প্রবেশের অনুমতি প্রার্থী।

শচী। এদিকে আমি এই সকল অমঙ্গল দৃষ্টি করছি, আর ওদিকে শনি মঙ্গল দ্বারদেশে এসে উপস্থিত!

ইন্দ্র। মিলনটা রাজযোটক বটে। শনি মঙ্গল সঙ্গে রাহু কেতু হলেই চতুতাঃসাগরি মেল হ'তো। আচ্ছা বৎসে! তুমি তাঁদের এখানে আস্‌তে বল।

মলিনা! যে আজ্ঞা, পিত?

( প্রস্থান। )

( শনি ও মঙ্গলের প্রবেশ। )

মঙ্গল। এমনি অশুভক্ষণে অশুভ লগ্নে বিধাতা আমাদের দুজনকে সৃষ্টি করেছেন, যে অকালের বাদলা আর আমাদের আগমন, কেহই ভাল বাসেন না, নতুবা রাজা যিনি, যার অধীনে বসতি করি, তিনিও আমাদের দর্শনে অনিচ্ছুক। দেবরাজ! অভিবাদন করি।

ইন্দ্র। তোমরা দুজনে হ'লে আমার প্রধান সহায় ও অনুবল, তোমাদের আগমন কি আমার কখন বিরক্তি বা অসন্তোষের কারণ হোতে পারে? তবে—

শনি। কেন দেবরাজ? তবে বলে চুপ কর্‌লেন কেন?

ইন্দ্র। গ্রহপতে! চুপ করাকরি এমন কিছু নয়, তবে দেবী হটাৎ কেমন একটা অমঙ্গল ভাবনা কর্‌ছিলেন।

শনি। ভালই হয়েছে, দেবী অমঙ্গল চিন্তা কচ্ছিলেন, মঙ্গল স্বয়ং সশরীরে এসে উপস্থিত, এখন অমঙ্গল সহজেই বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

মঙ্গল। (শনির প্রতি) এটা ঠিক কথা, তবে আপনি সঙ্গে আছেন কিনা, তা তে যা একটু গোলিযোগ।

শনি। কেন আমার চেয়ে কি তোমার ভোগাভোগ কম নাকি?

মঙ্গল। তা সহস্রবার, আমার দশায় পড়লে না হয় দুটো ফোড়া পাঁচড়ার উপর দিয়েই যায়, কিন্তু মশাইএর দশাতে একেবারে ভিটেমাটী, মায় থালাবাটী পর্য্যন্ত দিয়ে দাঁত কপাটী আর যদ্যপি সুনয়নের সুদৃষ্টিতে কেউ পড়েন, তার রাবণের মাথা থাকলেও একেবারে স্কন্ধকাটা আর যদ্যপি রন্ধ্রগত অবস্থা হয় তো আর কথাই নাই।

শনি। ফাঁকের ঘরে যে খুব এক নলী চেপে বুনে নিলে দেখ্‌ছি।

মঙ্গল? কেন, দেবরাজ কি মশাইএর গুণাগুণের কথা জানেন না? বেশ জানেন, ভালই জানেন, অনেক বার উনি মশাইএর দশায় ঠেকেছেন, তবে দৃষ্টির জুতে বোধ হয় ততদূর পড়েন নাই, তাহলে আর নন্দনকাননে কুঞ্জ গৃহে দেবীর সহবস্‌তে পারতেন না।

ইন্দ্র। ভাল! গ্রহপতিগণ। এমন অসময়ে কি মনে করে এখানে আগমন?

শনি। সুরনাথ! আপনার হিতৈষি, নইলে আপনার কাছে আসবো কেন?

ইন্দ্র। সে সহস্রবার।

মঙ্গল। শনি মশাই এমনি পরহিতকারী, যে নিজের গাঁটের পয়সা খরচা করে, ইন্দ্রালয়ে সংবাদ দিতে এসেছেন।

শনি। ওহে! যাঁর খেতে হয়, তাঁর না গুণ গাইলে কে বেইমানি হবে।

ইন্দ্র। সংবাদ! কোন সংবাদ আছে নাকি?

শচী। হা নাথ! আমি পূর্ব্বেই বলেছি, যে আমার হৃদয় যে পূর্ব্বশোকে আমুল কেঁপেছে, আপনি সে কথা উড়িয়ে দিলেন।

ইন্দ্র। প্রিয়ে! স্থির হও। আগে সংবাদ টা কি শুনি না। গ্রহপতে! কি সংবাদ বলতে এসেছ?

শনি। সুরনাথ! আপনার কোন শত্রু কোথাও গোপনভাবে কি কৌশলে ফিরছে, আপনার কোন অনিষ্ট সে করতে পারে কি না, এই সন্ধানে আমি ত্রিসংসার মধ্যে সর্ব্বদাই ঘুরে থাকি, কেমন হে মঙ্গল! ঠিক কি না?

মঙ্গল। সে আর কি নিজমুখে বলতে হবে, গোড়াতেই তো বলেছি, যে পরোপকারী আপনার ন্যায় কোথা, আমাদের যে ত্রিসংসারে ঘোরাঘুরি শুদ্ধ দেবরাজের মঙ্গলের জন্য। দশা ভোগের রোগী আর কটা মেলে তাও

সে গুলো প্রায়ই লক্ষ্মীছাড়া, তবে দেবরাজের ন্যায় দু একটা লক্ষ্মীমন্ত পাওয়া যায়।

শনি। এই যা বোলেছ, তার পর কি জানেন সুরনাথ! মর্ত্তলোকে ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে একদিন ত্রিপুরাসুরের শ্বশুর বাড়ী, কি জানি ছাই তার আবার নামটাও ভুলে গেলেম, দৈত্য আর মুসলমান, রুস ও জারম্যান বেটাদের নাম কিছুতেই মনে থাকে না এমনি কটুকঠোর ভাষা।

ইন্দ্র। তার পর দৈত্যপুরে কি হ'লো?

শনি। তা সেইখানে গিয়ে দেখি, যে ত্রিপুরাসুরের একছেলে একেবারে মস্ত এক হরিভক্ত জাহির হয়ে বসেছে!

ইন্দ্র। কি ত্রিপুরাসুরের ছেলে! তার কি পুত্র ছিল?

শনি। আমরা তো জানি ছিল না, কিন্তু ব্যাটা মর্‌বার সময় বাদ সেধে গেছে, তার মরণ কালে রাণী প্রতাবতীর ছয় মাস গর্ভ ছিল?

ইন্দ্র। তা এ কথা কেহই জ্ঞাত ছিল না? সে বালক এতদিন কোথায় প্রতিপালিত হচ্ছিল, কৈ তার কোন সংব্বাদই তো কেহই দেয় নাই?

মঙ্গল। কোথায় পাহাড় বেষ্টিত জঙ্গলে বেটা এতদিন ছিল, এখন একবারে "বন থেকে বেরুলো টিয়ে, সোণার টোপর মাথায় দিয়ে।"

ইন্দ্র। তার পর, গ্রহপতে! তার দফাটা শেষ করে এসেছ তো!

শনি। শেষ করবার চেষ্টাতেই তো দুজনে প্রাণপণে খেটে মলুম। কিন্তু জুৎ কর্‌তে পার্‌লেম না, শেষে দেখি

যে বেটা আমাদেরই বা শেষ করে তাই, আপনাকে খবর দিতে পালিয়ে এলেম, এখন যা উপায় হয় করুন।

ইন্দ্র। কেন গ্রহপতে! তোমার শুভ দৃষ্টির ধার কি ভোঁতা হোয়ে গেছে, তাই এতকালের পর একটা অসুর বালকের ভয়ে পালিয়ে এলে, এ কথা রাষ্ট্র হোলে আর দেব সমাজে মুখ দেখাবে কি করে?

শনি। সে ভাবনা বড় আজকাল বেশী নাই, কারণ সেখানে যেরূপ দেখে এলেম, তাতো দেবতারাই কে কোন খানে মুখ লুকিয়ে পালাবেন, তা আমার আর মুখ দেখবে কে?

ইন্দ্র। হাঁ হে মঙ্গল! তোমরা হোলে আমার মুখ্য সেনাপতি, তোমরা পেছলেই যে আমি গেছি।

মঙ্গল। তা সত্য বটে, কিন্তু শচীনাথ! আমরা আর মুখ্য নাই, এখন একরকম মূর্খ হোয়ে পড়েছি। ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি আসৃষ্টি কাল হোতে অনেক দানবাসুরের হরিভক্তি দেখে আসছি, কিন্তু ত্রিপুরকুমার গয়াসুরের ন্যায় হরিভক্ত বোধ হয় কখন অসুর বংশে জন্মগ্রহণ করে নাই।

শনি। ফল কথা, সুরনাথ! আমাদের দ্বারা এ ক্ষেত্রে আপনার কিছু উপকার হবে না. অন্য কোন উপায় যদ্যপি উদ্ভাবন কর্‌তে পারেন তাহ'লেই ভাল, নতুবা আপনার ও শেষ আর আমাদের তো কথাই নাই।

মঙ্গল। যা ভাল হয় বিবেচনা করে দেখুন, এক্ষণে আমরা বিদায় হ'লেম আসুন গ্রহপতে!

শনি। চল হে যাই চল।

মঙ্গল। চলুন তবে।

(শনি ও মঙ্গলের প্রস্থান।)

শচী। নাথ! আমিতো প্রথমেই বলেছি, যে যখন আমার অন্তরাত্মা অকস্মাৎ যেন কোন পূর্ব্বশোকে কেঁদে উঠেছে, তখন সে কখনই মিথ্যা হবার নয়, তাতে শনি মঙ্গলের সংবাদে তো হাতে হাতেই জান্তে পার্‌লেন এখন উপায়?

ইন্দ্র। সুন্দরি! যদি একটা সামান্য সংবাদ শ্রুত মাত্র আমার ভয়ে অভিভূত হতে হয়, তাহলে আর আমার একদিনের জন্যও ইন্দ্রত্ব পদ বাজায় রাখতে হয় না। একটা অসুর বালকের ভয়ে ভীত হয়ে, কি আমি ইন্দ্রত্ব পদ ছেড়ে দিয়ে বনে তপস্যা কর্‌তে যাব নাকি?

শচী। তাতো বুঝ্‌লেম, কিন্তু কি উপায়ে সে বালকের নিধন সাধিত হবে তার কিছু ঠাউরেছেন?

ইন্দ্র। সে সঙ্গে সঙ্গে ঠাউরেছি, শনি মঙ্গলের ভাব দেখে যে আমি মনে মনে কত হেসেছি, তা আর তোমায় কি বল্‌বো। অসুর বালক হরিভক্ত, এই তো কথা? এক দিনে তার হরিভক্তি ভুলিয়ে দোব, যাই হোক, কোন কার্য্যেই বিলম্ব উচিত নয়, চল তুমি পুরী মধ্যে চল, আমি মাতলী প্রভৃতি পারিষদ্‌গণ সহ এর একটা যুক্তি শেষ করিগে।

শচী? চল নাথ চল, আর কোন রকমেই বিলম্ব করা উচিত নয়।

( ইন্দ্র ও শচীর প্রস্থান। )

—:০:—

## নবম দৃশ্য।

গিরি সঙ্কট—পথ।

( রথ সহ মাতলীর প্রবেশ। )

মাতলী। ধিক, পরাধীনের জীবন, ঘৃণ্য অতি,
তুষিতে প্রভুর মন, ক্রীতদাস প্রায়,
নাহিক বিচার, উচিত বিহিত কিবা,
অনুজ্ঞায়ি সকলি, সাধন প্রয়োজন!
কত যুগযুগান্তর, হইল বিগত,
দেখিলাম কত শত ইন্দ্রের পতন,
সুরাসুর নাগ নরে, সংগ্রাম বা কত
শতবার ব্রহ্মাণ্ডের পতন সৃজন।

কিন্তু আজ নিয়োজিত, কোন কার্য্যতরে,
সুরেন্দ্র সারথী আমি, ভ্রমি মর্ত্তভূমে ?
হরিতে ত্রিপুরসুতে মাতৃ অঙ্ক হতে !
মায়াদেবী, বিস্তারিয়া নিজ মায়াজাল,
গিয়াছেন মোহিবারে, ত্রিপুর মহিষী
প্রভাবতী। সুরেন্দ্রের, আজ্ঞাবহ আমি,
অসবর পাইলেই, কুমারে হরিব।
ছি ছি কি ঘৃণার কথা, ইন্দ্রে নাহি লাজ,
কেমনে এমন ঘৃণ্য করমে প্রবৃত্তি,
ঘটিল না বুঝি আসি সহস্র লোচনে।
বিষম বিষয় ঘোরে লুপ্ত জ্ঞানালোক,
হয় তার পরশনে, দেখি পূর্ব্বাপর,
নহে কি হেন কুমতি ঘটে দেবরাজে,
বধিতে ত্রিপুর সুত শিশু সুকুমারে ?
যে হরি নাম স্মরণে, অনলে, সলিলে,
মহা গুরুভারযুক্ত, করী পদতলে,
কণ্ঠে শীলাভার সহ, হয় ভাসমান
হরিদাস প্রহ্লাদ, বাঁচিল বারবার,
প্রজ্বলিত হুতাশন, গগণ ভেদিয়ে,
উঠে ছিল যার শিখা, শীতল হইল,
সেই অগ্নি দহমান, ভক্ত পরশনে,
ধরিল শীতল মূর্ত্তি, সলিল সমান !
যে বিষ্ণু সহস্র করী, হয় সংহারিত
পলককালের মাঝে, সেই বিষাধার,

সহাস্যে ভক্ষিল ভক্ত, কশিপু কুমার,
অমৃত সদৃশ তার মধুময় স্বাদে !
শুনি ত্রিপুর কুমার, ভক্ত সেই রূপ,
শ্রীহরির অকপট, সতী রমণীর,
সন্তাপিত হৃদয়ের একমাত্র ধন,
মণিহারা ফণীনির এক মাত্র মণি,
ত্রিভুবনে দুর্লভ, কুলের বংশধর।
কোন প্রাণে হরিবারে, সেই রত্ননিধি,
আসিলাম মর্ত্যপুরে, আত্ম লুকাইয়া ?
দেবতার ছল পাতি, বাল সূর্য্য প্রভ.
সম কিশোর বালক, কে আসিছে হেথা,
এই কি হইবে সেই ত্রিপুর তনয় ?
দেখি অন্তরালে থাকি, কি করে বালক
সময় বুঝিয়ে আত্ম, করিব প্রকাশ।
শিরীষ কুসুম সম, সুতনু সুধীর,
এমন বালক কভু না হেরি নয়নে,
যদি সেই হয়, যার তরে মন আশা,
কেমনে হরিব ? আহা ! পরাণ পুতলি,
সন্তাপিতা জননীর। বাঁচিবে কি সতী,
হেন পুত্র অদর্শনে, দণ্ড কাল তরে ?
অবলা বধের ভাগী, আছে কি ললাটে ?
কি আছে বিধির মনে, জানিব কেমনে,
যা করান তাই করি। থাকি অন্তরালে,
দেখিব কি করে শিশু আপনার মনে।

( অন্তরালে অবস্থান। )

( গৌরীক বসন ও তুলসী মালা পরিহিত

গয়াসুরের ধীরে ধীরে প্রবেশ। )

গয়াসুর। গুরুদেব নারদ যে বলেছিলেন, যে তোমায় যে মন্ত্র দিলাম, এই মন্ত্র যপ কর্‌লে তুমি অতি সত্বরেই সেই গোলকবিহারী সর্ব্বকামপ্রদ পরম কারুণিক শ্রীহরির দর্শন নিশ্চয় পাবে, কিন্তু কৈ, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ফিরে এল, কিন্তু কৈ এখন তো আমি সেই শ্রীহরির সাক্ষাৎ লাভ কর্‌তে পারলেম না? তিনি কি আমায় বালক জ্ঞানে আমার প্রতি দয়া করা প্রয়োজন বোধ করেন না? তবে আমার কি হবে? আমি কেমন করে তাঁর সাক্ষাৎ পাব, আমার কথা কে তাঁকে জানাবে? যদি তিনি আমায় বালক বোধে আমার প্রতি এতদূর কৃপাহীন হয়ে থাকেন, তাহলে আমার উপায় কি হবে? আর তিনি যখন সর্ব্বজ্ঞ, সকলের অন্তর্য্যামি, তখন আমি ও আমার দুঃখিনী জননী যে এত কষ্টে আছি, তাকি জান্তে পাচ্ছেন না? তিনি সর্ব্ব স্থানেই সকল সময়েই অলক্ষিত ভাবে থাকেন শুনেছি, তখন আমি এই যে, আহার, বিহার, নিদ্রা প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করে, আতপ তাপে তাপিত, বরিষা জলে সিক্ত শীতের হীমানিতে ক্ষুভিত হয়ে, বনে পর্ব্বতে নদীতীরে সকল সময়ে "হরি কোথায়, দেখা দাও" বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছি, তা কি তিনি দেখ্‌তে পাচ্ছেন না? দেখ্‌তে পেয়েও কি তিনি নিশ্চিন্ত আছেন, সে কি আমার অদৃষ্টের দোষ, না সাধনার দোষ, অদৃষ্টের দোষ,- সহস্রবার

হতে পারে, কেননা আমার ন্যায় হতভাগ্য ভূমণ্ডলে দ্বিতীয় আর কে আছে, নতুবা স্বর্গ মর্ত্ত্য বিজেতা ত্রিপুর-রাজের পুত্র হয়ে, আমি রাজ্যভ্রষ্ট, মানহত হয়ে পরবাসে বাস কর্‌বো কেন? যে অসুরপতির স্বর্গতুল্য উচ্চমান ছিল, আমি সেই অসুরপতির বংশধর হয়ে এতদূর হতমান হব কেন? সে যাই হোক, সে যেন অদৃষ্টের দোষ, কিন্তু সাধনার দোষ কিসে সংঘটিত হলো? ত্রিলোক বিখ্যাত দেবর্ষি আমায় যে বীজ দান করেছেন, সে বীজ অঙ্কুরিত না হয়ে তো থাক্‌তে পারে না! তবে কি আমার কাতর কণ্ঠস্বর তাঁর কর্ণে যায় না? তাই তিনি আমার কাছে আসেন না! আমার জননীর দুঃখ কষ্ট তবে কিসে বিনাশ প্রাপ্ত হবে, আমি যে আর স্নেহময়ী মায়ের চক্ষের জল দেখ্‌তে পারি না, তাঁর সেই অতি মলিন বসন, হাস্যশূন্য বদন, অশ্রুপূর্ণ লোচন, করুণ রস পূর্ণ নৈরাশব্যঞ্জক বচন শুনে যে আমার দিবারাত্র বুক ফেটে যায়। কোথায় যাব, কার কাছে যাব, হরি ধরার নিগুঢ় সন্ধান, কে আমার বলে দেবে? এমন করে প্রতি নিয়ত তো আমি আর নৈরাশ সাগরে ভেসে ভেসে বেড়াতে পারিনি লোকে বলে যে মরণে জীবের সকল যন্ত্রণা সকল দুঃখ কষ্টের অন্ত হয়, তা হরি যদ্যপি আমার প্রতি অন্য কোন রূপ কৃপা কর্‌তে তিনি কুণ্ঠিত হন, ত্রিপুরকুমার বলে যদ্যপি দয়া না করেন। তাহলে না হয়, মরণের দ্বারা আমার একটা মহৎ উপকার সাধিত করুন না? আমি রাজৈশ্বর্য্য কিছুই চাই না, শুদ্ধ

মরণের শরণ নিয়ে বিমল শান্তির কামনা করি। সুখ দুঃখের চিন্তাবসানে আমি সচ্ছন্দ চিত্ত হতে পারবো; কিন্তু সে মরণকে তো ইচ্ছা কর্‌লেও সাক্ষাৎ পাইনা। তিনিও কি হরির ন্যায় মহাজন নাকি ? ওহে, সর্ব্বদুঃখতাপ সংহর মৃত্যু ! লোকে বলে যে তোমার মূর্ত্তি বড় ভয়ঙ্কর, তোমার আগমনে জীবের বড় আশঙ্কা হয় ;কিন্তু আমিতো বালক, আমায় একবার তোমার সেই মহাভীতি উৎপাদক বিভৎস্যময় মূর্ত্তিটি দেখাও দেখি। আমি স্থির বল্‌ছি হে সর্ব্বদুঃখহর, সর্ব্ব জীব সংহর, কালান্তক তপন তনয়! তুমি অনুগ্রহ করে আমার ও আমার দুঃখিনী মাতার দুঃখ তাপের বিনাশ কর। অনন্ত সাধনায়ও যখন সেই অনন্তের অনুগৃহিত হতে পারলেম না; তখন আমার এ ঘৃণিত জীবনের প্রয়োজন নাই।

গীত।

নাই আর প্রয়োজন এ ঘৃণীত জীবন, ওহে তপন তনয়।

তুমি যদি কৃপা করে হওহে সদয়,
তবে এ দুঃখ নিবারি, প্রাণ পরিহরি,
লভি হরির পদাশ্রয়।
জন্মি রাজকুলে হয়েছি ভিখারি,
না জানি কেমনে এ দুঃখ নিবারি,
ভরসা এখন, তোমার শরণ,
তব পরশনে হয় দুঃখ তাপ ক্ষয়।

আশার কুহকে পড়ে, রবিসুত!
বৃথা কার্য্যে কাল ক'রছি বিগত,
তাই বুঝি হরি, মুকুন্দ মুরারী;
হ'লেন আমারে নিরদয়॥

( আতলীর নিকটে আগমন ও তাঁহাকে দৃষ্টি পুর্ব্বক )

একি! স্মরণ মাত্র কি সর্ব্বজীবসংহর রবিসুত আমায় সাক্ষাৎ দিলেন নাকি? তবে আমি এঁর কৃপায় অনিত্য সংসার ত্যাগান্তে নিত্যধামে গিয়ে সেই বৈকুণ্ঠবিহারির সাক্ষাৎ লাভ করে নয়ন মন চরিতার্থ করবো? আহা! এমন সুখময় দিন কি আমার প্রভাত হয়েছে? কিন্তু একটা বিষয় চিন্তা করে, যে মনে মহা সন্দেহের উদয় হচ্ছে। আমি শুনেছি যে কালান্তক কালের মুর্ত্তি বড় ভয়ঙ্কর, দৃষ্টিমাত্র সকলেরই মনে মহাভীতির সঞ্চার হয়, মহামহা বীরের হৃদয় ও ভীত ও সংক্ষুভিত হয়, কিন্তু এর তো সে সকল বিভীষিকার লক্ষণ দেখছি না? এঁর শুভ্র কেশ পরিলম্বমান, শুভ্র শ্মশ্রু, কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, মস্তকে বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত উষ্ণীশ মুখে যেন সরলতা ও করুনা বিস্তারিত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চিক্কণ পট্টবস্ত্রে পরিশোভমান, ইনিই কি সত্য সত্যই তপন তনয়, আমায় বালক জ্ঞানে করুনা প্রকাশ পূর্ব্বক সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করে এসেছেন? তত্রাচ কালের সহ এর সম্পূর্ণ বৈপরিত্য ভাব দর্শন করছি। শমন শুনেছি নিবীড় জলদবর্ণ কেশ-জালে পরিবৃত, কালীমাবর্ণ মুখমণ্ডলের বিস্ফারিত রক্তিমাভ নয়ন যুগল হতে, অগ্নিশিখার ন্যায় তেজঃরাশি নির্গত হতে,

থাকে, মুখ বিবর্ণ হতে, সর্ব্বদা অট্টহাস্য রব নির্গত হতে থাকে, দেখিবামাত্র জীবগণ ভয়সমাকুলিত চিত্তে মোহ প্রাপ্ত হয়ে, যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে, এ ছাড়া তাঁর পরিধান রক্তবর্ণ উত্তরিয় বাস, হস্তে ভীমদৃশ্য লৌহদণ্ড, নিশ্বাস প্রশ্বাস যেন প্রবল ঝটিকাপাতের ন্যায়, কিন্তু এঁর সমস্তই বৈপরীত্য ভাব সম্পন্ন, কিন্তু ইনি যদ্যপি ছদ্মবেশে কাল না হন, তাহলেও নিশ্চই কোন দেবতা হবেন, অসুর বা নর নামধারী কখন নন, যাই হোক, ওঁকে জিজ্ঞাসা করে সন্দেহ ভঞ্জন করাই শ্রেয়ঃ, বোধ হয় উনি কথা কহিবার জন্য আপনিই আমার নিকট আসছেন।

( নীরবে অবস্থান। )

মাতলী। ( অগ্রসর হইয়া ) বৎস্য ত্রিপুর কুমার! আমি অন্তরাল হতে, তোমার সমস্ত কথাই শুনেছি, এবং তুমি আমাকে ছদ্মবেশে কালান্তক কাল মনে করে, ও যা বল্‌ছিলে তাও শ্রবণ করেছি। যদ্যপি শমনের ন্যায় মহানিষ্ঠুর কার্য্যে আমার এ স্থলে আসা, তত্রাচ আমি ছদ্মবেশে কৃতান্ত নই।

গয়াসুর। তবে আপনি কে? কোন দেবতা তার আর সংশয় নাই।

মাতলী। হাঁ বৎস্য! দেবতা বটে তবে ভাগ্যহীন।

গয়াসুর। কেন কি জন্যে?

মাতলী। যে পরাধীন, সেই ভাগ্যহীন।

গয়াসুর। পরাধীন মাত্রেই যে দুর্ভাগা তার এমন বিশেষ কারণ কি আছে?

মাতলী। যে অবস্থার ব্যক্তি মাত্রেই স্বাধীনবৃত্তির পরিচালনা কর্‌বার উপায় নাই, তখন তার অপেক্ষা আর শোচনীয় অবস্থা কি ঘটতে পারে?

গয়াসুর। ওটি আপনার ভ্রম প্রভু, জীবে যতই কষ্ট পায়, ততই তার তমগুণের অন্তর্ধ্যান হয়, যেমন সুবর্ণ, রজৎ যত যত বার অনলে বিদগ্ধ হয়, ততই তার পবিত্রতা সম্পাদিত হয়।

মাতলা। বৎস্য! তুমি এই কৈশোরে যে এত দূর কষ্ট সহিষ্ণু, তোমার ন্যায় কজন তা হতে পারে? তুমি যে ক্ষমা ও ধৈর্য্যগুণে পরিণামে ত্রিভুবনকে জয় করতে পারবে, তার আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই। তোমার ন্যায় হরিভক্ত তো আমি বোধ হয়, যুগযুগান্তর কাল দেখি নাই; কিন্তু তাতেও যে তোমার হরিদর্শন এখন পর্য্যন্তও সংঘটিত হয় নাই, তার একটি বিশেষ কারণ আছে।

গয়াসুর। কেন আমার কি সাধনার পথ অপরিষ্কৃত আছে?

মাতলী। না বৎস্য! তোমার ভক্তি সাধনায় গোলক বিহারী সাতিশয় সন্তোষ চিত্ত, বোধ হয় তাঁর সাক্ষাৎ লাভ তোমার বহুদিন সংঘটিত হোতো, কিন্তু তোমার সে পথে একটি বিশেষ বিঘ্ন আছে; যদ্যপি মায়া পরিহার পূর্ব্বক সেই বিঘ্ন বিদূরিত কর্‌তে পার, তাহলে অতি সত্বরেই তোমার শ্রীহরি দর্শন লাভ হয়, এবং তোমাদের মাতাপুত্রের দুঃখ কষ্টও বিদূরিত হয়, কিন্তু সেই কার্য্যে যতদিন না তোমার প্রবৃত্তি

জন্মায়, ততদিন তোমার দুঃসাধ্য সাধনাও ফলবান হবে না।

গয়াসুর। যদ্যপি অনুগ্রহ করে দাসকে সে যুক্তির পথ দেখিয়ে দেন,তাহলে জাবজ্জীবন আপনার নিকট আবদ্ধ থাকি, সেটি কি ?

মাতলী। কিছুদিনের জন্য নির্জ্জন সাধন।

গয়াসুর। সে নির্জ্জন সাধনের স্থান কোথা ?

মাতলী। সে স্থান স্বর্গে, তার নাম শান্তি কানন।

গয়াসুর। আমি সেখানে কি করে যাব, এবং কেই বা আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে, এমন বন্ধুই বা আমি কোথা পাব, এবং কিরূপেই বা আমি তাঁর অনুগৃহিত হব।

মাতলী। বৎস্য! যখন গোলোকবিহারী শ্রীহরি তোমাকে অনুগ্রহ করেছেন, তখন তুমিই কত কোটী ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করবে, তখন তোমার আবার অন্যের অনুগ্রহের চিন্তা কি ? যদ্যপি অনুগ্রহ করে আমার ঐ রথে আরোহণ কর, তা হোলে আমি তোমায় সেস্থানে নিয়ে যাই।

গয়াসুর। জননী আমার সঙ্গে যেতে পারবেন তো ? কারণ তাঁকে ছেড়ে যেতে আমার বড় কষ্ট হবে।

মাতলী। ঐ আধ্যাত্মিক কষ্ট টুকুই হলো তোমার কষ্টের মূল কারণ, ঐ কষ্ট টুকু তোমায় কিছুদিনের জন্য ভুলতে হবে, নতুবা তোমার সাধনা বৃক্ষে আশু ফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই!

গয়াসুর। কেন আপনি এমন অন্যায় আজ্ঞা করছেন, কেন? জননীর আমি ব্যতীত আর কেহই নাই, তিনি আমার কারণ সকল সুখ বিলাসে জলাঞ্জলি দিয়ে, অশেষ কষ্টে জীবন ধারণ করে আছেন, যদ্যপি আমি জননীকে কষ্ট দিয়ে অন্যত্র যাই, তাহলে তাতে অতীব শোক দুঃখের জন্য বা পুত্র বিরহনিবন্ধন তাঁর দেহের কোন অত্যাহিত সংঘটিত হয় তাহলে সে মহাপাপের তো মূলীভুত কারণ আমিই হব আর এতদ্ব্যতীত সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত তো কোন উপায়েই সাধিত হবে না?

মাতলী। বৎস্য! সে আশঙ্কা তোমার নিস্প্রয়োজন। তোমার অদর্শনে তোমার মাতা দশদিন অবশ্য সন্তাপিতা হোতে পারেন, কিন্তু তাঁর দৈহিক অমঙ্গলের কোন আশঙ্কা নাই ইহা স্থির জেনো, যে কারণ তাঁর ন্যায় পুণ্যবতী রমণীর কখনই পরীক্ষা কালে অর্থাৎ কষ্টের সময় প্রাণত্যাগ হবে না। তোমার ন্যায় হরিভক্ত যাঁর গর্ভজাত পুত্র, তার কখন এরূপ কষ্ট সম্ভব নয়, তবে যে টুকু সংঘটিত হবে, সে টুকু শুদ্ধ চিত্তের নির্ম্মলতা সাধন জন্য।

গয়াসুর। তবে কি মাতাকে ছেড়ে যাওয়া আমার হরি সাধনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন?

মাতলী। প্রয়োজন এই জন্যে, যেমন বরিষা কালে প্রলয় বারিপূর্ণ জলদাগমে সূর্য্যতেজঃ সর্ব্বদাই সমাচ্ছন্ন থাকে, তোমার জননীর প্রতি যে অতুল স্নেহ ও তাঁহার সুখ সাধনের চিন্তা, সেইটিই হলো তোমার হরি সাধনের মুখ্য বিঘ্নকারী। তুমি হরিকে আন্তরিক যতই ডাক, কিন্তু

তার সঙ্গে সঙ্গে কামনা আছে, অর্থাৎ তুমি সর্ব্বদাই মনে মনে বল যে "হরি! তুমি আমার জননীর দুঃখ কষ্টের বিনাস কর" কেমন এরূপ মনে কর কি না?

গয়াসুর। হাঁ তা করি।

মাতলী। সেটি প্রকৃত সাধনা নয়। যে সাধনা সুদ্ধ ফলের বাসনা মাত্র, সে সাধনা পবিত্রও নয় এবং প্রকৃত ফলপ্রদ ও নয়। স্বকাম কার্য্যের কোন বিশেষ ক্রমৎ থাকে না। মনে কর, দাস দাসীরা তোমার সেবা পরিচর্য্যা করে, তুমি তাদের গ্রাসাচ্ছদন ও বেতন দাও, তাদের সঙ্গে তোমার বাধ্য বাধ্যকতা কিছু নাই, কারণ যখন তাঁর শ্রমের প্রকৃত মূল্য দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে তার কার্য্যের বাধ্য বাধকতার বিলোপ হয়। কিন্তু যদ্যপি কোন বন্ধু বান্ধব নিঃস্বার্থ ভাবে তোমার কোন বিশেষ উপকার করে, অর্থাৎ যার কার্য্যের জন্য তুমি কোন পুরস্কার দ্বারা পরিশোধ করতে পারনা, সে উপকারিতার জন্য তোমায় চিরকাল তার নিকট বাধ্য থাকতে হয়, সেইরূপ হরি সাধনা। যে ব্যক্তি নিষ্কাম ও পবিত্র চিত্ত হোয়ে ভগবান গোলেকপতির আরাধনা করে, তাকে আর ইহ পরকালে কোন অভাবের অধীন হোতে হয় না। বৎস্য! তোমার সাধনা অনুপমেয় তুমি সাধনা বলে ত্রিভুবনের অধীপতি হবে, সুরাসুর নাগ নর সমস্তই মুখপেক্ষী ও অধীন হবে ইহা স্থির, কিন্তু তোমার মাতার কষ্ট নিবারণ হউক এ বাসনা এককালে পরিত্যাগ কর, কেননা হরি যাকে কৃপা করেন, তাঁর কৃপাবলে অনুগৃহিত সাধক ভক্তের কোনরূপ কষ্টই থাকে না।

গয়াসুর। আপনার বাক্যের দ্বারা আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, যে আপনার ভগবত ভক্তিও যতদূর প্রগাঢ়, দূরদর্শন জ্ঞান ও ততোধিক, আর আমি একজন সুর-বৈরী অসুর বালক এটি জেনেও যে আমায় হরি সাধনার প্রকৃত মার্গ দেখিয়ে দিচ্ছেন এটি আপনার মহৎতত্ত্বের বিশেষ পরিচয়। মহাশয়! যদ্যপিও আপনার মতে নির্জ্জন সাধনা মাতার পক্ষে কিছু কষ্টকর হবে, এইটিই আমার বিশেষ চিন্তা কিন্তু ;—

মাতলী। বৎস্য! সে কষ্ট কিছু মাত্র মনে করো না, সে কষ্ট নয়, সে তোমার ও তোমার জননীর সুখোন্নতির প্রথম সোপান।

গয়াসুর। ভাল মহাশয়! নির্জ্জন সাধন করাই আমি স্থির কর্‌লেম, তবে আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন আমি জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ করে আসি।

মাতলী। বৎস্য! যদ্যপি আমার পরামর্শ তোমার মনঃপুত হয়ে থাকে তাহলে তোমার জননীর নিকট বিদায় নিতে যাবার প্রয়োজন নাই, কেন না একে তুমি তাঁর একমাত্র জীবনাধিক পুত্র, বিদায় চাইলে তিনি স্নেহবসে তোমায় কখনই বিদায় দিতে পারবেন না, স্বভাবতঃই তোমার হরি সাধনার পথোন্মুক্ত হবার কোন উপায়ই হবেনা, তুমি অকপট ভক্ত বটে কিন্তু যদ্যপি হরিদর্শন কামনা অচিরে পূর্ণ কর্‌তে ইচ্ছা কর তাহলে সামান্যকালস্থায়ী মাতৃ বিরহ সহ্য কর, নতুবা স্নেহের বশবর্ত্তী হলে সাধনা কার্য্যের সার্থকতা সম্পাদন হবে না।

গয়াসুর। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) তবে কি জননীর সহ এখন আর সাক্ষাৎ করা হবেনা? (উদ্দেশে) মাগো! যদ্যপিও জানি যে আমার অদর্শনে তোমার প্রাণ নিদারুণ যাতনায় অভিভূত হবে, কিন্তু কি করি? জননি যখন এত কষ্ট সহ্য করে, এতদিনেও সেই হরির সাক্ষাৎ লাভ হলো না, তখন নির্জ্জন সাধন করাই আমার সঙ্কল্প, মাগো! ক্ষমা করো মা, তোমার দুঃখ দূর করবার জন্যই আমার যাওয়া, দেখি এত কষ্টেও কৃপাময়ের কঠিন প্রাণ দ্রবিত হয় কি না, যাতে হরি ভক্তকে ভবিষ্যতে এমন করে আর না কষ্ট দ্যান তার উপায় কর্‌বো (মাতলীর প্রতি) মহাশয়! তবে আর অকারণ বিলম্ব প্রয়োজন কি, চলুন কোথায় আপনার রথ আছে চলুন, আপনার সহ শান্তি কাননে যাওয়াই আমার স্থির।

মাতলী। (সপুলকে) এসো প্রাণাধিক এসো! পার্ব্বত্য পথ বড় কঠিন তোমার শিশুপদে আঘাৎ লাগ্‌বে, এসো আমি তোমায় কোলে কোরে নে যাই।

গয়াসুর। আপনি বড় সদাশয়, আপনার কৃপাবলে যদ্যপি আমি সেই গোলকবিহারী হরির চরণ লাভ কর্‌তে পারি, তাহ'লে জাবজ্জীবন আপনার নিকট আমি কৃতজ্ঞ থাক্‌বো।

মাতলী। বৎস্য! তুমি আমার জন্যে হরিকে পাবে, কি আমি তোমায় স্পর্শ করে তাঁর কৃপাভাজন হব তা বল্‌তে পারি না, যাই হোক, এসো আমার কোলে এসো।

(গয়াসুরকে কোলে লওন।)

আহা বৎস্য! তোমাকে কোলে ক'রে তোমার অঙ্গ স্পর্শে যেন আমার সমস্ত দেহ শীতল হোলো স্ফটীকমণি স্পর্শে যেমন দেহে অমৃত সিঞ্চিত হয়, তোমার দেহ স্পর্শেও আমার আজ তাই হ'লো, আজ আমার যে কি সুপ্রভাত হ'য়েছিল, তা বল্‌তে পারিনা।

গয়াসুর। চলুন, আর বিলম্ব কর্‌বেন না, জননীর নিকট থেকে যত দূরে যাই ততই ভাল, কি জানি যদ্যপি তিনি এসে উপস্থিত হন, তাহ'লে আর আমি যেতে পার্‌বো না।

মাতলী। অতিবিহিত ব'লেছ বৎস্য! চল আমরা যাই।

( উভয়ের প্রস্থান। )

## দশম দৃশ্য।

দৈত্যপুরীর—অন্তঃপুর।

( ছিন্ন ভিন্ন বেশে প্রভাবতী শায়িতা। )

( অদূরে পট মুঞ্জরী আসিনা। )

পট মুঞ্জরী। রাজ্ঞি! চক্ষুরুন্মিলন করুন, সামান্য কাল মধ্যে আপনি যেরূপ অধীরা হয়েছেন, তাতে যে আপনি দু একদিনের মধ্যে জীবনবিহীনা হবেন। গয়াচাঁদ যদ্যপি কোন গিরি গুহা মধ্যে গোপন সাধনাতেই নিযুক্ত থাকে, বৎস্য অবশ্যই ফিরে আসবে। হরির দেখা লাভ হয়নি বলে সৎস্য অত্যন্ত মনঃপীড়া পাচ্ছে। হরিভক্তের কেউ সহজে কোন অনিষ্ট কর্‌তে পারে না, সে ফিরে এসে আপনাকে এতদূর দুর্দ্দশাপন্ন দেখলে বড়ই মনে ব্যথা পাবে। রাজ্ঞি! দুতেরা চারিদিকে বৎসের সন্ধানে ফিরছে, যেখানেই থাকুক, তারা বৎসকে নিশ্চয় নিয়ে আস্‌বে, কিন্তু আপনাকে এত অধীরা দেখে রাজবাটীর সকলেই মহাভাবনায় পড়েছে, বিপদকালে ধৈর্য্যালম্বন করাই হলো বিপদ দূর করার একমাত্র উপায়। উঠুন, ধৈর্য্যধারণ করুন, অধীরা হলে সকল মন্ত্রণা বিফল হবে।

প্রভাবতী। হাঁ হতোস্মি! বৎস্য গয়াচাঁদ রে কোথা তুমি? জীবন সর্ব্বস্ব! প্রাণাধিক! তুমি যে একদণ্ড কালের জন্য আমায় ছেড়ে থাক্‌তে পার না, কিন্তু আজ ক দিন যে কোথায় কার কাছে পাষাণে বুক বেঁধে আছ বাপ? হাঁরে অবোধ সন্তান! কার কুহকে পড়ে অভাগিনী মাকে ছেড়ে আছ বাপ? ওরে আমার তারাআরাধনের অমূল্য ধন! সাগরসিঞ্চিত মাণিক! সহস্র ব্রত তপস্যার পুরস্কার! হাঁরে বাবা কোথা আছ? কে তোমায় ক্ষুধায় আহার তৃষ্ণায় পাণীয় দিচ্ছে, কে তোমার সুকোমল তনুকে নিদ্রাকালে কোলে করে আদর কচ্ছে, হাঁরে অন্ধের নয়ন মণি! হাঁরে ফনিণীর শিরোমণি, কোন প্রাণে অভাগিনী জননীকে এত কষ্ট দিচ্ছ বাবা? আমি যে তোমার জন্য সর্ব্ব ভোগবিলাষ পরিত্যাগ করে অনাথিনী কাঙ্গালিনীর ন্যায় হয়ে আছি, তার উপর যে তোমার অদর্শন প্রাণে সয় না বাপ? একে কঠিন প্রাণ হরির আরাধনা করে অবধি তো আহার নিদ্রা সমস্তই ত্যাগ করে, দেহ একে বারে যতদূর ক্ষীণ হবার হয়েছে, তার উপর দূরারোহ দুর্গম গিরি সঙ্কটে, হিংস্রক বনজন্তু সমাকীর্ণ গহন বনে পরিভ্রমণ করে আরো ক্লিষ্ট হোয়েছ বাপ, সাধনা কি তোমার ঘরে বসে হতো না? কোথায় বিপথে কি কোন শত্রু হস্তে পড়ে প্রাণ হারালে? কি অসহ্য কষ্ট গ্রহণ করে এখন শিশু দেহে অতি কষ্টে জীবন আছে, তাতো কিছুই জান্‌তে পার্‌ছিনা বাবা! আমি হতভাগিনী যে কদিন তোমার চাঁদমুখের মা বাণী না শুনে যে এককালে বধির হোয়েছি

বাপ, তোমার শরৎচাঁদ বিনিন্দিত অকলঙ্ক বদন না দেখে-যে অন্ধ হোয়েছি? হাঁরে জননীর চিত্তবিনোদ! কোথায় গেলে তোমার চাঁদমুখ দেখতে পাব, তোমার মুখের মধুমাখা মা বাণী শুন্‌তে পাব? প্রাণাধিক! আজ কদিন যে তোমায় কোলে না কোরে আমার এই দেহ অনির্ব্বাপিত হুতাশনে জ্বলে যাচ্ছে বাবা। আয় মার কাছে আয় তোর সেই শিশু তনু বুকে ধরে এই সন্তাপিত হৃদয়ের জ্বালা দূর করি, আয়, বৎস্য শীঘ্র আয়, আর নিরাপরাধিনী জননীকে বঞ্চনা করে, মন কষ্ট দিসনে বাপ, শীঘ্র আয়।

গীত।

আয় একবার আয়, দেখা দে আমায়, জীবনের জীবন।
ও তোর সহেনা বাপ অদর্শন।
তোমা ধনে বুকে ধরে, আছিরে জীবন ধরে,
কি দোষে মায়ের প্রাণে, দিলি দারুণ বেদন।
হ"য়ে রাজার নন্দিনী, রাজাধিরাজ ঘরণী,
হ"য়ে আছি কাঙ্গালিনী, জীবনে মরণ,
তোর মুখ চেয়ে, সকল সয়ে, রেখেছিলাম
এ ছার জীবন।
কুগ্রহ দেখিয়ে দ্বিগুণ, তুই কি রে হলি নিদারুণ,
অন্তরে জ্বালিলি আগুণ, দেখা দিয়ে কর নিবারণ।

পটমুঞ্জরী। রাজ্ঞি! আপনি ক্রমে যে রূপ অধীরা হচ্ছেন

তাতে তো আমি বিশেষ চিন্তায় পড়েছি। বৎসের অদর্শন কাল দিন হোতে আপনি এককালে ধরাশায়িনী হয়েছেন, একটু জল পর্য্যন্ত আপনার উদরস্থ হলো না, এ প্রকারে কতদিন দেহে জীবন থাক্‌বে?

প্রভাবতী। আমার জীবনে আর প্রয়োজনই বা কি? যার জন্য আমার জীবন ধারণ, সেই জীবনধন যখন আমার ছেড়ে গেল, তখন আমার যত শীঘ্র জীবন যায় ততই ভাল। মায়ের জীবন পুত্র পালন জন্য, নতুবা স্বামী বিরহিণীর জীবন আর কোন কার্য্যের জন্য? যেদিন সুর-সমরে জীবিতেশ্বর নিহত হয়েছেন, সেই দিনই আমার জীবন ত্যাগের দিন; কিন্তু এ অভাগিনীর জীবন ধারণ শুদ্ধ জীবনাধিক পুত্র পালনের জন্য, কিন্তু এখনে যখন সেই প্রাণাধিক স্নেহের পুতলি পুত্রধন আমায় নির্ধন করে গেছে, তখন আমার যত শীঘ্র জীবন দেহ হতে বহির্গমন করে ততই ভাল। বৎস্যে! কোন আশার বশ-বর্ত্তিনী হয়ে আমার জীবন ধারণ করতে বল? এক গয়া-চাঁদের জন্যই আমার জীবনের সাধ, কিন্তু সেই গয়াচাঁদ যখন আমায় কাঙ্গালিনী করে গেছে, তখন আর কোন সুখের জন্য জীবনের সাধ করবো?

গীত।

নাহি সাধ আর এ জীবনে আমার, ওগো স্বজনী।
ফনিণী কি বাঁচে প্রাণে, হারায়ে মণি,
আমি না দেখে কুমারে, আছি প্রাণ ধরে,
না জানি কেমন পাষাণি।

এ জীবনে আর পাব কি সে ধনে,
কোলে ক'রে নিরখিব সে বদনে,
জুড়াবে জীবন, মা বাণী শ্রবণে,
আমি আর গো,—
সুশীতল হবে তাপিত প্রাণী।
ছাড়িরাজ্য ধন, মণি মুক্তা বাস,
পুত্র ধনে লয়ে, পর বাসে বাস,
এখন হেরি সকল, আশার বিনাশ,
আজ আমার গো,
কোন প্রাণে আর রব গৃহে অভাগিনী।

পটমুঞ্জরী। রাজ্ঞি! আমি আপনাকে স্থির বল্‌ছি, যে বৎস যেখানেই থাকুক, আর যে ভাবেই থাকুক তার কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয় নাই। আপনি দেবর্ষির কথা স্মরণ করে দেখুন দেখি, ঋষি বাক্য কি কখন মিথ্যা হয়?

প্রভাবতী। বৎস্যে! ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি যার শত্রু, তার অকাল নিধন সংঘটিত হওয়া আর আশ্চর্য্য কি? যাই হোক, দূতেরা প্রত্যাগত হলো কিনা দেখিগে চল, তার পর আমি স্বয়ং বৎসের সন্ধানে যাব, সিদ্ধ মনোরথ হই তো গৃহে প্রত্যাগত হব, নতুবা জাহ্নবী নীরে জীবন ত্যাগ কোরে পুত্র বিরহ জনিত জ্বালা হোতে মুক্তিলাভ কর্‌বো, এ ছার প্রাণ আর আমি রাখবো না।

(সখীসহ প্রস্থান।)

## একাদশ দৃশ্য।

দৃশ্য—ইন্দ্রালয়।

( অসিহস্তে ইন্দ্র আসীন। )

ইন্দ্র। বিফল কৌশল সমুদয়।
দ্বিতীয় প্রহ্লাদ সম, ত্রিপুর কুমার,
অজেয় অমর।
বিষপানে না মরিল, বৈরী-মহাবলী,
ঐরাবত পদতলে, না হইল ক্ষয়,
ভাসিল নীলাম্বু নীরে, বাঁধা হস্ত পদ।
কি উপায়ে বিনাশিব এ হেন শত্রুরে,
ভাবিয়া না পাই কূল, অবশিষ্ট আছে
অমোঘ বজ্রাস্ত্র মম, বিজয়ী শত্রুঘ্ন।
একটা বালক বধে এত অয়োজন,
কি কহিবে দেববৃন্দ, হাসিবে সকলে,
বালক মারিতে যদি, হানি বজ্র অস্ত্র।
কিন্তু এবে কি করিব? কেমনে বধিব,
এ হেন দুরন্ত শিশু, কৃতান্ত সমান।
ক্ষুরধার নহে কি এ অসি?
পারে কি কৈশোর দেহ, রোধিতে আঘাত

এ অধীর ? ধৃত মম বজ্র মুষ্টি করে।
যা থাক ভাগ্যোত মম দেখিব এবার,
মরে কি না মরে শক্র, অসির আঘাতে।
কিন্তু এ কলঙ্ক কীর্ত্তি, রহিবে আমার
যাবৎ তপন চন্দ্র উঠিবে গগণে,
যাবৎ বহিবে বায়ু, জ্বলিবে অনল।
ক্ষতি নাই, হয় হোক কলঙ্ক রটনা,
তবু গৃহে আনি বৈরি, দিবনা ফিরিতে
সজীবিত। দানব কুলের সুত
অনল সমান, দহিবে অমরাবতী
সহ সুরগণ।
কে আছ হে, প্রতিহারি ?
শৃংখল বন্ধনে বাঁধি, ত্রিপুর তনয়ে
আন মম পাশে ত্বরা।

( প্রতিহারীর প্রবেশ। )

প্রতিহারী। বসায়ে হৈম আসনে সাদর সম্ভাষি,
মাতলী রেখেছে তায় নিভৃত আবাসে।
দেবেন্দ্রানী সহ যত, সুর রমাগণ
গিয়াছেন সেই স্থানে, শুনিবার তরে
শিশু মুখে মধুময় হরির মহিমা।

ইন্দ্র। কার অনুজ্ঞায় দেবী, মাতলী আবাসে,
গিয়াছেন, শুনিবারে মহা শক্র মুখে,
হরিনাম মধুময় ? যাও প্রতিহারী

যাও ত্বরা, কহ গিয়া মাতলীরে
সত্বরে আনিতে হেথা অসূর বালকে,
যাও শীঘ্র যাও তথা, বায়ু সম গতি।

প্রতিহারী। রোধেন যদ্যপি তায় দেবী দেবেন্দ্রানী
কি করিব, কহুন প্রকাশি, সুরনাথ।

ইন্দ্র। মম আজ্ঞা সর্ব্বাগ্রে পালন প্রয়োজন,
কহিও দেবীরে, যত্ন হইবে বিফল,
ত্রিপুরকুমার মম বধ্য সুনিশ্চয়।
যাও শীঘ্র দৌবারিক, না কর কিলম্ব।

প্রতিহারী। আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য, চলিনু সুরেশ।

( প্রস্থান। )

ইন্দ্র। আসৃষ্টি হইতে কত দেবাসুর রণে,
মাতলী সহায় মম, রহিল সর্ব্বথা
কিন্তু এ ত্রিপুরসুতে রক্ষিবার তরে
কেন তার যত্ন এত ? অদৃষ্টের গতি
কে পারে রোধিতে বল, ত্রিভুবন মাঝে।

( শচীর দ্রুতপদে প্রবেশ। )

শচী। কি তোমার ভ্রম নাথ, বুঝিতে না পারি,
কোন প্রাণে সুকুমার ত্রিপুর-তনয়ে,
বধিতে উদ্যত তুমি, অসি ধরি করে ?
যেজন আত্ম-রক্ষণে, অক্ষম সর্ব্বথা,
তারে কি উচিত তব অসিঘাত করা ?
শুন বলী সুরেশ্বর ! নিবর্ত্তহ তুমি
এ হেন ঘৃণিত কার্য্য, অনুচিত তব !

সম্মুখ সমরে শত্রু, শোভিত আয়ুধে
সিংহনাদ করি যাচে, করিবারে রণ,
সেই সে উচিত বৈরী তব।
কেহ না রোধিবে তোমা, সমর প্রাঙ্গণে
কিন্তু এ কুমার, যার সুকোমল তনু
শিরীষ কুসুম সম, কোমলতাময়,
বিশেষতঃ নিরস্ত্র সে, কোন যুক্তি বলে
বধিতে উদ্যত তুমি ? মেদিনী মাঝারে।
পাঠাইলে মাতলীরে, ছল চক্র পাতি,
ছাড়াইয়ে জননীর স্নেহময় ক্রোড়
আনিলে সুধীর শিশু ! কহ প্রাণনাথ !
কে দিল এ যুক্তি তোমা, হেন নীচ কার্যে।
ছি ছি ! কি ঘৃণার কথা, মরমেতে মরি
নিজ স্বার্থ লাগি তুমি, চেতনা বিহীন,
করিতে উদ্যত অতি, ঘৃণ্য দুরাচার।

ইন্দ্র। মনোরমে ! শুন বাণী, যা কহি তোমারে।
শাসন পালন রাজ্য বড় সুকঠিন,
অবলার কার্য্য নহে, নাহি দিও বাধা
ত্রিপুরতনয় বধে। শুন প্রাণেশ্বরি
ভুজঙ্গ শিশুরে যেন, প্রশস্ত নিধন,
যথাকালে যথাস্থানে, সেইরূপ প্রিয়ে,
প্রবল শত্রুরে বধ করা প্রয়োজন।
এ নহে উচিত তব, কহি সুরেশ্বরী,
যাও অবরোধে যথাবাসে সখীবৃন্দ
তুষিবারে তোমারে হে, নৃত্য গীত করি।

শচী। প্রাণেশ্বর! এ জনমে কভু অবহেলা
করি নাই তব বাক্যে, কিন্তু প্রাণপতে!
আজি এ অন্যায় কার্যে, দিব প্রতিরোধ
সহস্র প্রকারে, রুষ্ট তুষ্ট হও তাহে
সে দোষ তোমার।

ইন্দ্র। চির আদরের ধন, দেবেন্দ্র-মোহিনী,
কেন এ প্রস্তাব মোরে কর বার বার।
তোমারই কল্যাণ, বৎস্য জয়ন্তের লাগি,
মম এই দুর্ভাবনা, দুষ্কৃতি বাসনা,
কিন্তু কি বিচিত্র, মরি যার তরে আমি
সেই দোষে মোরে!

শচী। প্রাণেশ্বর! শুন বাণী,
তোমার কুশলে যবে, মঙ্গল আমার,
এই স্বর্গ সিংহাসনে, আসন যুগল
মণিময়-মুকুটের অর্দ্ধেক ভাগিনী
তখন তোমার যশচন্দ্র অবিকৃত,
রবে এ চির বাসনা, নহে আর কিছু।
আরো বলি সহস্রাক্ষ! স্থির চিত্তে শুন,
ধ্রুব প্রহ্লাদের হরি সাধনা দেখিছি,
কিন্তু এর সাধনার বিচিত্র প্রণালী
সদয় বালকে সেই গোলোকের পতি
নিশ্চয় হয়েছে নাথ। অনুরোধ করি,
হরি সহ বিবাদে নাহিক প্রয়োজন।
যখন অসূর শিশু, হরির আশ্রিত,

তখন তাহার বধ, নহে সাধ্য কার।
উজ্জ্বল উপমা নাথ! ভাবি দেখ মনে,
বিষপানে, সুগভীর নীলাম্বু মাঝারে,
প্রমত্ত কুরঙ্গ গুরুভার পদতলে,
অবিকৃত অক্ষত, রহিল যেই শিশু,
সহজ কি তার বধ, বুঝনা মনেতে ?
তেঁই বলি প্রাণনাথ! ত্যজ হিংসাভাব,
সকরুণ হও, সেই ত্রিপুর-তনয়ে,
মম অনুরোধ প্রভু ক'রনা অন্যথা।
মাতলী পুরেতে তার, অমৃত পূরিত
মধুময় হরিনাম, করি আকর্ণন,
বমুগ্ধ হয়েছি মোরা সব সুরনারী।

ইন্দ্র। বৃথা অনুরোধ প্রিয়ে! প্রতিজ্ঞা আমার
নাশিব অসুর শিশু এই অসিঘাতে।

শচী। বিষম দুর্দ্দৈব নাথ, ঘটাবে আপনি,
বিফল হইবে তব যত্ন, জেনো স্থির।

ইন্দ্র। এই যে আসিছে প্রতিহারি, কি সংবাদ?

( গয়া সহ প্রতিহারি প্রবেশ। )

প্রতিহারী। এই তো এনেছি দেব ত্রিপুরতনয়ে।

শচী। হের নাথ সুকুমার শিশু অনুপম,
কোন প্রাণে অসিঘাতে বধিবে ইহারে
যদি এ কখন করে, অনিষ্ঠ সুরের
সেও ভাল, ছাড়ি যাব স্বর্গপারিজাত,
ভ্রমিব মর্ত্যে, কাননে, ভক্ষি বনফল

তথাপি কোমল দেহে অসিঘাত করা
কদাচ উচিত নহে, কহি প্রাণপতি।

( গয়াসুরকে নিকটে লইয়া )

এস বৎস! এস, এস নিকটে আমার,
কোন ভয় না করিও—না হিংসিবে কেহ
তব এ কৈশোর দেহ, যাবৎ আমার
দেহেতে রহিবে প্রাণী;—

গয়াসুর। কে মা তুমি? মম লাগি ব্যথিত অন্তরে।
অভয় দিতেছ মোরে, সকরুণ ভাষে?
কিন্তু কি বিপদ মোরে ঘেরেছে না জানি,
বিপদ সম্পদ মম একই সমান।
শুনেছি মরণ সম, জীবের বিপদ
ন সম্ভব্য আছে আর, কিন্তু গো জননি!
মম জ্ঞানে সে মরণ সুখের সমান।
মরিলে করে গো জীব দিব্যলোকে গতি;
পরিণামে লভে সেই, বিধির বাঞ্ছিত,
গোলোকপতির রাঙ্গা চরণ যুগল।
মরণে কি ভয় গো মা জীবন মরণ,
সুদ্ধ দেহ বিনিময়, পুরাতন ছাড়ি
পুনঃ নূতনে আশ্রয়।

শচী। সুরেশ্বর! শুনিতেছ শিশুমুখে বাণী,
নির্ভীক নিশ্চল যেন শিলাময়-স্তূপ?
স্থির-হরিভক্তি এর শৈশব হৃদয়ে

করিয়াছে অধিকার—অবধ্য এ শিশু।

ইন্দ্র। ওরে, দুরাচার দুষ্ট ত্রিপুর তনয়!
বার বার বলি তোরে, ছাড় হরিনাম,
নতুবা এখনি এই অসির আঘাতে,
পাঠাইব যমপুরে নিমিষ মধ্যেতে।

গয়াসুর। যথাসাধ্য কর, তোমা নাহি ডরি আমি।
বিধর্ম্মি দেবতাবৃন্দে, অন্যায় সমরে
নিধন করিল যারা মম জনকেরে।
কি ভয় দেখাও তুমি, কাপুরুষ সম
দুর্ব্বল বালক প্রতি? শুন পাপমতি!
হরির কৃপায় শীঘ্র সম্মুখ সংগ্রামে
বিজিত লাঞ্ছিত করি দেব সেনাবৃন্দ,
কাড়ি লব ইন্দ্রপুর, নন্দন কানন,
ভ্রমাইব দেববৃন্দে ত্রিভুবন মাঝে।
বায়ু, যম, সর্ব্বভুক, দিক্‌পালগণে,
কঠিন লৌহপিঞ্জরে রাখিব বাঁধিয়ে,
যাবৎ উদিবে চন্দ্র সূর্য্য বিমানেতে।
ঘুচিবে মাতার মম, অন্তরের জ্বালা
স্বর্গ সিংহাসনে মোরে, অভিষিক্ত হেরি।

গীত।

শোন শোন দুরাচার কহি সারোদ্ধার,
শিখাব আমি তোরে রে কেমন।
পেয়ে অমরত্ব, হয়েছ উন্মত্ত,

নখ দর্পণে হের ত্রিভুবন ॥
অন্যায় রণ করি নাশি ত্রিপুরাসুরে,
বেড়েছে দর্প তোর বড় অমরপুরে,
রাজ্য মুকুট দণ্ড, করিব লণ্ডভণ্ড,
দেখিব কি কৌশলে করিস রণ।
বুঝিব চতুর্ম্মুখে কামারি হুতাশন,
গ্রহ, গণপতি, বহ্নি, যম, পবন,
রাহু, মঙ্গল, শনি, কারেও না বীর গণি,
অন্তে দিবরে শমন ভবন।

ইন্দ্র। শুনিলে ত প্রাণেশ্বরি! শিশুর বচন,
এখন কি এর প্রতি আছে তব মায়া?
দেহ ছাড়ি দুরাচার অসুর কুমারে,
দ্বিখণ্ড করিয়ে ওর, খলতা পূর্ণিত
কৈশোর দেহের, করি পূর্ণ মনসাধ।
এই দেখ দুরাচার সাধপূর্ণ তোর,
অসির আঘাতে করি, সুখময় চিত্তে
যমের আগারে কর স্বর্গের ভাবনা।
(অসি উত্তোলিন করিতে না পারায়)
একি অলক্ষণ হেরি, সহস্র সংগ্রামে
লঘুভার তৃণ সম করেছি চালন,
যে সুতীক্ষ্ণ অসি মম, হইনু অক্ষম
চালিত করিতে সেই হস্তস্থিত অসি?
মহা বলবান বাহু হইল নিস্তেজ।

গুরুভার জ্ঞান হয় মম এই অসি!
বালক কি মন্ত্র বলে জিনিল আমাকে?
যাই হ'ক চল প্রিয়ে! যাই গুরুস্থানে,
তিনি কহিবেন যাহা করা সুবিহিত।
লহ প্রতিহারি! সাথে করি এ বালকে।
দেখো, সাবধান, পলায় নাহিক যেন
সুচতুর বৈরী। কৈশোর দেহেতে
নিশ্চয় হৃদয় ধরে, ত্রিপুর তনয়।

প্রতিহারী। করিব বিহিত সব, চলুন রাজন!

( গয়াসুরকে লইয়া সকলের প্রস্থান। )

---

## দ্বাদশ দৃশ্য।

দৃশ্য—বৈকুণ্ঠধাম।

( লক্ষ্মী নারায়ণ ও গয়াসুর আসীন। )

লক্ষ্মী। এখনো চুপ করে আছ যে? বালকের কোমল স্বর কি তোমার কাণে শীঘ্র যায় না? তুমি ভাল কথার বুঝি কেউ নয়—বলনা?

নারায়ণ। প্রিয়ে। ক্ষমা কর। আমাকে আর গঞ্জনা দিও না। আমি যে বৎস গয়চাঁদের জন্য কত ভেবেছি, তা তোমায় প্রকাশ করে আর কি বলবো?

লক্ষ্মী। তা, তো তোমার কার্য্যেই বুঝতে পাচ্ছি, নতুবা যে বালককে অনিদ্রায় অনশনে বনে, পর্ব্বতে, নদীতীরে পাগলের ন্যায় সুধু হরি হরি করে কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছে সেই বালকে শচীনাথ কৌশলে হরণ করে, ইন্দ্রালয় এনে কি যন্ত্রণা না দিয়েছে? কখন বা বিষদান, কখন বা প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ, কখন বা সাগর জলে নিক্ষেপ, কখন বা ঐরাবত পদতলে তদনুরূপ, এ ছাড়া বালক তো একাহারে, অনাহারে জীবন্মৃত হ'য়েছিল, আমি নারদের মুখে এ সংবাদ না পেলে তো বৎস্য মারা যেতো। তুমি যে ওর জন্য বড় চিন্তাযুক্ত ছিলে এই তো তার বিশেষ প্রমাণ, আমি পূর্ব্বাপর দেখে আস্‌ছি যে, যে তোমার চিরানুগত হয়, তোমাতে আত্ম সমর্পণ করে হরিভক্ত হয়, তাকেই তুমি কষ্ট দাও, আর যে তোমার নামের বিদ্বেষি হোয়ে তোমার ত্রিভুবন মধ্যে নিন্দাবাদ করে, সম্মুখ যুদ্ধে দেহ অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে সেই তোমার ভয় ও ভালবাসার পাত্র হয়, নতুবা গয়াসুরের জননী যে প্রাণতুল্য একমাত্র শিশু পুত্রের অদর্শনে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হোয়েছে, তার তুমি কি উপায় ঠাউরেছ? সেই পুণ্যবতী কি নিয়ত এইরূপ কষ্টে কালযাপন কর্‌বে? পুত্রশোকে প্রভাবতীর সেই হৃদয় বিদীর্নকারী বিলাপ রব, শ্রবণ কর্‌লে বোধ হয় পাষাণ ও দ্রবিত হয়, কিন্তু তুমি পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন, তাই ভক্তের এতদূর কঠিন দুঃখ কষ্টে ও তোমার হৃদয় অবিচলিত আছে। নাথ! গয়াসুরের দুঃখে কি তোমার কঠিন হৃদয় বিচলিত হবে না। তোমার প্রাণে কি করুণার লেশ মাত্র নাই।

গীত।

জানি তোমার যত প্রাণে করুনা।
নিরাশ্রয় যে জন হয়, তার প্রতি তোমার কভু দয়া তো দেখিনা॥
আহা পেয়ে হরিনাম, ( ভাবি ) সিদ্ধ মনস্কাম,
ভ্রমিল এ শিশু কত বন উপবন , ———
ডাকি উর্দ্ধমুখ করি, সদা হরি হরি,
তেজি নিদ্রা তন্দ্রা বিলাষ বাসনা।
পড়ি শত্রুকরে, তেজি জননীরে,
তোমার ভক্ত বলে তায় কি দুঃখ ঘুচেনা।

গয়াসুর। জননি! আপনি কেন পিতাকে এতদূর অযথা অনুযোপ কচ্ছেন, আপনি যতই বলছেন উনি ততই লজ্জিত হোচ্ছেন। পিতঃ! গোলোকনাথ! আপনি জননীর বাক্যে কিছুমাত্র মর্ম্মাহত হবেন না, উনি অবশ্য মাতৃস্নেহ বশতঃ আমার প্রকৃত কষ্টকে শতগুণে পরিবর্দ্ধিত করে দেখাচ্ছেন, কিন্তুবাস্তবিক তা নয়, স্বদ্ধ জননী প্রভাবতী যে আমারতদর্শনে অন্ধ হোয়ে দিনরাত হাহাকার কর্‌ছেন, এই টুকুই আমার দুর্ভাবনা, নতুবা আমার নিজ কষ্টের প্রতি আমার কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নাই। আপনার শ্রীচরণ কৃপায় কোন দৈববলে জানিনা কিন্তু ইন্দ্রের সহস্র পীড়নে, আমি কিছুমাত্র কষ্ট পাই নাই। সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে আমি নিমগ্ন হওয়া দূরে থাক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ভেসে উঠেছি, প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের দাহ্য কারক শীখা যেন আমায় শীতল জল বৃষ্টি তুল্য বোধ হোয়েছে। মহাগুরুভার ঐরাবৎ পদভার যেন আমার সুকোমল্র তুলাখণ্ডের ন্যায় জ্ঞান হোয়েছে, পিতঃ! আপনি কি মনে করেন, যে আমি এমনি অজ্ঞানান্ধ

তাই আপনার অনুগ্রহের কিছুমাত্র পরিচয় পাই নাই। হরি! দয়াময়? কৃপানিদান! আপনার অনুগ্রহ আমার উপর না থাক্‌লে কি আর আমি মহা বলীয়ান শত্রুকর করলিত হয়ে এতদিন জীবিত থাক্‌তেম? বিশ্ববিমোহন! তোমার মায়া চক্রে পড়ে যখন সমস্ত সুরাসুর বিমুগ্ধ হয়, তখন ইন্দ্রতো তুলনায় কোন ছার, যাই হোক পিতঃ অধম সন্তানের একটি যাচিঞা আছে।

নারায়ণ। বৎস্য গয়াচাঁদ! তোমায় আমার কিছুই অদেয় নাই, আমি অধিক কি বল্‌বো আমি এই বর দিলাম যে তোমার যাহা কিছু কামনা থাকে, সে সমস্তই তোমার সফল হউক। তুমি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব. যমের যমত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, শিবের শিবত্ব, স্বর্গমর্ত্য রসাতলের যাহা কিছু কাম্য থাকে, স সেমস্তই তুমি লাভ কর। কিন্তু বৎস্য! সেই সঙ্গে আমার একটি অনুরোধ রইলো, তুমি আমায় সেটি দিতে প্রতিশ্রুত হবে কিনা আগে বল?

গয়াসুর। হরি! এ কথা কি আবার আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয়, তোমাকে আমি ভক্তি ছাড়া আর কি উপযুক্ত দ্রব্য উপহার দোব। সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন হরি! মুখে প্রকাশ কোরে বল্লেই যদি তোমার প্রীতি সাধন হয়, তা আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌লেম, কে দিবসে কি রাত্রে, কি যুদ্ধস্থলে কি শয়ন গৃহে, কি আহার বিহার কালে, কি স্বর্গে, কি মর্ত্যে, কি সুশুপ্ত, কি জাগ্রত যথাসময়ে যথাস্থানে তুমি যা চাইবে আমি তাই তোমায় দিতে বাধ্য রইলেম। মধুসূদন। এমন দিন আমার ন্যায় অভাগার হবে, যে জগৎপতি কমলা

পতি আমার কাছে কোন বিষয়ের জন্য প্রার্থী হবেন ? ওহো-কৃপাময়! বল্লেন কি ? আমার প্রতি যে আপনায় অনন্ত করুনা, অনন্ত স্নেহ তা আপনার এই একটি মাত্র-বাক্য দ্বারা জান্তে পেরেছি, হে অনন্ত করুণাময়! দেবাদিদেব স্বয়ম্ভূ শিব যে আপনার প্রেমগুণগানে সর্ব্বত্যাগী হোয়ে প্রতিনিয়ত শ্মশানে শ্মশানে চিতাভস্ম অঙ্গে মেখে নৃত্য করে বেড়ান, নারদাদি দেবর্ষিগণ বসন ভূষণ ত্যাগ করে, স্বধু তোমার সুমধুর নাম গান করে, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন তার বিশিষ্ট প্রমাণ আমি আজ পেলাম, জগৎপতে! আজ আমি ধন্য হোলেম, আমার দুঃখিনী জননীও ধন্যা হলেন। আমার কারণ আজ বোধ হয় অসুরকুল পর্য্যন্ত পবিত্র হলো।

নারায়ণ। বৎস্য গয়ারে! তোর বাক্য শুনে যে আমি কতদূর প্রফুল্লিত হোলেম তা বল্‌তে পারি না, আয় বাবা! তোকে কোলে করে, ভক্তাধীন নামের সার্থকতা সম্পাদন করি।

( ক্রোড়ে লওন। )

লক্ষ্মী। চতুঃরতা প্রকাশ কর্‌তে তো চিরকাল বিশেষ পটু আছ তা জানি কিন্তু প্রভাবতী যে পুত্রশোকে অন্ধ হয়েছে, সে সতী রমণীর দুঃখ কষ্ট কতদিনে অপনিত হবে ?

নারায়ণ। প্রিয়ে, যখন বৎস্য গয়াসুর আমার জন্য অপরিসীম কষ্ট পেয়েছে, তখন আমরা উভয়ে চল রাণী প্রভাবতীকে অপ্যায়িতা ও অনুগৃহিতা করে আসি, কি বল ?

লক্ষ্মী। প্রাণেশ্বর! তোমার মুখ বিনির্গত ঐ কয়টি কথায় আমার মন যে কতদূর উল্লাসিত হোলো-তা বল্‌তে

পারি না। রাণী প্রভাবতী আমাদের একজন পরম ভক্ত, তাতে দেবী পার্ব্বতীর অভিশাপগ্রস্থী সহচরী বিরক্তি, আর বৎস্য গয়াও সেই শিবঅংশে জন্ম গ্রহণ করেছে, তখন ওদের সুখ বর্দ্ধন করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে করনীয়,—তা চলুন আমরা বৎস্যকে কোলে কোরে প্রভাবতীর কাছে যাই, তা'হলে যে দুঃখিনী কতদূর সুখিনী হবে তা বল্‌তে পারি না।

নারায়ণ। এসো প্রিয়ে! গড়ুরকে আমি স্মরণ করেছি, বোধ হয় সে আগত প্রায়।

লক্ষ্মী। তবে আর বিলম্ব নিস্প্রয়োজন।

গয়াসুর। (উদ্দেশে) জননি! তোমার পুণ্যবলে আজ আমি ধন্য হোলেম, নতুবা যে হরির সাক্ষাৎ শিব বাসবাদি সহজে প্রাপ্ত হন না, সেই হরি আজ আমায় কোলে কোরে তোমার দুঃখ দূরকরবার জন্য নিজে চলেছেন।

নারায়ণ। বৎস্য, সুধু তোমার নয়, আমারও সৌভাগ্য বল্‌তে হবে। এসো প্রিয়ে এসো।

(গয়াসুরকে লইয়া সকলের প্রস্থান।)

---

## ত্রয়োদশ দৃশ্য।

দৃশ্য—দৈত্যপুরী—অন্তঃপুর।

( কিয়দ্দূরে লক্ষ্মী নারায়ণ আসীনা। )

সম্মুখে যোড়করে গয়াসুর দণ্ডায়মান।

( সম্মুখে অচৈতন্যাবস্থায় প্রভাবতী শায়িতা। )

নারায়ণ। বৎস্য গয়াচাঁদ! আর তোমার পুণ্যবতী জননীর অবস্থা চক্ষে দেখা যায় না, তুমি ওঁর চৈতন্য সম্পাদিত কর, তাহলেই আমি ওঁর চক্ষুজ্যোতি পুনঃ সংস্থাপিত্ করবো, তার জন্য তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই।

গয়াসুর। জগচ্চিন্তামণি! যখন তোমার ভব-সাগর পারাবারের তরণী স্বরূপ যুগল রাঙ্গাচরণ লাভ করেছি, তখন যে আর আমার চিন্তা নাই, তা ভালরূপেই জেনেছি। কিন্তু দয়াময়! একটি অন্যায় অনুজ্ঞা করলেন কেন? আপনি এই ত্রিভুবনের চৈতন্যস্বরূপ আপনি তিলেক মাত্র মনে করলেই জননীর চৈতন্য করে দিতে পারেন, কিন্তু সে গুরুভারটি আমার উপর দেওয়ার কারণ কি? দয়াময়! আপনার মনের ভাব বোঝা কারই সাধ্য নাই, এ কথাটি ধ্রুব।—

লক্ষ্মী। বৎস্য গয়াচাঁদ! অতি বিহিত কথা বলেছে, ঐ কুটিল অন্তঃকরণে যে কখন কি ভাবের উদয় হয়, আর কোন ভাবে যে, কি কার্য্য সাধন করেন, তা উনি ব্যতীত আর ত্রিভুবন মধ্যে কেহই জানে না।

নারায়ণ। বৎস্য! তুমি ক্ষীরোদকুমারীর ছল বাক্যে ভ্রমে পোড়োনা। তোমার জননী তোমার অত্যাহিত চিন্তা কোরে তোমার অদর্শনেই মূচ্ছিতাবস্থায় আছেন, তোমার কণ্ঠস্বর শ্রুত মাত্রই ওঁর জ্ঞানের সঞ্চার ও মূর্চ্ছার বিরাম হবে।

গয়াসুর। ( প্রভাবতীর নিকট বসিয়া ) মা! ওমা! মাগো! আমি তোমার গয়াচাঁদ এসেছি, একবার উঠ, জননি! তুমি যে আমার জন্য বড় মনোবেদনা পেয়েছ মা! আমি যে হরির দেখা পেয়েছি, হরি আমাকে অনাথ বালক বোলে যথেষ্ট দয়া কোরেছেন মাগো! আমাদের আর কোন কষ্টের আশঙ্কা নাই, জননী একবার উঠে আমায় কোলে নাও মা, আমার বড় কষ্ট হোয়েছে মাগো উঠ। মা! তুমি রাজার নন্দিনী রাজার মহিষী হোয়ে কি কোরে ধূলী শয্যায় পড়ে আছ মা! ওমা, আমার কথা কি শুন্তে পাচ্ছ না মা, মাগো! পায়ে ধরি অভিমান ত্যাগ কোরে উঠ মা।

গীত।

( আহা ) উঠ গো জননী ত্যেজি ধরাসন।
তোমার এ দুর্দ্দশা হেরি চক্ষে, বহে বারি অনুক্ষণ॥
হ'য়ে রাজার নন্দিনী, ত্রিপুররাজ ঘরণী, ওগো জননী!
কেন কাঙ্গালিনীর মত পড়ে শোকে দুঃখে নিগমন।
আমি তোমায় ছেড়ে পেয়েছি হরির চরণ,
আমার সাধন বৃক্ষে ফলেছে মা ফল বড় গো সুলক্ষণ,
তোমার ঘুচেছে মা বিঘ্ন বিপদ, হরি দিয়েছেন কমল পদ,
হের সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন সহ লক্ষ্মী নারায়ণ॥

প্রভাবতী। (ক্ষীণস্বরে) আমার পরাণ পুতলি গয়াচাঁদের মত কণ্ঠস্বরে কে আমায় পুমশ্চ মা মা বলে ডকেছে বাপ? হাঁরে সত্য সত্যই কি হারানিধি গয়াচাঁদ এসেছিস, না কোন দেবতা ছল কোরে আমার পুত্রের বিনাশ কোরে হরিষে বিষাদ কোরে আমার প্রাণনাশ কর্‌তে এসেছ?

গয়াসুর। মা! আমি সত্য সত্যই তোমার গয়াচাঁদ এসেছি, এই দেখ মা, আমি আর কেউ নই।

প্রভাবতী। (গাত্রোত্থানান্তে) কৈ—রে চাঁদ আমার কাছে আয় একবার আয় দেখি বাবা! চক্ষে যে আমার দৃষ্টি শক্তি নাই, তোর জন্য দিবারজনী কেঁদে কেঁদে যে আমি অন্ধ হোয়েছি, আয় দেখি তোর অঙ্গ স্পর্শ কোরে, বুঝি সত্যই আমার সাগর সিঞ্চিত মাণিক তুল্য গয়াচাঁদ কি না (গয়াসুরকে কোলে লইয়া) হাঁ এইবার চিনেছি, তুই আমার সেই প্রাণাধিক পুত্রধনই বটে! হাঁরে অবোধ সন্তান! অভাগিনী জননীকে একা ফেলে এতদিন কোথা ছিলি বাবা, মা বোলে কি তোর একটু দয়া হয়নি বাবা, আমি যে তোর চাঁদমুখ খানি দেখতে পাচ্ছিনা, আমার যে চক্ষু নাই বাপ।

গয়াসুর। মা, তুমি একবার প্রাণভরে একচিত্তে সেই জগচ্চিন্তামণিকে ডাক তাহলেই তোমার চক্ষু পুনঃপ্রাপ্ত হবে।

প্রভাবতী। হরি বোল! হরি বোল! হরি বোল! হাঁরে বৎস্য! তুই যে সেই কঠিন হৃদয় হরিকে এতকরে এতদিন ডাক্‌লি বল্ দেখি তাঁর কোন সন্ধান পেলি কিরে?

গয়াসুর। মা আমরা সামান্য দুঃখে কাতর হোয়ে, দু একবার হরিকে ডেকে না পেলেই তাঁর উপর অনুযোগ করি, কত কি বলি, কিন্তু জননি তাঁর তুল্য সরল ও করুণ হৃদয় আর কেহই নাই, তার সাক্ষ্য দেখ, আমার মুখে তোমার দুঃখ কষ্টের কথা শুনে তিনি স্বয়ং জগজ্জননী লক্ষ্মী মাতাকে সঙ্গে করে তোমায় দেখা দিতে এসেছেন।

প্রভাবতী। হাঁরে বাপ বলিস কি? গোলোকপতি জলধিতনয়া আমায় দেখা দিতে এসেছেন, হায়! এমন শুভদিন কি আজ আমার হোয়েছে। বৎস্য! কৈ হরিকে আমায় একবার দেখাও। আহা বৎস্যরে! তোকে উদরে ধারণ করে যে অগণ্য কষ্ট পেয়েছি, সে কষ্ট এ সুখের কাছে কিছুই নয়।

( নারায়ণ প্রভাবতীর চক্ষে হস্তার্পণ ও প্রভাবতী দৃষ্টি পুন প্রাপ্তি। )

আহা হা আজ কি দেখলাম, হরি দয়াময়! এই যুগলরূপ অন্তরে চিন্তা করে, আর মুখে তোমার সুধাময় নাম ডেকে সুধু অভাগিনীর জীবন আছে ধন্য বাপ গয়াচাঁদ, তোর সাধন বলে আমার এ জন্মের আশা সফলিত হোল।

( দ্রুতপদে নারদের প্রবেশ। )

নারদ। আহা হা! ধন্য গয়াসুর, ধন্য গয়াসুর, জননি ত্রিভুবন মধ্যে এ কীর্ত্তি তোমাদের চিরকাল জলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত থাকবে। আহা! আজ হরির কৃপা দৃষ্টি কোরে আমি ধন্য হোলেম, মা ইন্দিরা গো! তুমিই এই শুভ ঘটনার মুল।

লক্ষ্মী। নারদ আমার চিরকালই ভ্রান্ত, সর্ব্বমূলাধার থাক্‌তে কি আর আমি কোন কার্য্যের মূল হোতে পারি।

প্রভাবতী। হরি! যখন কৃপাকোরে আমার গয়াচাঁদকে অনুগৃহিত দাস করেছেন, তখন চলুন একবার পূজা গৃহে চলুন, দুঃখিনীর গৃহে ক্ষণকালের জন্য আতিথ্য স্বীকার কোরে কৃতার্থ করুন, তারপর দু চারটে মনের কথা কয়ে আমার এই অধম নারী জন্মের সার্থকতা সম্পাদন কর্‌বো।

নারায়ণ। রাজ্ঞি! তুমি আমার চির অকপট ভক্ত, সুদ্ধ অসময়ে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না বোলে তোমাকে আমার কষ্ট দেওয়া, তাতে কি আমি সুখী, এসো নারদ, এসো! তুমিও কিছু অতিথি সৎকারের অংশ পেতে পার, এসো প্রিয়ে, চল রাজ্ঞি, গয়াসুর এসো সকলে যাই।

গয়াসুর। হরি বোল! হরি বোল!

( সকলের প্রস্থান। )

—o—

## চতুর্দ্দশ দৃশ্য।

দৃশ্য—স্বর্গ দুর্গ।

( সশস্ত্র ইন্দ্র আসীন। )

ইন্দ্র। যেদিন জলধিসুতা, ত্যেজি মম পুরী,
গয়াসুরে লয়ে যাত্রা করেছেন দেবী,
ক্ষুব্ধ ক্ষুন্না রোষান্বিতা সেই দিন হোতে,
লেগেছে অনল মম, বিদগ্ধ কপালে।
যার বধ অভিলাষে অশেষ মন্ত্রণা
করিনু, দিলাম কত, অসংখ্য যাতনা,
সেই অরিন্দম শিশু, পরাজিল মোরে,
কাড়ি নিল রাজ্যপাট, স্বর্ণ ছত্র দণ্ড,
বিধ্বস্ত করিল সব সুর সেনাগণ,
ধরাইল ইন্দ্রালয় শ্মশান মুরতি।
কোথা সুররামাগণ পলাইল ত্রাসে,
না জানি সন্ধান কার, হাঃ কে আসিছে পুনঃ ?

( শনি মঙ্গল যম পবন অগ্নি বরুনাদির প্রবেশ।

মঙ্গল। সুরনাথ ! রক্ষা করুন. রক্ষা করুন।

শনি। মহারাজ সব গেল, সব গেল, কেন বা এ অসুর বালক সহ বিরোধ কর্‌লেন।

যম। দেবরাজ ? যা কেহ কখন শুনে নাই, হয় নাই,

হবার নয়, তাই আজ ঘটেছে। যমের নামে ভয় না পায়, এমন ত্রিসংসারে কে আছে, কিন্তু গয়াসুর সহ সমর ক্ষেত্রে আজ সেই আমি লাঞ্ছিত পরাজিত আহত অবশেষে নিজ রাজ্য হোতে বিতাড়িতা যমরাজ্য এখন গয়াসুরের রাজ্য,-হরিনামের বলে নরকের সমস্ত পাপী চতুর্ভুজ হোয়ে বৈকুণ্ঠে চলেছে। হায় হায়! কি দুর্দৈব আমার, এমন গুলজার নরক একেবারে ফাঁক হোয়ে গেল, ব্যাটা ডানহাতের ব্যাপার বন্ধ করে দিলে।

শনি। যখন শনির দৃষ্টি পর্য্যন্ত লোপ হলো, তখন তোমার নরক কি ছার গো যম মশাই।

পবন। মহারাজ! একি শাসন বলুন দেখি, যে আমার আর গয়াসুর রাজ্যে একটু জোরে বহমান হবার যো নাই, সকল ঋতুতে মৃদু বইতে হবে, ঝড় ঝটকা তো একেবারে তমাদি পড়ে গেল, হায় অদৃষ্টে এমন নিগ্রহও ছিল।

বরুণ। তবু আমার চেয়ে তোমার কতক ভাল, সমুদ্রের কিনারায় ত্রিপুর-কুমার দাগ মেরে দিয়েছে, তার উপর ওঠবার যো নাই, একেবারে পঙ্গু হবার যো হোল, পবন সঙ্গে মিলেমিশে দুটো ঢেউ তোলবারও ক্ষমতা রইল না। যাই কোথা? বলিই বা কারে করিই বা কি?

অগ্নি। আমারই বা নিগ্রহের বাকি আছে কি? ঘরখানা, বাড়িখানা, ধান গোলাটা, খড় গাদাটা, এ নিয়ে আমার চির-কালেই রঙ্গ রস আছে, কিন্তু গয়াসুরের হাতে পড়ে সব ক্রীয়া কলাপ, লীলা খেলা ছাড়তে হয়েছে, সুধু ঘিয়ে ভাজা তুলসী পাতা, পান কলাটা দুরচারটি খেয়ে জীবন ধারণ; চেহার। হয়েছে যেমন মেলেরিয়া রোগী।

মঙ্গল। মহারাজ! আর ভাবনা চিন্তার কাল নাই, সমস্ত পৃথিবী হরিধ্বনীতে পুরে গেল। গয়াসুর মর্ত্তে সহস্র ইন্দ্রপুর সৃষ্টি করেছে, আর আমাদের ধরে ধরে বোদলে পুরে মুখ এঁটে পুতে ফেলবে দেখছি, তা হলেই দেবতা নাম বিলোপ হবে। স্বর্গে মর্ত্যে সুধু অসুর সমস্তই প্রবল হবে, পাতালে তো বলীরাজ আছেনই, স্বর্গ মর্ত্য টুকু গেলেই আমরা কৌত।

ইন্দ্র। তবে কি আমাদের মরতে হবে নাকি হে গ্রহপতি?

শনি। দেবরাজ! মরিছিত বটেই, কিন্তু একবার মরণ কামড় কামড়ালে হয় না? একবার শেষ যুদ্ধ বেটার সঙ্গে করে দেখি, তার পর অদৃষ্টে যাই থাক।

ইন্দ্র। দেবগণ! তোমরা সকলে স্বর্ব্বস্থান হতে স্বীয় সেনা সংগ্রহ কর। এই দণ্ডেই আমি দেখবো, যে দেববাহু কি প্রকৃতই নির্বীর্য্য হয়েছে, কি এখন তাতে বীর্য্যবল আছে।

শনি। আছে, আছে, একবার বেটাকে টেনে মন্দাকিনীর জলে ফেলতে পারি, পবনও ঝড় করে, বরুণও অমনি পাশাস্ত্র দিয়ে, আর কিছু না, দুটো গলাটীপি, তার পর হাবুডুবু, গোটাদুই খাবি খাওয়া, তার পরেই চোখ কপালে উঠলেই গয়াসুরেরও দিকা রফা, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও ইস্তক পঞ্চাশ কাবার!

সকলে। জয় ইন্দ্ররাজ কি জয়! জয় দেবসেনাগণের জয়! জয়!

(বেগে কতিপয় অসুর সেনানীর প্রবেশ।)

১ম সেনা। কিরে দুর্বৃত্ত দেবগণ! দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকেও পুনশ্চ বিনাযুদ্ধে জয়নাদ কর্‌তে তোদের বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ হোচ্ছে না? না দীর্ঘকাল অবরোধে কালাতিপাত কোরে এককালে জ্ঞানের বিলোপ হোয়েছে?

মঙ্গল। জ্ঞান শূন্যই হোয়েছি বটে, বাবা অসুরচন্দ্র! পাশা কি আর চিরকাল গয়াসুরেরই পড়্‌বে, আমরা তো বাণে ভেসে আসিনা, তোমাদের মুণ্ডু পাতের বাটনা বাটছি ধন।

২য় সেনা। ওরে কে আছিস, এই ব্যাটা দেবতাটাকে বেঁধে অন্ধকূপে রাখগে যা।

শনি। ব্যাটার মুণ্ডুটা কি উধাও কোরে উড়িয়ে দোব?

১ম সেনা। আগে তোর নিজের মুণ্ডুর ঠিকানা কর, তার পর অন্যের মুণ্ডু উড়াস।

( নেপথ্যে )

জয় মহারাজ গয়াচাঁদের জয়!
জয় ত্রিপুর বংশের জয়!
জয় লক্ষ্মীনারণজীকি জয়!

ইন্দ্র। দেবগণ! এমন সুযোগ আর হবে না. দেবসনা ও দেবসেনাপতিগণ সকলেই উপস্থিত, গয়াসুর ও সসৈন্যে ভাগ্যক্রমে উপস্থিত, বোধ হয় আজকার যুদ্ধেই অসুরবংশের আধিপত্যের অবসান।

১ম সেনা। হাঁরে ইন্দ্র, আমরাবতীর সিংহাসনে বসবার কামনা কি এখনও আছে নাকি? এই যে অসুররাজ স্বয়ং উপস্থিত।

( সসৈন্যে গয়াসুরের প্রবেশ।)

গয়াসুর। সেনাগণ! মণ্ডলাকারে সমস্ত দেবাধম কৃতঘ্ন-দের বেষ্টন কর, যেন একজন না পালাতে পারে। প্রথমাবধি ওদের একবারে স্বর্গরাজ্য হোতে বিতাড়িত কর্‌বার ইচ্ছাই আমার ছিল, ওদের প্রতি দয়া বা ক্ষমা প্রদর্শন শুদ্ধ আমাদের নিজের অনিষ্টের মূলপাতন করা, তার ফল হাতে হাতেই দেখ্‌ছো, এখন সকলে ঐ কৃতঘ্নদের নিগূঢ় বন্ধনে বন্ধন করে একেবারে সেই সাগর-তীরস্থ কারাগার মধ্যে পরি-রক্ষিত কর তাহ'লে আর কোন বালাই থাক্‌বে না। ইন্দ্র, চন্দ্র, পবন, বরুণ, যম, গ্রহপতি, হুতাশন, মঙ্গল প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ মধ্যে শুদ্ধ পবন ও চন্দ্র সূর্য্যকে বন্ধন করোনা।

ইন্দ্র। ওরে অসুরাধম! তোর অহঙ্কার কি একেবারে গগণস্পর্শী হোয়েছে, তাই তুই অবলীলাক্রমে দেবতাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হয়েছিস, এবং তাদের শাস্তি বিধান নখ দর্পণে দেখছিস? কিন্তু আজকার সমরে যে তোর স্বল্পদিবস স্থায়ী প্রভুত্বের বিনাশ প্রাপ্ত হবে তা ভেবেছিস?

শনি। আর বেশী দেরী নাই বাবা! আমারও চোক ফোটবার সময় হোয়ে এলো বলে, তাহ'লেই তোমার দফা রফা।

গয়াসুর। হাঁরে দেবাধম ইন্দ্র! যার নিকট সহস্র সহস্র বার রণে পরাজিত হোয়েছিস, দীনদীনের ন্যায় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, সেই গয়াসুরের সমক্ষে দাঁড়িয়ে এই কথা বল্‌তে তোর হৃদকম্প হোলনা? আজ জানলেম, যে তুই যথার্থই নির্লজ্জ বটে, নতুবা গৌতমী হরণ করে কি পুনশ্চ সমাজে

মুখ দেখাতে পারতিস, না সহস্রলোচন নাম বলে দেব-সমাজে গরিমা কর্‌তিস্‌!

গীত

ছি ছি ধিক ধিক, কি কব অধিক তোরে দুরাচার।
তুই হীনের হীন, ঘোর অর্ব্বচীন, কুলের কুলাঙ্গার
হেরে তোর কর্ম্ম কাণ্ড, বিস্মিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড,
কিন্তু তুই এমনি গণ্ড, ধারিস না সরমের ধার॥
তপ যপ যাগ যজ্ঞ, সকল কর্ম্মেতে অজ্ঞ,
কেবল ব্যাভিচারে প্রাজ্ঞ, কাপুরুষ কুলের আচার॥
আলোকের অকথ্য কথা, শুনে পাই মনে ব্যথা,
নাহি আর আজ অন্যথা, করিব তোর সংহার॥

ইন্দ্র। দেবগণ! আর এ বর্ব্বর সহ বাকবিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই, তোমরা সমরস্থলে নিজ নিজ ক্ষমতা বলে সত্বরেই এ অসুরকুল পাংশুলকে সসৈন্যে বিনাশ কর।

ঘোর ভীমরব করি, ওহে প্রভঞ্জন,
কাঁপাও ত্রিলোক আজি, উপাড় পর্ব্বত,
ভাঙ্গ খণ্ড খণ্ড করি বিশাল তরুরে,
সহযোগী হওহে অনল, হুহুকরি
প্রজ্জ্বলিত কর দাবানল,
তেজপ্রভা বিকাশি বিনাশ সব,
অসুর সেনানী।
উছলি লবণ বারী হে নীলাম্বুপতি,
ভাসাও মেদিনী সব, নাশ জীবচয়

ধরাধাম হোক জলচরের আশ্রয়।
মেঘের গর্জ্জন হোক, বজ্রের নিনাদ,
সভীত অসুর-সেনা, মরুক সত্রাসে,
যেবা যথা গ্রহগণ আছ দিক চয়ে,
প্রকাশি প্রভাব, সব নাশ বৈরদলে।

( ভীম কোলাহল—ও চতুর্দ্দিকে দেবসেনানির প্রলায়ন। )

ইন্দ্র। মাতঃ দুর্গে! অসুর-নাশিনী, ত্রিপুর-তনয় সমরে সুরগণ বড় বিপর্য্যস্থ হোল, জননি! কৃপানপানিনি কালীকে! সন্তনের প্রাণ রক্ষা কর মা! মাগো! গয়াসুর রণে বড় বিপর্য্যস্থ হয়েছি, অভয়-দায়িনি দাসকে অভয়-দানে আশ্বস্ত কর মা! মহিষাসুর-মর্দ্দিনি শুম্ভ-নিশুম্ভ-ঘাতিনি শিবে! রক্ষা কর জননি! অভয়ে, অভয়-দানে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পরি-রক্ষিত কর মা, শঙ্কটনাশিনি! তুমি ব্যতীত অধম সন্তানকে আর এ শঙ্কট-সাগরে কে পরিত্রাণ করাবে মা? শৈলসুতে! কৃপাময়ি! কৃপা করে দাসের ভয় দূর কর মা।

গীত।

কোথা গো মা হরবরণী।
আমি পড়েছি বিষম দায়; রাখ গো মা রাঙ্গা পায়,
নাহি আর অন্য উপায়, ত্রিতাপ হারিণী॥
দৈত্য দানব অসুরে, নাশি রাখিলে মা সুরে,
রক্ষ মা এবে অমরে, রণ রঙ্গিনী॥
কাল গয়াসুর রণে, মরি গো সবে জীবনে,
নাশ শিবে এ অশিবে, শিব দায়িনী॥

অসহ্য! অসুর রণ সহ্য করা আর আমার সাধ্য নয়, দুর্গে! দনুজদলনি রক্ষা কর।

( প্রস্থান। )

( নেপথ্যে )

মা ভৈ! মা ভৈ! মা ভৈ!

( রণ-রঙ্গিনী বেশে কৃপাণ হস্তে যোগীসহ দুর্গার প্রবেশ। )

দুর্গা। যোগিনীগণ! সকলে অসুর সেনাগণকে বেষ্টন করে বিশেষরূপে নিপীড়ন কর, আমি এই নবীন অসুর রাজকে অচিরে বিনাশ কর্‌ছি এই চির অব্যর্থ কৃপাণধারে ওর মহাবল দর্প চুর্ণীকৃত হয় কি না দেখি।

গয়াসুর। কৈলাশেশ্বরি! স্বীকার করি যে আপনি সম্মুখ সমরে অসংখ্য দৈত্য দানবের নিধন সাধন করেছেন, কিন্তু দেবি! সে কুহুক তোমার এই হরিভক্ত গয়াসুরের কাছে অকর্ম্মণ্য হবে, আমি এই বৈষ্ণবাস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা আপনারি সুশাণিত কৃপাণ নিশ্চয় ব্যর্থ কর্‌বো, আপনি হুঙ্কারে ত্রিসংসার রসাতল গত কর্‌তে পারেন সত্য, কিন্তু বৈষ্ণবাস্ত্র ধারী গয়াসুরের কিছুই করতে পারবেন না। দেবি! আমি আপনার হুঁঙ্কারে ভীত নই, শাণিত কৃপাণেও পশ্চাৎপদ নই, আমি এই বৈষ্ণবাস্ত্র সম্মুখে আচ্ছাদন করলেম, আপনার সাধ্য থাকে আমার অঙ্গ স্পর্শ করুন।

দুর্গা। অসুর কুমার! ভাল জানিস যে তোর দেহ কোটী বৈষ্ণবাস্ত্রে আবৃত থাকলেও আমার কৃপাণ ধারে বিনাশ প্রাপ্ত হবে, সুরগণ আমার চিরাশ্রিত, তাদের অসুর হস্তে এ দুর্দ্দশা

আমি কখই দেখ্‌তে পারি না, অসুর! তুই সাবধানে আত্মরক্ষা কর, এই আঘাতেই তোর নবীন জীবনের শেষ করবো। ( কৃপাণ উত্তোলন )

( মহাদেব ও নারদের ত্রস্তভাবে প্রবেশ। )

মহাদেব। দেবি! নিরস্ত হও, গয়াসুর তোমার বধ্য নয়, অস্ত্র সম্বরণ কর। বিশেষতঃ গয়াসুর একপ্রকার সকলের অবধ্য হলেও তোমার পুত্র তুল্য স্নেহের পাত্র, দেবি! শীঘ্র নিরস্ত হও।

দুর্গা। ( কৃপাণ নিক্ষেপান্তে ) দেব! এ কি রহস্যময় কথা বললেন, আমি তো এর কিছুই বুঝতে পারলেম না।

নারদ। মাগো! ঐ বিস্মৃতির কারণ যে কি মহাবিপৎপাৎ হতো তা বলতে পারিনা, তোমার কি স্মরণ হয় না, যে তোমার অভিশাপগ্রস্থা সখী বিরতী মর্ত্যে প্রভাবতী নাম ধারণ করে ত্রিপুরাসুর ঔরষে এই মহা হরিভক্ত সুরাসুর বিজেতা গয়াসুরকে গর্ভে ধারণ করে অসুর কুল পবিত্র করেছে? গয়াসুর তোমার পুত্র, তুমি মা অজ্ঞানে নিজ পুত্রকে বিনাশ করতে উদ্যতা হোয়েছ মা?

দুর্গা। বৎস্য নারদ! আমি সুরনাথের কাতরোক্তিতে জ্ঞান হারা হোয়ে রণস্থলে এসেছি, আমি গয়াচাঁদের পরিচয় গ্রহণের বিন্দুমাত্র অবসর পাই নাই। ( গয়াচাঁদের প্রতি ) বৎস্য গয়াচাঁদ! আমায় ক্ষমা কর, আমি অজ্ঞানে তোমার প্রাণ নাশের জন্য উদ্যত হয়েছিলাম, এসো বাপ এসো! তোমার পরিচয় পেয়ে, তোমার জননী বিরহ শোক

সহস্র গুণে জ্বলে উঠলো। আশুতোষ! এসো আমরা উভয়ে বৎস্যকে নিয়ে গমন করি।

মহাদেব। এসো বৎস্য! তোমায় বুকে করে বহু-দিবসের সন্তাপিত চিত্ত সুশীতল করি, কৈলাশ সহ আমার যা কিছু আছে সমস্তই তোমার। নিয়তির গতি রক্ষা জন্য তোমার পিতাকে যে আমি বধ করেছি, তার জন্য তুমি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হয়োনা, দুর্গে! এসো বৎস্যকে নিয়ে আমরা কৈলাশে গমন করি, নারদ! তুমিও আমাদের সঙ্গে এসো।

নারদ। পিতা মাতাকে ছেড়ে আর সন্তান কোথায় থাকবে, আমি আপনাদের পদানুসরণ করবো এর অপেক্ষা আর আমার সুখের কি আছে, আহা গয়াচাঁদরে! তোর পুণ্যবলে, তোর সাধন বলে, এই চিরভক্ত, নারদও পবিত্র হলো, বৎস্য! তোর জন্য আমি ধন্য হলেম, চল মা! মঙ্গলে অগ্রগামিনী হও, তোমার পদানুসরণে আমাদের সকল অমঙ্গল বিনষ্ট হবে, জয় শিব! জয় দুর্গে!

গয়াসুর। গুরো! আপনার শ্রীচরণ প্রসাদে আমা হতে অসুরকুল পবিত্র হল, জয় দুর্গে জয় শিব! সেনাগণ! তোমরা দুর্গে গমন কর, আমি কৈলাশে চল্লেম।

(সকলের প্রস্থান।)

—০—

## পঞ্চদশ দৃশ্য

### দৃশ্য—অসুর রাজ্য।

( অচৈতন্যাবস্থায় রণবেশে নারায়ণ শায়িত, পদতলে লক্ষ্মী ও দূরে নারদ। )

সম্মুখে যোদ্ধাবেশে গয়াসুর দণ্ডায়মান।

লক্ষ্মী। হা নাথ! এত করে ডাকলেম, তবু চৈতন্য হোলোনা? গয়াসুরের অস্ত্রাঘাত কি তোমার মর্ম্মে এত লেগেছে? যাকে বর দিয়ে সমগ্র ত্রিভুবনের আধিপত্য দিলে, অন্যায় সমর করে তার শরধারেই তোমার প্রাণ বিপর্য্যস্ত? মায়াময়! এ যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা।

নারদ। হাঁরে গয়াচাঁদ! আমরা তো হার মানলেম একবার তুই ডাক দেখি, তোর ডাকে প্রভুর চৈতন্য হয় কি না।

গয়াসুর। গুরো! মাএর মাত আপনিও কি ভ্রমান্ধ হলেন, জগৎকে যিনি চৈতন্যদান করেন তাঁর আবার অচৈতন্য কি? নাম ধ'রে ডাকলেই এখনি ওঁর চৈতন্য হবে।

লক্ষ্মী। ডাক বাবা ডাক, তুমিই অভুতপূর্ব্ব সাধন বলে ওঁকে চিনেছ আর উনি তোমায় চিনেছেন, ডাক বাবা! শীঘ্র ডাক।

গয়াসুর। হরি! দয়াময়! উঠুন, আমার তো তপস্যার ফল ভোগ কাল অন্তঃ হয়, হরি বোল! হরি বোল! হরি বোল! ঐ দেখ মা! হরির চৈতন্য হয়েছে।

নারায়ণ। একি! জলধিসুতার চক্ষে অশ্রুনীর! নারদ বীরদর্পে -দণ্ডায়মান! কেবল গয়াচাঁদ ভক্তিবলে নিশ্চল! বাপ গয়াচাঁদ! তোমার যুদ্ধে তো আমি পরাস্ত, এখন আমায় সেই পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বরটি দাও দেখি।

নারদ। এ আবার কি রহস্য?

লক্ষ্মী। ও কুটিল অন্তঃকরণের ভাব উনিই জানেন, উনি আবার আজ বরপ্রার্থী!

গয়াসুর। হরি! সে তো দেওয়াই আছে, প্রকাশ করুন। হাঁ হে গোলোকপতে! যাঁর সাধনায় শত শত ব্রহ্মর্ষি, সহস্র সহস্র মুনি ঋষি, লক্ষ লক্ষ দেবর্ষি, কোটী কোটী সিদ্ধচারণ যোগী গণ, দেহকে বল্মীক ও কীটভুক্ত করে, অনিদ্রায়, অনশনে, শীতের হীম, নিদাঘের তাপ, বরিষার বারিবর্ষণ তুচ্ছ করে ও অশেষ প্রকারে আত্মবঞ্চনা করেও সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন না। সেই সর্ব্বগুণনিদান জগতের চৈতন্যস্বরূপ হরি এই অধম অসূর-রাজকুমারের সমরে হত চেতনও হলেন এবং পুনশ্চ সজ্ঞাপ্রাপ্ত পূর্ব্বক তার নিকট বর-প্রার্থী, একি আশ্চর্য্য রহস্যময় ব্যাপার! কৃপাময়! অধমকে ত্রিলোক সমাজে মহা গৌরবান্বিত করাই নিশ্চয় আপনার এই বর প্রার্থনার উদ্দেশ্য? নতুবা যিনি মুহূর্ত্তমাত্র ইঙ্গিতে এই সুন্দর ধনজন, সৌধমালা, পর্ব্বত নদ নদী পরিপূর্ণ জগৎ লয় ও পরক্ষণে পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে পারেন, তাঁর আবার অভাব কি? তিনি আবার কোন বস্তুর অপ্রাপ্তি শোকে কাতর? দয়াময়! যাই হোক, আমার অদৃষ্টে যাই থাকুক, যাচিঞার সঙ্গে সঙ্গে আপনার প্রার্থিত দিয়েছি।

নারায়ণ। বৎস্য! তোমার সুন্দর শরীর-দে... পাষাণত্ব প্রাপ্ত হউক। যাবৎ কাল চন্দ্রসূর্য্য উদিত হ... পবন বহমান হবে, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হবে তাবৎ তোমা... নামে এই স্থান পীঠ স্থান হবে।

গয়াসুর। তথাস্তু! হরি! কিন্তু এক কথা রইলো দিবা রাত্রি পূর্ব্বাহ্নে অপরাহ্নে, যে কেহ কার নামে তোমার পদাঙ্কে আমার মস্তকে পিণ্ডদান করবে, তদ্দণ্ডেই সে প্রেত যোনীত্ব হতে উদ্ধার প্রাপ্ত হবে, এর অন্যথা হলেই পুনশ্চ আমি উঠে আপনাকে যুদ্ধে পরাস্থ করে সুরগণকে নিপীড়ন করবো। হরি! শীঘ্র মস্তকে শ্রীচরণ দিন, দেহ পাষাণ হলো আর বিলম্ব নাই।

নারায়ণ—( মস্তকে পদ প্রদান ) গয়াচাঁদ ধন্য তোর আত্মবঞ্চনা! ধন্য প্রতিজ্ঞা!

নারদ। মা! হরির কৌশল দেখলেন? সুররাজ্য নিষ্কণ্টক হলো কিন্তু গয়াসুরের এ ভক্তি গাঁথা চিরকাল অবিকৃত থাকবে। ধন্য গয়াচাঁদ! ভক্তি ও সাধনা বলে জগতে চির অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করে গেলে। বাপ! ধন্য তোর জননি! ধন্য তোর অসুরকুলে জন্ম! হরি দয়াময় তোমার করুণা ধন্য! কার প্রতি যে কি ভাবে সদয় হও, তা তুমিই জান। তোমার অসীম করুণা দৃষ্টি করে আজ এই চির সেবক চিরকালের জন্য কৃতার্থ ও ধন্য হলো। ওহে হরি! দেখো যেন তোমার এ চিরসেবকের প্রতি নিদান-কালে এইরূপ কৃপা প্রকাশে কুণ্ঠিত হয়োনা, এ অধমের এই একমাত্র প্রার্থনা।

গীত।

ধন্য হে, ধন্য আজ হলেম মুরারি।
তোমার অস্থরে করুণা হেরি।
কে জানে তোমার অন্ত, তুমি অনাদি অনন্ত,
অনন্ত তোমার অন্ত না পান কখন;—
আমি ভ্রান্ত কি বুঝিব তোমার মহিমা হরি॥
শ্রীচরণে এই নিবেদন, অন্তে যেন পাই ও চরণ,
ব্রহ্মা বাসবাদি যাচেন যে কমল চরণ;—
কমলা সেবিত পদ আজ গয়াসুর অধিকারি॥
শিব যার জন্য যোগী, সর্ব্ব বিলাস তেয়াগী,
চিতাভস্ম মেখে শ্মশানবাসী;—
সাধন বলে অসুরকুলে নিল সে ধন পূরণ করি।

যবনিকা পতন।

LIBRARY